লালা গোলোকচাঁদ

পারিবারিক নাটক।

"বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ
তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্ত।
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ।"

মোহ মুদ্গর।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

(এমারেল্‌ড থিয়েটারে অভিনীত।)

পৌষ, ১২৯৮।

কলিকাতা,

৭৮ নং আমাহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,

নিউব্রিটানিয়া প্রেস হইতে

শ্রীঅম্বিকাচরণ সোম দ্বারা মুদ্রিত।
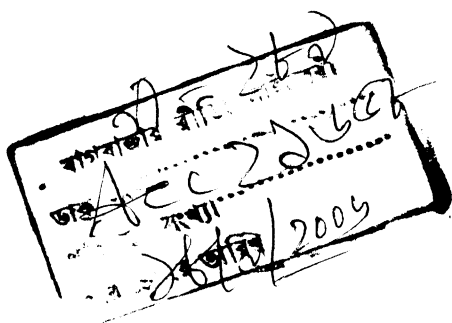
উৎসর্গ পত্র।

শ্রীযুক্ত রসিকলাল মল্লিক

করকমলেষু।

প্রিয় রসিক !

তোমার আগ্রহে আমার এই পুস্তক লেখা, এবং তোমারই চেষ্টায় এখানি থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে ; অতএব "লালা গোলোকচাঁদ" তোমারই হস্তে অর্পিত হইল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার স্বর্গীয় পিতা ৺আশুতোষ মল্লিক মহাশয়ের ন্যায় সদ্দাশয় ও মহান্ হৃদয় হইয়া দীর্ঘজীবি হও।
ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

মণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়	...	মাখনপুরের এক গৃহস্থ।
বিপিনবিহারী ঐ	..	মণিভূষণের জ্যেষ্ঠ পুত্র।
পুলিনবিহারি ঐ	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
উমেশচন্দ্র দত্ত	...	ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ।
দিগম্বর মুখোপাধ্যায়	..	মাখনপুরের দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
দিগ্‌বিজয় বন্দোপাধ্যায়	...	ঐ জমীদার।
দয়ালচাঁদ মুখোপাধ্যায়	..	কলিকাতার জনৈক সওদাগর।
প্রকাশচন্দ্র মিত্র	...	দয়ালচাঁদের পালিত।
বিনোদবিহারী	...	পুলিনবিহারীর পুত্র।
লছমীনারায়ণ	...	সিংহপুরের রাজপুত্র।
সদানন্দ	...	লছমীনারাযণের পারিষদ্‌।
জীতুসিংহ	...	দয়ালচাঁদের দ্বারবান্‌।
শিবু	..	দিগ্‌বিজয়ের ভৃত্য।

প্রহরী, বৃদ্ধ, ডাক্তার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জেলদারগা, ডাকহরকরা, পুলিস দারগা, পাহারাওয়ালা, ; কর্ম্মচারী, ভৃত্য, টেলিগ্রাফ পিয়ন।

স্ত্রীগণ।

অন্নপূর্ণা	...	মণিভূষণের গৃহিণী।
হেমাঙ্গিনী	...	ঐ বড় বধূ।
মেঘমালা	..	ঐ ছোট বধূ।
মায়া	...	মণিভূষণের দাসী।
নৃত্যকালী (ওরফে হরিমতি)		বেশ্যা।
বীণা	...	দয়ালচাঁদের কন্যা।
সরমা	...	দিগ্‌বিজয়ের স্ত্রী।
মাতাজি	...	সিদ্ধা যোগিণী।
কালির মা	...	মণিভূষণের প্রতিবাসিণী।

বেশ্যা, প্রতিবাসিণীগণ, দাসী, ইত্যাদি।
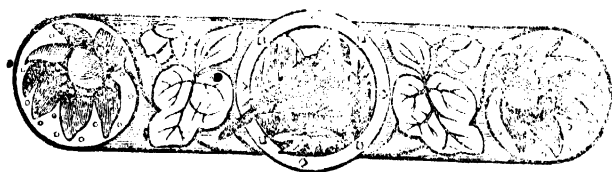
লালা গোলোকচাঁদ

পারিবারিক নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মাখনপুর। মণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীর প্রাঙ্গণ।

(উমেশ ও বিপিন।)

উমে। আর দেরি কিসের?

বিপি। রসো! নাকিস্থুর থামুক আগে! কদিন থেকে ক্রমাগত মায়াকান্না কাঁদ্‌ছে;—"বিনোদের অসুখ"—"পুলিন এলোনা"—খালি এই বুলি। বুড়ীকে ঠাকুর দেবতার নাম করে এক রকম জপিয়েছি, তবু এক এক বার বিগ্‌ড়ুচ্চে। কিন্তু বুড়ো বড়ই ভিটকিল্‌মি ধরেছে।— বেরুতে কি চায়!

উমে। চায়না কি? গলাটিপে বার করে দাও।—"পুলিন!"—"পুলিন!"—পুলিনের দফা এদিকে নিশ্চিন্দি!—তাকে তো একেবারে কালাপানি পার করে দেওয়া গেছে! শুন্‌লেম্ জাহাজে কিছু উৎপাৎ করেছিল, তবে সেখানে তো আর ট্যাঁ ফোঁ খাটেনা! তুই গুঁতোয় দোরস্ত।—যাহোক্ বিপিন! আমার টাকাগুলো ভাই এই বেলা দিয়ে ফেল;—শেষ বিয়ে ফুরুলে ছাঁদ্‌লায় নাথি না হয়!—টাকার জন্যই তো তোমার এতোটা কল্লুম!

বিপি। এই যে ভাই, বুড়ো বুড়ীকে তাড়িয়ে নিশ্চিন্দি হয়েই তারপর হবে।—তুমি যে উপকার করেছ! তোমার টাকা যায় কোথা? অর্ডারটা পাঠাতে ভুলোনা। যেন ছাড়া না থাকে, কোন রকমে পালিয়ে আস্তে না পারে!

উমে। তার জন্য ভাবনা নেই! জেলারকে একটা ডেমি অফিসিয়াল অর্ডার পাঠাব এখন।—কি বল্‌ছিলেম?—হাঁ!—এদের সঙ্গে পাঠাচ্চো কাকে?

বিপি। জমীদার শিবেকে সঙ্গে দিতে রাজি হয়েছে। শিবে সঙ্গে করে রেখে আস্‌বে এখন। বৃন্দাবন থেকে আর ফির্‌তে না পারে, তারও বন্দোবস্ত করে আস্‌বে।

(শিবুর প্রবেশ।)

এই যে শিবু!—একেবারে তৈয়ারি হয়ে এসেছিস্ তো?

শিবু। আজ্ঞে হ্যাঁ;—গাড়ীতে কি তুল্‌তে টুল্‌তে হবে বলুন।

বিপি। না, গাড়ীতে যা ওঠবার, সব উঠেছে, এখন এরা বেরুলেই হয়।

উমে। এই যে সব আস্‌ছে!—আমি তবে সরে পড়ি।

(প্রস্থান।)

(অন্দর হইতে মণিভূষণ, অন্নপূর্ণা, বিনোদ, হেমাঙ্গিণী মেঘমালা, কালির মা ও অন্যান্য প্রতিবাসিনীগণের

(প্রবেশ।)

মণি। আমার কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না!—পুলিনবেহারীর সঙ্গে একবার দেখা হলো না!

বিপি। তার আর কি করা যাবে? টেলিগ্রাফ্‌ করা হলো, চিঠিও লেখা হলো!—সেতো এলো না!

মণি। কেন এমন্‌টা হলো? পুলিন তো এসকল শুনে স্থির থাক্‌বার নয়!—তবে,—কেন এমন্‌টা হলো?

বিপি। বোধ করি কোন কাজের ঝঞ্ঝট্‌ পড়ে থাক্‌বে!

মণি। চিঠিও তো লিখ্‌তো?

বিপি। বোধ হয় সাবকাশ্‌ নেই! এখন্‌ গাড়ীতে গিয়ে উঠুন;—আর বেসি দেরি করে কাজ নেই।

অন্ন। (হেমাঙ্গিণীর প্রতি) তুমি মা হোচ্চ বড়! মিলে মিশে ঘর্‌ কোরো, বিনোদ্‌কে ছেলের মত দেখো। তোমার ছেলে হয় নি, বিনোদই তোমার ছেলে!—পাঁচজনে বাড়ীতে আস্‌বে যাবে, যে যেমন লোক্‌ তাদের তেম্‌নি আদর ওপিক্ষে কোরো। (মেঘমালার প্রতি) ছোট বৌ মা! তোমায় আর কি বল্‌বো মা? তুমি তো অস্যান নও!—“যে সয়, সেই রয়!” বড় বৌমা যদি রাগ করে কখন কিছু বলে কয়, কিছু মনে কোরো না; বড় বোনের মত মান্য কোরো। যেমন পূজো

আচ্ছা হয়ে আসছে সকলই যেন বজায় থাকে। ভিটেয় যেন স্বসঙ্কে ছড়াঝাঁট পড়ে। (বিপিনের প্রতি) বাবা বিপিন! বিনোদের অসুখ দেখে চল্লেম, কেমন থাকে সদাসর্ব্বদা চিঠি পত্র দিও।—আমার গহনা পত্র যা রইলো, যদি মরে যাই, বিনোদের বৌ হলে তাকে দিও;—বিনোদ আমার বংশধর! (বিনোদের মুখচুম্বন করিয়া) দাদা! ভাল করে লেখা পড়া শিখো! রাঙ্গা বৌ হবে;—রাজা হবে;—তুমি আবার দশ্‌টাকে পুষ্‌বে!

বিনো। আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

অন্ন। আমাদের সঙ্গে তুমি কোথা যাবে দাদা? আমরা অনেক দূরে যাব।

বিনো। আবার কবে আস্‌বে?

অন্ন। আবার তোমার বিয়ের সময় আস্‌বো।

বিনো। তবে আর আমাকে দেখ্‌তে পাবে না,—আমার অসুখতো ভাল হবে না;—আমি মরে যাব।

অন্ন। বালাই ষাট্‌! ষাট্‌! ষাট্‌! ওকথা কি বল্‌তে আছে দাদা? অসুখ করেছে, সেরে যাবে।—রাঙ্গা বৌ হবে,—রাজা হবে!

মণি। ষাট্‌! ষাট্‌!—বাবা বিপিন! আজ না হয় নাই গেলেম্‌? বিনোদ সার্‌লে,—পুলিনের সঙ্গে একবার দেখা করে, না হয় যেতেম।

বিপি। বুড়ো হলে ভীম্‌রতি ধরে আর কি!—সব্‌ ঠিক্‌ ঠাক্‌! বুচ্‌কি বাঁচ্‌কা গাড়ীতে উঠলো, সঙ্গের যাত্রীরা সব দাঁড়িয়ে,—আর আপ্‌নার এই কথা!

মণি। না,—না! প্রাণটার ভেতর কেমন কচ্চে, তাই বল্‌ছি বাবা! নাহয় গাড়ীতে যারা যারা যাবে, তারা যেতো; আমি নাহয় দুদিন পরে যেতেম্।

বিপি। তা বাড়ী ছেড়ে যাবার সময় সকলেরই মন অমন্ হয়ে থাকে। আমাদেরই কি আহ্লাদ হচ্চে?—তা বলে কি কর্‌বো? আপনার কাজ করাতে হবে তো?—ছেলে হয়ে যদি আপনাকে কাজ করাতে না পাল্লেম, তবে আর মনুষ্য জন্ম কেন?

মণি। তা বটে, তা বটে বাবা!—তবে বিনোদ সার্‌লে, পুলিন বেহারীর সঙ্গে একবার দেখা করে নাহয় যেতেম?

বিপি। এসকল আপনার ছেলেমানুষি কথা!—আর বিনোদের হয়েছেই বা কি?—অসুখ কি কারও করে না?

মণি। না,—না,—তা, কাশী সংযুক্তজ্বর্ বলেই ভয় হয়!—তা, তা, রাধাবল্লভজী রক্ষা করবেন।—তবে পুলিন বেহারীর সঙ্গে একবার—

বিপি। তার সঙ্গে আর কি দেখা হবে না?—আপনার যত অলক্ষণে কথা! কাজের ভিড়্ কম্‌লে, বাড়ী আস্‌বে তো, সেই সময় আমরা সকলে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে দেখা করে আস্‌বো!

অন্ন। বাবা বিপিন! মনে যদি কিছু খট্‌কা হয়, তাহলে আজ্ না হয়, থাক্ না;—এর পরেই না হয় যাওয়া যাবে।

বিপি। তুমিও যেমন! সব্ ঠিক্ ঠাক্! এসব শুভকর্ম্মে বিলম্ব কর্‌তে নেই!—ধর্ম্মের পথে কত কাঁটা।

মণি। সেটা ঠিক বটে!—তবে পুলিন বেহারী এলেই আমাদের সঙ্গে একবার দেখা করে এসো বাবা! বিনোদের চিকিচ্ছে পত্তর যেন ভাল হয় বাবা! ওর জন্যেই আমার ভয়!—পুলিন বেহারি একবার এলো না!

বিপি। হাঁ, হাঁ! সে সব ঠিক হবে। এখন গাড়ীতে গিয়ে উঠুন্। গরুর গাড়ী, হটর্ হটর্ করে যাবে, কাল ষ্টেশনে পোঁছুতে যদি দেরি হয়, তাহলে সমস্তদিন্ সেখানে বসে থাক্‌তে হবে। বিশেষ বার্‌বেলা এখুনি পড়্‌বে।

[illegible]ণি। তবে চল বাবা!—বড় বৌমা! ছোট বৌমা! তবে আসি মা! (হেমাঙ্গিনী ও মেঘমালার প্রণাম।) জন্ম এয়িস্ত্রী হয়ে ঘর সংসার কর, তোমাদের বাড়্ বাড়ন্ত হোক্! রাজার মা হও!—আমার সব বজায় রেখো! রাধাবল্লভজীর সেবার যেন ত্রুটী হয় না। (বিনোদের মুখচুম্বন করতঃ) তবে আসি দাদা!

[illegible]। দাদা! তুমি আমার অসুখ দেখে চল্লে, আর আমায় দেখ্‌তে পাবে না। আমিতো ভাল হবো না!

[illegible]। গোবিন্‌জী তোমায় রক্ষা কর্‌বেন্,—ভয় কি দাদা? তুমি রাজা হবে, আমার বাপ্ পিতোমোর্ নাম্ রাখ্‌বে!

[illegible]। না দাদা! তোমরা গেলে আর্ আমি বাঁচবো না!

[illegible]। ষাট্! ষাট্! রাধা্বল্লভজী রক্ষা করুন!—বাবা বিপিন্! আজ আমার যাওয়া হলো না!

[illegible]প। আপ্‌নারা যা জানেন করুন! আমি আর কিছুতেই নেই!—কেবল ধাষ্টামী বৈ ভো নয়!

মণি। রাগ্ কোরোনা বাবা! তুমি যদি ছেলের বাপ্ হোতে, তাহলে বুঝ্‌তে পার্‌তে আমার মনে কি হচ্চে।

কা-মা। তা বটে;—তবে আবার মায়া না কাটালে তিথি-ধর্‌মোও হয় না।

মণি। তা বটে! সে কথা ঠিক্! না,—দেরি কল্লে আবার বাধা ঘট্‌বে! (অন্নপূর্ণার প্রতি) তবে আর বিলম্ব করো কেন? (হেমাঙ্গিনী, মেঘমালা ও প্রতিবাসিণী-গণের অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করণ।)

মেঘ। আমায় সঙ্গে নাও মা! আমার মা নেই, তোমাকেই মা বলে জানি; আমায় কার কাছে রেখে যাবে?

অন্ন। খ্যাপা মেয়ে! তুমি ঘর সংসার ফেলে, আমাদের সঙ্গে কোথা যাবে? সময় হলে, পাকা মাথায় সিঁদুর পরে, বিপিন পুলিনের সঙ্গে তোমরাও একদিন এমনি করে যাবে, এখন আসি। আশীর্ব্বাদ করি রাজার রাণী হয়ে, রাজার মা হয়ে, সুখে ঘর সংসার করো। বিনোদ আমার রাজা হোক্! (প্রতিবাসিণীগণের প্রতি) কালির মা! তাঁতি বৌ! ক্ষান্তর মা! তবে আসি মা! তোরা সব যেমন আসা যাওয়া কচ্চিস, এম্‌নি আস্‌বি যাবি। বৌমারা রৈলো, বৌমাদের দেখিস্!

কা-মা। তা আর বোল্‌ছো কি মা? তোমাদের গুণের কথা কি আমরা প্রাণ থাক্‌তে ভুল্‌তে পারবো?

অন্ন। দাদা বিনোদ! তোমার মার কাছে যাও দাদা!—ছোট বৌমা নাও!

বিনো। না দিদি! আমি তোমার কাছ্ থেকে যাবোনা।

অন্ন। তবে এস গাড়ী পর্য্যন্ত।—বাবা বিপিন! বিনোদ কেমন থাকে রোজ্ রোজ্ একখানা করে চিঠি দিও।

বিপি। ওগো! তা হবে গো হবে!—ভাল জ্বালা!

মণি। তবে এস সব। বাবা বিপিন! তবে পুলিন বেহারী এলেই সবাই গিয়ে আমাদের সঙ্গে একবার দেখা করে এস। আমি বড় উদ্বিগ্ন রইলেম। বিনোদের চিকিচ্ছে পত্তর যেন ভাল হয়। তাইতো! বিনোদ অসুখে পড়ে রইলো! পুলিন বেহারীর সঙ্গে এক-বার দেখা হলো না!—দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা!

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা। দয়ালচাঁদের বহির্ব্বাটীর এক কক্ষ।

(দয়ালচাঁদ ও প্রকাশ।)

দয়া। ব্যাপার আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে! আজ চার দিন হলো, পুলিন এখান্ হতে গেছে,—গিয়েই বিনোদ কেমন থাকে টেলিগ্রাফ্ করবার কথা! কৈ? আজ পর্য্যন্ত কোন খবরইতো পাওয়া গেল না! টেলিগ্রাফ্ কল্লেম, তারওতো কোন জবাব পেলেম না! তবে কি আবার টেলিগ্রাফ্ কর্ব্বো?

প্রকা। বোধ হয় বিনোদের ব্যারাম বেড়ে থাক্‌বে, কিম্বা বোধ হয় তিনি ব্যস্ত আছেন, মন ও ভাল নেই, তাই খবর দেন্‌নি।

দয়া। না, না,—পুলিন কিছুতেই এরূপ চুপ্ করে থাক্‌বে না! সে জানে, আমি খবর জান্‌বার জন্যে কত উদ্বিগ্ন; জেনে শুনেও সে কি চুপ্‌করে থাক্‌তে পারে? আমার বড় ভাল বোধ হচ্চে না। পথে তার নিশ্চয়ই বিপদ্ ঘটে থাক্‌বে। তুমি ফের্ টেলিগ্রাফ্ করে দাও।

প্রকা। পরশু মোহন সরকারকে তো পাঠিয়েছেন, সে কাল রাত্রি নাগাদ্ পৌঁছে থাক্‌বে। পৌঁছেই টেলিগ্রাফ করবার কথা আছে; তাহলে আর ফিরে টেলিগ্রাফের আবশ্যক কি?

দয়া। না, না,—আমার মন বড়ই অস্থির হয়েছে;—পুলিনের নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটেছে! তুমি চাদর নিয়ে একবার যাও, এখনি আর্জেণ্ট রিপ্লাই টেলিগ্রাফ্ করে দাও; লিখেদিও যেন টেলিগ্রাফ্ পাবামাত্র জবাব দেয়।

প্রকা। যে আজ্ঞে আমি চল্লেম। (প্রস্থানোদ্যম।)

দয়া। একটু দাঁড়িয়ে যাও; দেখি, যদি পুলিনের কোন খবর থাকে।

(ডাক হরকরার প্রবেশ।)

ডাঃ হঃ। মশয়! একখানা বেয়ারিং চিঠি আছে।

প্রকা। (পত্র লইয়া) আচ্ছা, বাহিরে দরোয়ানের কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নাওগে।

(সেলাম করিয়া ডাক হরকরার প্রস্থান।)

দয়া। চিঠি কার নামে?

প্রকা। (পত্র দেখিয়া) আজ্ঞে আপনারই!

দয়া। পোষ্ট মার্ক?

প্রকা। মাখন্পুর পোষ্ট আপিস্।

দয়া। চিঠি বেয়ারিং? তবে তো পুলিনের চিঠি নয়! সে তো কখন বেয়ারিং পাঠায় না।—হাতের লেখা কার?

প্রকা। আজ্ঞে, বোধ হয় তার ভায়ের, বিপিন বাবুর।

দয়া। বিপিনের?—তবে কি পুলিনের কোন অসুখ হলো নাকি? খুলে পড় দেখি শুনি।

প্রকা। (পত্রপাঠ) "শ্রীযুক্ত দয়ালচাঁদ মুখোপাধ্যায়, দীনপালকেষু—

দয়া। ওসব ছেড়ে দাও, তার পর পড়ে যাও।

প্রকা। "মহাশয়ের প্রেরিত ৫০০ টাকার মণি অর্ডার প্রাপ্ত হইয়াছি। মহাশয়ের এ দীনদিগের প্রতি অনুগ্রহ এ নূতন নহে—"

দয়া। আহা! ওসব ছেড়ে দাও না! পুলিন কবে পৌঁচেছে? বিনোদ কেমন আছে?

প্রকা। "বিনোদের পীড়ার এক্ষণে কথঞ্চিৎ বিশেষ হইয়াছে, তবে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই। পিতা মহাশয় ও মাতাঠাকুরাণী সত্বরই ৺ কাশিধাম যাত্রা—"

দয়া। পুলিনের সংবাদ কৈ?

প্রকা। "যাত্রা করিবেন। তাঁহারা পুলিন ভায়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে চাহেন।"

দয়া। তবে কি পুলিন এখনো পৌঁছায় নি? তারপর পড়।

প্রকা। "ইতি পূর্ব্বে আমিও বিনোদের অসুখ কারণ শ্রীমান্ পুলিন বেহারী ভায়াকে টেলিগ্রাফ করি; কিন্তু পুলিন ভায়া আজ পর্য্যন্ত এখানে আসিয়া পৌঁছায় নাই।"

দয়া। আজ পর্য্যন্ত পৌঁছোয় নি?

প্রকা। বোধ করি পথে কোথাও কারো সঙ্গে দেখা করে যাচ্চেন।

দয়া। তাও কি কখন হয়? বিনোদের ব্যারামের খবর পেয়ে সেকি পথে কোথাও বিলম্ব করতে পারে? পুলিনের নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটেছে।—প্রকাশ! বুঝি বা আজ আমার পুলিনকে আমি হারালেম। পুলিন বেঁচে নেই!

(নেপথ্যে মোহন সরকার)। এইখানে নাবা!—কে আছো ওখানে?—বেহারা! দরোয়ান্! একবার শিগ্গির এস,—আর কে আছে ডাক। বড় কাহিল, ধরাধরি করে নিয়ে যেতে হবে।

দয়া। দেখো, দেখো, কে কথা কয়? মোহনের গলা বোধ হচ্চে!

(প্রকাশের প্রস্থান।)

(নেপথ্যে মোহন)। খুব আস্তে! যেন বেশি নাড়া না পায়; তা হলে আবার ভির্ম্মী যাবে।

দয়া। কে কথা কও? কে ভির্ম্মী যাবে? (অগ্রসর হওন।)

(জীতুসিংকে লইয়া মোহন সরকার ও প্রকাশের প্রবেশ।)

জীতু সিং! তোমার এ অবস্থা কেন? পুলিন কোথা?

জীতু। (ক্ষীণস্বরে) মহা—রা—জ!—ডা—কা—ইৎ—

মোহ। বড় কাহিল, অনেকটা পথ আস্তে হয়েছে, একটু শোধ্রাতে দিন্, সব শুন্বেন। (সকলের জীতু সিংহের সুশ্রূষা) প্রকাশ বাবু! আপনি শিগ্গির একজন ডাক্তার নিয়ে আসুন।

(প্রকাশের প্রস্থান।)

দয়া। আর কি শুন্বো মোহন? সব শুনেছি, সব বুঝেছি। আমার কপাল ভেঙ্গেছে, তা আমি অনেকক্ষণ বুঝেছি।

মোহ। মহাশয়! কাতর হবেন না, ভগবান অবশ্যই দিন দেবেন।

দয়া। কিসের দিন দেবেন মোহন? প্রাণ তো ফিরে পাবার নয়! আজ যদি আমি আমার সমস্ত বিষয় হারাতেম, তাহলে আমি তিলার্দ্ধও কাতর হতেম না, জান্‌তেম্‌ পুলিন বেহারি আমার আছে, আবার সকলই হবে। কিন্তু আজ আমি অমূল্য নিধি হারিয়েছি, আমার পরশ্‌ মণি আজ অতল জলে ডুবেছে, আর ভগবান্‌ কি দিন দেবেন মোহন? আমার যখন পদস্ফুট হয়, গৃহিণীও তখন বিকারগ্রস্থা;—পুলিন দিনরাত আমাদের সেবা করেছে। আমার পায়ের গন্ধে জনমানব আমার কাছে আস্‌তে পারতো না, ডাক্তারেরা নাকে কাপড় দিয়ে আমায় দেখ্‌তে আস্‌তেন; কিন্তু পুলিন নির্ঘিণ্য হয়ে সেই পুঁজ রক্ত পরিষ্কার করে দিত। এক দিনের জন্যেও তার মুখ বিকৃত হতে দেখিনি। সমস্ত রাত্রি আমি যন্ত্রণায় ছট্‌ ফট্‌ কর্ত্তেম; পুলিন বসে আমায় বাতাস করেছে, এক নিমিষের জন্যেও চোখে পাতায় করেনি। আজ বড় বেসি দিনের কথা নয়; যখন ইউনিয়ান্‌ ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় আমি ডুবে যেতে বসেছিলেম্‌, যেদিন আমার যশ, মান পতনোন্মুখ হয়েছিল, পুলিন আপনার যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি স্ত্রীর গহনা পর্য্যন্ত বিক্রী করে, আমায় সেই মহাপতন হতে রক্ষা করেছিল।—আজ আমি সেই পুলিনকে বাঁচাতে পাল্লেম না! আজ আমি সেই পুলিনকে হারিয়েছি; আবার ভগবান্‌ কি দিন দেবেন মোহন?

মোহ। মশায়! আপনি এরূপ কাতর হবেন না। ডাকাতেরা তাঁর জীবন নাশ করেছে কিনা সন্দেহ।

দয়া। সন্দেহ? পুলিন বেঁচে আছে?—না, না,—সে যদি বেঁচে থাক্‌তো, কোন না কোন উপায়ে এতক্ষণে এখানে এসে উপস্থিত হতো।-- কিন্তু সে আশা বৃথা! দস্যুরা নিশ্চয়ই তার প্রাণনাশ করেছে।

মোহ। মশায়! আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজ্‌লেম্, সকলের দেহ দেখ্‌তে পেলেম, কিন্তু তাঁর দেহতো কোথাও দেখ্‌তে পেলেম না। সেই জন্য আমার বোধ হয় দুষ্টেরা তাঁকে কোথাও সরিয়েছে।

দয়া। জীতু সিং! একটু সুধ্‌রেছ কি? জানোকি পুলিনের কি হলো?

জীতু। (ক্ষীণস্বরে) মহারাজ! কিসন্‌পুর জঙ্গল্‌মে পঁহুছ্‌নে, বহুৎ বদ্‌মাস্‌ লোগ্‌ হাম্ লোগ্‌কো রোকা। বেহারা সব্‌ পইলেই জান্ দিয়া।—হাম্ ডাকাইৎ লোগ্‌কা সাৎ লড়্‌তাথা, ছোটা মহারাজ্‌জি হামারা পিছাড়ি সে বন্দুককা আবাজ্ করতাথা; থোড়া বাদ্,—কৈ আদ্‌মি পিছাড়ি সে হামারা শির্ পর্ লাঠি মার্‌দিস্; হাম্ বেহুঁস্‌ হোকে একদম্ গির্‌ পড়া। জান্‌তা নেহি মহারাজ! উন্‌কো কেয়া হাল্ হুয়া। মেরা নসিব্‌মে দুখ্‌ লিখা উসিয়াস্তে মেরা জিউ রয়্‌গিয়া মহারাজ!

দয়া। তোমার কি বোধ হয় পুলিন্ বেঁচে আছে?

জীতু। মহারাজ! ডাকাইৎ লোগ্‌ ছোটা মহারাজ জিকো মার্‌নেসে উন্‌কো লাস্‌বি হুঁয়া হৈাতা। লেকিন্, মোহন্

বাবু বহুৎ ঢুঁড়া, কৈ জাগ্‌গামে মিলা নেই। উসিয়াস্তে হামারা মালুম হোতা, কি উন্‌নে জিতা হায় মহারাজ!

দয়া। তোমরা সবাই যথন বল্‌ছো, তখন যথাসাধ্য তল্লাস করো;—কিন্তু আমার মনে হচ্চে, পুলিন বেঁচে নেই। থানায় থানায়, ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে খবর দাও, দেশে দেশে খবর পাঠাও,—যদি কেউ পুলিন্‌কে এনে দিতে পারে, তাহলে, তাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাবে। জিতুসিংকে সবাই নিয়ে ওর ঘরে দিয়ে এস;—ডাক্তার এলে ব্যবস্থা নিও।—আমার আর কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। আমি বাড়ীর ভিতর চল্লেম। কেউ যদি দেখা কর্‌তে আসে, বলো, আমার মন বড় খারাপ্‌, আজ আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে অক্ষম।—তোম্‌রা বল্‌ছো বটে, কিন্তু—আমার বোধ হচ্চে, পুলিন আমার বেঁচে নেই।

(একদিক দিয়া দয়ালচাঁদের ও অন্যদিক দিয়া জীতু-সিংকে লইয়া সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

আণ্ডামানস্থ কারাগার।

(পুলিন খাটিয়ায় শায়িত ও জনৈক প্রহরী উপস্থিত।)

পুলি। আমি কোথায় ?

প্রহ। তুমি গারদে।

পুলি। (অর্দ্ধোত্থিত হইয়া) আমি গারদে কি জন্য ?

প্রহ। একেবারে যে আকাশ থেকে পড়্লে দেখ্তে পাই !

পুলি। আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে, আমি গারদে কি জন্য ?

প্রহ। জাহাজে আসবার সময় মার ধোর হাঙ্গামা করেছিলে, তুমি যেমন বদ্মায়েস্, দারোগা বাবুও তেম্নি তোমায় গারদে রেখেছেন।

পুলি। তবে কি আমি এ্যাণ্ডামানে ?

প্রহ। এতক্ষণে বুঝ্তে পারছো কি ?

পুলি। এখানে আমি কদিন আছি ?

প্রহ। এখানে তিন দিন এসেছো। কদিন অজ্ঞান ছিলে !

পুলি। ভাই ! আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তোমার পায়ে ধরি, একবার তোমার বাবুকে ডেকে দাও। আমি তাঁর পায়ে ধরে বুঝিয়ে বল্বো, আমি নির্দ্দোষী, আমার এ দণ্ড কেন ?

প্রহ। এ তো পুরোণো কথা, আর কিছু নূতন থাকে তো বল।

পুলি। কেন পরিহাস কর? আমার পুত্রের শঙ্কট পীড়া! জানিনে বাছা আমার প্রাণে বেঁচে আছে কিনা! দয়া কর। একবার তোমার বাবুকে ডেকে দাও?

(ডাক্তারের প্রবেশ।)

ডাঃ। কিসের হল্লা?

পুলি। মশায়! বিনা অপরাধে আমায় এ নরক যন্ত্রণা কেন দেন? দয়া করে আমায় ছেড়ে দিন। ঈশ্বর অবশ্যই আপনার মঙ্গল করবেন।

ডাঃ। দোষ যখন করেছিলি, তখন একথা মনে ছিলনা? জাহাজে হাঙ্গামাই বা কি!—পাজী! হারামজাদ্!

পুলি। মশায়! ধর্ম্ম সাক্ষ্য করে বল্‌ছি, আমি কোন দোষ করি নি; আমায় নিষ্কৃতি দিন। বিনা দোষে আমায় কি জন্য এ নরক যন্ত্রণা দেন?

ডাঃ। (প্রহরীর প্রতি) আর তোর এখানে থাক্‌বার আবশ্যক নেই, চাবি দিয়ে চলে আয়।

পুলি। মশায়! আমার নিবেদন!

ডাঃ। পাষণ্ড! পিতৃহন্তার আবার নিবেদন কি?

(ডাক্তারের ও কারাগারদ্বারে চাবি দিয়া লণ্ঠন লইয়া প্রহরীর প্রস্থান এবং নেপথ্যে শিকল নাড়া ও চাবির শব্দ।)

পুলি। (স্বগত) আমি নিরপরাধী, আমার কারাদণ্ড কেন? বিনাদোষে, এ্যাণ্ডামানে,—আমি খুনি, জালিয়াৎ, দাগাবাজের মাঝে, এই কারাগারে বদ্ধ কেন? ইনি পিতৃহন্তা বলে তিরস্কার করে গেলেন; জাহাজেও এই কথা শুনে-

ছিলেম। এর অর্থ কি? আমার পিতা কি জীবিত নেই? তাই বা কিরূপে হবে? বাবার অসুখের কথা তো কিছুই শুনি নি! তবে এর অর্থ কি? (চিন্তা) তবে কি কোনরূপ ভ্রম হয়েছে? কোন মহাপাতক পিতৃহন্তাকে ধৃত কর্‌তে গিয়ে ভ্রম ক্রমে কি আমাকে এখানে এনেছে? তাই বা কিরূপে হবে? তাহলে আমায় অন্য কোন স্থানে রাখ্‌তো, এখানে কেন আস্‌বো?—বিচারে দোষী প্রমাণ না হলে কেউ তো এ্যাণ্ডামানে আসে না! (চিন্তা) তবে এ কিরূপ কাণ্ড?—আমি নির্দ্দোষী, আমি এ্যাণ্ডা-মানে কেন? (ক্ষণ চিন্তার পর) বিনোদ! বিনোদ কি বেঁচে আছে?

(নেপথ্যে জেলদারোগা)। সাত লম্বর খোলো! (নেপথ্যে শিকল ও চাবির শব্দ; পরে মসালহস্তে প্রহরীর সহিত জেল দারোগা ও সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কারাগার সম্মুখে প্রবেশ।)

সুপাঃ। (পকেট বহিতে লিখিয়া) নাম্বার?

জেঃদাঃ। নম্বার সেবেন্! নেম্—গোবিন্দ প্রসাদ ব্যানার্জি!

পুলি। আমার নাম গোবিন্দ নয়!

জেঃদাঃ। চুপ্!

সুপাঃ। টুমি কিরূপ খাবার পায়? কোম্বল পাইয়াছে?

পুলি। সাহেব! আমি নির্দ্দোষী! আমার এ ভয়ানক দণ্ড কেন?

সুপাঃ। সে বিষয় হামি কিছু বলিটে পারে না; হামি যে বিষয় জানিটে আসিয়াছে, সেই বিষয় জানিলেই বহুট্ অইলো। টুমি ডোস্ করিয়াছে কি না, হামি জানে

না। সে বিষয় খোঁজ লইবারও হামার অটিকার আছে না। যিনি টুমাকে এখানে পাঠাইলো, সে বিষয় টিনি জানিবে।

পুলি। কে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন ?

সুপাঃ। অনারেবল জজ্ সাহেব গিল্টি বুঝিয়া টুমাকে এখানে পাঠাইলো,—জুরি টুমাকে ডোষি ডেকিলো, টাহারা জানেন ; টুমি ডোসি কি না ;—হামি জানে না।

পুলি। সাহেব ! আমার কোন অপরাধ নেই ! আমার কোন বিচার হয় নি। আমার বিচারে জজ্ বসেনি, জুরি বসেনি !

জেঃ দাঃ। ননসেন্স্ !

সুপাঃ। টুমার ব্রেন্ খারাপ্ হইটেছে, টুমি পাগল হইটেছে। বিনা বিচারে কেহ এখানে আসিটে পারে না। ক্রিমি-ন্যাল্ সেশনে বিচার অইয়া ডোসি প্রমাণ অইলো, টবে এখানে পাঠানো অইলো !

পুলি। সাহেব ! সত্য সত্য বল্‌ছি, আমার বিচার হয় নি। আফিসে কায কচ্ছিলেম্. বাড়ী হতে টেলিগ্রাফ্ পেলেম্ আমার পুত্রের শঙ্কট পীড়া ! মন বড় ব্যাকুল হলো। আমি বাড়ী যাচ্চি, পথে,—কৃষ্ণপুরের জঙ্গলে—

সুপাঃ। কিষ্টোপুরের জঙ্গল্ ! মোষ্ট্ নটোরিয়াস্ প্লেস্ আছে ! হামি যখন বাংলায় ছিল, ও জঙ্গলের কঠা শুনিয়াছে।

পুলি। হ্যাঁ সাহেব ! সেই ভয়ানক জঙ্গলে পৌঁছুতে রাত্রি হলো, এমন সময়ে ডাকাতেরা আমাদের ধল্লে। বেহারা, দরোয়ান একে একে সবাই ডাকাতের হাতে মলো। আমার মাথায় একজন দারুণ আঘাত কল্লে ! আমি

অজ্ঞান হয়ে পড়্লেম। জ্ঞান হয়ে দেখ্লেম জাহাজে আছি,—শুনলেম আমায় এ্যাণ্ডামানে নিয়ে যাচ্চে! কত কাঁদাকাটা কল্লেম, কেউ আমার কথায় কর্ণপাতও কল্লে না। নিরুপায় দেখে, জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেম, তারপর আর কিছুই স্মরণ নেই! আজ জ্ঞান হয়ে দেখ্ছি, আমি এখানে! মশায়! জানিনে আমার পুত্র এত দিন্ প্রাণে বেঁচে আছে কি না! সাহেব! যদি আপনি পাষাণ হৃদয় না হন্, যদি আপনার সন্তান থাকে, তাহলে আপনি আমার প্রাণের ব্যথা কতক অনুভব কর্তে পারবেন। আপনার পায়ে ধরে বল্ছি, বিনা অপরাধে, বিনা বিচারে, কিজন্য আমায় এ নরক যন্ত্রণা দেন? এ অভাগাকে অব্যাহতি দিন! বিনা কারণে কেন একজন নির্দ্দোষীর প্রাণ বধ করেন? কি জন্য ব্রহ্মহত্যা দেখেন?

সুপাঃ। মাই গড্! হি টাচেস্ মাই সোল্!—আচ্ছা, হামি টুমার মুক্টির চেষ্টা করিবে; টুমার বিষয় হামি বিশেষ টডন্ট করিবে। টুমাকে ডোসী বলিয়া হামার বিস্ওয়াস্ অইলো না!

পুলি। জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

সুপাঃ। (জেঃ দারোগার প্রতি) হোয়াট্ ইস্ হিস্ কেস্?

জেঃদাঃ। হি হ্যাস্ মার্ডার্ড্ হিস্ ফাদার্!

সুপাঃ। বাই জোভ্!—হি ইস্ এ লিভিং সেট্যান্ দেন্!—আই টুক্ হিম্ ফর্ এ্যান্ অনেষ্ট্ ম্যান্! হোয়াট্ এ ফুল্ আই মাষ্ট্ বি!—হি ক্যান্ ক্রীয়েট্ এ নাইস্ টেল্ ইণ্ডিড্!

পুলি। সাহেব! এ মিথ্যা কথা! আমি নির্দ্দোষী!

সুপাঃ। চুপ্ রাও—ইউ ভিলেন্!

জেঃদাঃ। হিয়ার্ ইস্ এ্যানাদার্ লেটার্ কন্‌সার্নিং হিম্।

(পত্রপ্রদান)

সুপাঃ। লেট্ সি! (পত্রপাঠান্তে) আই সি দ্যাট্!—হি ডিসার্ভস্ সাচ্ এ কেয়ার্ ফুল্ আঙ্গ!—মিষ্টার ডাট্টা ইস্ দি ফিট্‌ম্যান্ ইন্ এ ম্যাজিষ্ট্রেট্‌স্ চেয়ার্!

(প্রহরী, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ও দারোগার প্রস্থান।

এবং নেপথ্যে শিকল ও চাবিবন্ধের শব্দ।)

পুলি। নিরাশা! নিরাশা! বিধাতা বিমুখ! তবে কিজন্য জীবন ধারণ করা? আজীবন এই আঁধার কারাগারে বাস অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ! কিছু আহার করবো না! দেখি প্রাণ কত দিন থাকে!—বিনোদ!—বিনোদ কি বেঁচে আছে? ইচ্ছে হয় একবার ছুটে গিয়ে দেখে আসি।—মাথা ঘুরচে, কাণে তালা লেগে গেল! বুঝি মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হচ্চে! একে অতিশয় দুর্ব্বল, তাতে আবার অনেক কথা কইচি, তাই বুঝি এমন হচ্চে! শরীর অবসন্ন হয়ে পড়্‌ছে! আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত!—বিনোদ! মেঘমালা! তোমাদের ভাসালেম!—বৃদ্ধ মা বাপের কি কল্লেম্!—দাদা! দাদা! এ জীবনে আর তোমার চরণ দর্শন করতে পেলেম না।—দয়াল বাবু! এজীবনে আপনার ঋণ পরিশোধ হলো না! (মোহ।)

(নেপথ্যে মতাজীর গীত।)

কিসেরি ভাবনা, দুঃখতো রবেনা,
প্রাণের বেদনা মুছিবে রে।
রাখিয়ে জীবন, করিলে সাধন,
অবশ্য বাসনা পূরিবে রে॥
কেন ভয় হয়, কিসের সংশয়,
এ যাতনা নাহি রহিবে রে।
কেন ভুলে থাক, হরি বলে ডাক,
ভবকারাভয় ঘুচিবে রে॥

(জ্যোতির্ম্ময়ী মাতাজীর আবির্ভাব ও অন্তর্দ্ধান।)

পুলি। (মোহান্তে উঠিয়া স্বগতঃ) কিসের আলো! কে এ সন্যাসিনী!—কোন দেবী কি আজ এ বেশে আমার দেখা দিলেন! (প্রকাশ্যে) দেবি! দেবি! (চিন্তা) কোথায় গেলেন?—এমন গান তো কখন শুনিনি! গান শুনে আবার নব বল্ পেলেম্!—জীবন থাক্লে সত্যই কি বাসনা সফল হবে? হবে বৈ কি? আমি যে নির্দ্দোষী!—ধর্ম্ম আছে! সত্যের জয় অবশ্যই হবে! জগদীশ্বর! এতদিন আপনাকে ভুলেছিলেম্, তাই আমার এ দুর্গতি!

(নেপথ্যে শিকল ও চাবি খোলার শব্দ; পরে লণ্ঠন ও খাবার হস্তে প্রহরীর আগমন এবং কারাগারের দ্বার খুলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ।)

প্রহ। (খাবার ও লণ্ঠন নামাইয়া) কিহে! কি ভাবছো বসে?

পুলি। আমায় জিজ্ঞেস কচ্চো কি ভাব্‌ছি? এই আঁধার কারাগারে ভাবনা ভিন্ন আর আমার কি আছে? সদাই ভাবনা—অপার ভাবনা!

প্রহ। কি এত ভাবো?

পুলি। একজন নিরপরাধী কারারুদ্ধ হলে, তার যে কি ভাবনা, তা তুমি কি করে বুঝ্‌বে? (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ভাবি কিজন্য আমার এমন্‌ হলো? ভাবি এতদিন আমার সংবাদ না পেয়ে আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলে কত কি ভাবছে? ভাবি, আমার পুত্রের ব্যারাম শুনেছিলেম্‌ সে কেমন আছে? আরও কত কি ভাবি!—ভাই! আমার পুত্রের সংবাদ পাবার কি কোন উপায় নেই?

প্রহ। বাপ্‌রে কার সাধ্যি! (পুলিনের নিকট উপবেশন।)

পুলি। তোম্‌রা কজন প্রহরী আছ?

প্রহ। এখন গারদে আমিই একা খাবার দি, এখানে এখন কেবল তুমিই আছ।

পুলি। বাহিরে শাস্ত্রী কজন আছে?

প্রহ। সমুদ্রের কিনারা বলে, বেসি শাস্ত্রী থাকে না, কেবল এক-জন করেই থাকে।

পুলি। শুনেছিলেম কোথাও কোথাও কোনরূপ সঙ্কেত কথা ব্যবহার হয়। এখানে সেরূপ কিছু আছে নাকি?

প্রহ। হ্যাঁ! এখানেও আছে বৈ কি! শাস্ত্রীর যদি কারো উপর সন্দেহ হয়, তাহলে বলে, "হোর ইউ?" তাতে

বল্‌তে হয়, "রূল ব্রিটানা।" যদি কেহ উত্তর দিতে না পারে, তখনি তাকে গুলি করে। তবে আমাদের আর বড় একটা জিজ্ঞেস্ করে না।

পুলি। আচ্ছা ভাই! এখান হতে কি কেউ কোন রকমে পালাতে পারে না?

প্রহ। তবে আর আমরা কোম্পানীর নিমক্ খাই কি কোর্ত্তে?

পুলি। যদি কেউ পালায়?

প্রহ। চারিদিকে সমুদ্দুর, যাবে কোথা? আবার টিকি ধরে এনে পুরি।

পুলি। আমার বড় ইচ্ছে করে, একবার ছেলে পুলেদের দেখে আসি।

প্রহ। ইচ্ছে তো সকলেরই করে, তবে যেতে দেয় কে?

পুলি। আচ্ছা, এই সময়ে যদি পালাই?

প্রহ। সেকিহে? তুমি এরকম কথা বল্‌চো কেন? তোমার কথা গুলো শুন্‌লে বেস্ ভাল মানুষ বলে বোধ হয়, তবে আবার এক একবার কেমন সন্দেহ হয়। জাহাজে যে গোলোযোগ বাধিয়েছিলে শুনেছি!

পুলি। আরে না, না! ওকথা বলে তোমার মন বুঝ্‌ছিলেম্। আমি পালাতে চাচ্চিনে। কিন্তু তুমি ভাই আমায় এক-বার ছেড়ে দাও। নাহয় আমায় সঙ্গে কোরে নিয়ে চল, আমি আমার স্ত্রীপুত্রকে দেখে আবার তোমার সঙ্গে ফিরে আসবো!

প্রহ। তোমার কথা শুনে আমার গতিক বড় ভাল বোধ হচ্চে না।

পুলি। (দ্বারের দিগে অগ্রসর হইতে হইতে) আমার বুক ধৈ-

যাচ্চে, আর আমার কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না; আর আমি কিছুতেই স্থির থাক্‌তে পাচ্চি না।

প্রহ। (বাধা দিয়া) কোথা যাও হে! সাহসও তো কম নয়! আমি শালা কি এখানে ঘাস্‌ কাট্‌তে দাঁড়িয়ে আছি? যাও ঐ দিকে! (পুলিনকে ধাক্কা দেওন।)

পুলি। বিনোদের শক্কট পীড়া শুনেছিলেম্, একবার তাকে দেখ্‌বো। আমায় ছেড়ে দাও! কিছুতেই আমায় ধরে রাখ্‌তে পার্‌বে না। আমায় বাধা দিও না।

প্রহ। এ পাজী ব্যাটার সঙ্গে সহজে হলো না। শাস্ত্রীকে শুদ্ধ হাঁক দিতে হোল। (উচ্চৈঃস্বরে) জমা—

পুলি। (প্রহরীর মুখ চাপিয়া) চুপ্‌! নইলে তোমায় খুন্ কর্‌বো! বিনোদ আমার মৃত্যু শয্যায় শুয্‌ছে!—বন্ধুর কাজ করো, আমার পলায়নে সহায়তা কর!—তবু বল প্রকাশ কর্‌ছো! তবে আমার অপরাধ নাই! (নিজ শিরস্থিতবস্ত্রের দ্বারা প্রহরীর মুখ বন্ধন।) এখনো বল শক্র কি বন্ধু!—আমায় ধরে রাখ্‌তে পারবে না, আজ আমি সিংহের বল পেয়েছি! তবু জোর কচ্চো?—তবে নিপাৎ যাও। (নেপথ্যমুখে ধাক্কা দেওন; প্রহরীর মূর্চ্ছা।)

পুলি। থাক্, ঐখানে পড়ে থাক্! জগদীশ্বর! দীনবন্ধু! অধম সন্তানকে রক্ষা করো!

(প্রহরীর জামা ও পাগ্‌ড়ী পরিয়া লণ্ঠন হস্তে কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া বেগে প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মাখন্‌পুর—দিগ্বিজয়ের বাটীর এক কক্ষ।

(দিগ্বিজয়, শিবু, উমেশ ও দিগম্বর।)

দিগ্বি। তারপর, বুড়ো আর কি বল্লে ?

শিবু। আজ্ঞে বল্‌বে আর কি ? একপা এগোয় তো সাতপা পেছোয়ে! গাড়ীতে কি উঠ্‌তে চায়? পুলিন আর বিনোদের জন্যেই সারা!—উঠ্‌তে বোস্‌তে, "পুলিন" আর "বিনোদ"! বৃন্দাবনে পৌঁছে একটা বাড়ী ঠিক্ করে দিয়ে এলুম।

দিগ্বি। তারপর ?

শিবু। তারপর, আপনার হনুমানজীকে বলে দিয়ে এলুম যে এলোক যদি বাড়ী যাবার জন্যে ব্যস্ত করে, কিছুতেই ঘাড় পেতো না। এ ব্যক্তি এখানে থাকে জমীদার বাবুর ইচ্ছা।

দিগ্বি। বেস্, বেস্; তারপর ?

শিবু। তারপর, আসবার সময় নৌকো পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে এলো;—মুখের বুলি আর কামাই নেই!—সেই পুলিন আর বিনোদ!—হাজার বার বলেছে, যে বিনোদ কেমন থাকে, বিপিন যেন রোজ একখানা করে চিঠি দেয়;—পুলিন এলেই যেন সবাই এখানে এসে একবার দেখা করে যায়। আর উইলের মত যেন কাজ হয়।

(শিবুর প্রস্থান ও বিপিনের প্রবেশ।)

বিপি। পুলিন একবারে ঠিকানায় গিয়ে দেখা করবে, আর

উইলের মত ঠিক কাজ হবে; কিছুমাত্র ত্রুটী হবে না, চিঠিতো রোজ চল্‌লো!

উমে। আহা! তার আর কথা আছে?

বিপি। গুড্ মর্নিং ম্যাজিষ্ট্রেট! বাবা! তুমি যে উপকার করেছ, এ জন্মে তার শোধ দিতে পারবো না।—বলি, অর্ডারটা পাঠানো হয়েছে তো?

উমে। হাঁ!—সে আর বল্‌তে? জেলার্‌কে লিখে দিয়েছি, যেন খুব চোকে চোকে রাখে।

বিপি। থ্যাঙ্ক ইউ!

দিগ্বি। বাবা! উদিকে তো থ্যাঙ্কের ছড়া দিচ্চ;—বলি আমার বিষয়টা কি কল্লে? আমি ভোল্‌বার ছেলে নই বাবা!

বিপি। ভুল্‌বে কেন দাদা? এই যে এদিকে তো সব এক রকম চুক্‌লো; এইবারে ছিট্ টুকু মারা যাক্!

দিগ্বি। কি রকম?—ছিট্ মার্‌বে কি রকম?

বিপি। এই ছেলেটা আর ধাড়ীটা!

দিগ্বি। ধাড়ি মার্‌বি কিরে শালা! তাহলে আমার উপায় কি হবে?

বিপি। আহা ধাড়ীকে মার্‌বো কেন?—বল্‌ছিলেম কি, ছোঁড়াটার তো আর ওঠ্‌বার ক্ষমতা নেই, এইবারে ঘরে আগুণ দেওয়া যাক্! মাগী প্রাণের দায়ে ছুটে বেরিয়ে পড়্‌বে; গোলেমালে সবাই ব্যাস্ত থাক্‌বে;—সেই সময়, তুমি মাগীকে লুকিয়ে ফেল্‌বে, আর ছেলেটা পুড়ে মরবে, তাহলে দুদিকই ফর্সা।

দিগ্বি। থ্যাঙ্ক ইউ বাবা!

উমে। বলিহারি ভাইরে! তুমি আবার আমার ওপর টেক্কা মার!

দিগ। বিপিন্! তুমি কি মানুষ? না নরবেশে পিশাচ?

বিপি। কেন পিশাচ হলেম কিসে?

দিগ। তা নয়তো কি?—মানুষ কি সামান্য বিষয়ের জন্যে, এমন করে একটা সংসার ছারখারে দিতে পারে? উইল জাল হলো, হলো; কিন্তু তুচ্ছ বিষয়ের জন্যে কে মা বাপকে দেশ ছাড়া করে? সামান্য অর্থের জন্যে কে কোথায় মায়ের পেটের ভাইকে দ্বীপান্তরে পাঠায়? কে আপনার কুলবধূকে পরের কোলে তুলে দেয়?—তুমি মানুষ নও—তুমি পিশাচ নও—তুমি পিশাচেরও অধম! এতদিন চুপ করে ছিলেম্, কিন্তু আর দেখতে পারিনি। মানুষে এত অত্যাচার চখে দেখ্‌তে পারে না। আজই আমি দয়াল বাবুকে চিঠি লিখবো!

দিগ্বি। হ্যাঁ, সেও এক দাঁও বটে! পথের ভিখিরী, রাতারাতি বড়মানুষ হয়ে পড়্‌বে!—লাক্ টাকা রিওয়ার্ড!—দয়াল মুখুয্যের লাক্ টাকার পুলিন!

দিগ। পুরস্কারের জন্যে নয়। আমার প্রাণের ভেতর রোজ্ যে সহস্র শেলাঘাতের যন্ত্রণা পাচ্ছি, সেই যন্ত্রণা নিবারণ করবার জন্যে, দয়াল বাবুকে আজই পুলিনের দুর্দ্দশার কথা জানাব। অবশ্যই তিনি নিরপরাধী পুলিনকে মুক্ত করবেন। দয়াল বাবু অবশ্যই তার অসহায় স্ত্রী পুত্রকে বাঁচাতে পারবেন। অবশ্যই তিনি এই ভয়ানক ষড়যন্ত্রের সমুচিত প্রতিফল দিতে সক্ষম হবেন।

বিপি। কি বল্যি পাজি নেমোখারাম?

দিগ। নেমোখারাম আমি না তুমি? যে বাপ্ মা খাইয়ে পরিয়ে এত বড়টা করেছে, সামান্য বিষয়ের জন্যে সেই বুড়ো বাপ্ মাকে আজ তুমি তাদের যথা সর্ব্বস্ব ফাঁকি দিয়ে নিয়ে বাড়ীর বার করে নিরাশ্রয় নিঃসহায় কল্লে!— তুচ্ছ বিষয়ের জন্যে, প্রাণের অধিক সহোদর ভাই,—যে রোজ্‌গার করে কখনো একপয়সা আপ্‌নার হাতে রাখে নি, তোমাদেরই দিয়েছে,—তাকে তুমি কি ভয়ানক যন্ত্রণাই দিলে?—মনে কর্ত্তে ভয় হয়। তার প্রাণের পর্য্যন্ত আশা নেই।—তাতেও তুমি ক্ষান্ত নও! তার দুধের ছেলে, যে রোগের যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ কচ্চে,—তাকে তুমি পুড়িয়ে মারতে চাও!—বল দেখি বিপিন! তোমার নাম মুখে আন্‌তেও কি ঘৃণা হয় না?—বল দেখি, তোমার মত পাজি নেমক্‌হারাম আর কে আছে?

বিপি। (উমেশের প্রতি) ম্যাজিষ্ট্রেট! বড় শক্ত শক্ত কথা বল্‌ছে।

উমে। (দিগম্বরের প্রতি) তুমি কি চাও?

দিগ। আমি দয়াল বাবুকে খবর দিয়ে নিরপরাধীর কারামুক্তি চাই, নিরাশ্রয় বালকের প্রাণদান কত্তে চাই, অসহায়া রমণীর সতীত্ব রক্ষা কর্ত্তে চাই!

উমে। অসাধ্য!

দিগ। আমার পক্ষে অসাধ্য নয়! আমি উইল্ বদলের কথা জানি, পুলিনের দীপান্তরের গুপ্ত রহস্য জানি, আর আজ্‌কের এই ভয়ানক ষড়যন্ত্রের কথা জানি।—আমার পক্ষে অসাধ্য কি?

বিপি। তবেই তো!

উমে। তুমি সকলি জান সত্য! কিন্তু কে তোমার কথায় বিশ্বাস কর্‌বে? দিগ্বিজয় বাবুর এক কথার সঙ্গে তোমার মত দশজনের কথা সমান নয়!—আমি ম্যাজিষ্ট্রেট!—আমার কথাই আইন! আমার কথা অগ্রাহ্য কর্ত্তে কে সাহস কর্‌বে?

বিপিন ও দিগ্বিজয়। ঠিক্! ঠিক!

দিগ। আমি বামাল্ দেখালেও কি তোমাদের কথা অগ্রাহ্য কর্‌বে না?

উমে। যদিই তা হয়;—যদিই আমরা ধরা পড়ি, যদি আমাদের দণ্ড হয়, তাহলে তোমাকেও আমাদের দণ্ডের অংশ নিতে হবে!

দিগ। কিসে আমি তোমাদের দণ্ডের অংশী?

উমে। কিসে নও? জাল উইলের তুমি একজন সাক্ষী, পুলিনের দীপান্তরের তুমি একজন পরামর্শদাতা;—আর আজ্‌কের মন্ত্রণার,—যাকে তুমি ষড়যন্ত্র বল্‌ছো, তারও তুমি একজন প্রধান উদ্যোগী!

দিগ। প্রমাণ কি?

উমে। প্রমাণ আবার কি? আমরা বল্‌বো, তোমার অংশে কিছু কম পড়েছিল বলে তুমি আকোচে আমাদের ধরিয়ে দিচ্চো! তাহালে আর প্রমাণের আবশ্যক কি? তাই বল্‌ছি দিগম্বর! যদি আমরা জেল খাটি, তোমাকেও জেল খাট্‌তে হবে, আমরা যদি পুলিপলাও যাই, তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

দিগ। ওহো! সে কথা মনে করলেও ভয় হয়, তা আমি পারি নে।

টমে। তা যদি না পার্‌বে, তবে চুল্‌কে ব্রণ তুল্‌ছো কেন? চুপ্‌চাপ্ করে থাক ;—আর যদি এসব দেখ্‌তে শুন্‌তে না পার, তবে আমাদের সঙ্গ ছাড়।

দিগ। সেই ভাল; কালই আমি এ দেশ ছেড়ে যাবো! এ নরক আমার স্থান নয়। (প্রস্থান।)

দিগ্গি। যাক্ শত্রু পরে পরে!—বাবা! আমার তো পেটের পিলে চম্‌কে উঠেছিলো!—বিপিন! শিগ্গির এদিক্ সাফাই করে দিয়ে, চলো কল্‌কেতায় গিয়ে সব থাকা যাক্‌গে।—রাত্তির ও অনেক হলো!—ওরে শিবে! ঠাঁই হোলো?

(শিবুর প্রবেশ।)

শিবু। আজ্ঞে! অনেকক্ষণ হয়েছে।

দিগ্গি। চল তবে সব খেতে বসা যাক্।

উমে। (জনান্তিকে শিবুর প্রতি) শিবে! তোদের গিন্নিকে বলিস্ আমি রাত্রে আস্‌বো!

শিবু। যে আজ্ঞে!

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মাখনপুর।—মণিভূষণের বাটীর সংলগ্ন কুটীর সম্মুখ।

(গৃহাভ্যন্তরে বিনোদ শয্যায় শায়িত, তৎপার্শ্বে মেঘমালা উপবিষ্টা।)

মেঘ। (অশ্রু মুছিয়া) ভগবান্! দাসী তোমার চরণে কি অপরাধ করেছে, যে তাকে এত সাজা দিচ্চো? রামচন্দ্রের মত পতি পেয়েছিলেম, কোন্ পাপে সে স্বামী হতে বঞ্চিৎ হলেম? আমি তখনি জানি যে তিনি বিনোদের ব্যারাম শুনে কখনই স্থির থাক্‌বার নন্; অবশ্যই তাঁর কোন বিপদ ঘটেছে।—ডাকাতের হাতে, সত্যিই কি তিনি,—ওহো! ভাব্‌তেও বুক ফেটে যায়! যে তাঁর সন্ধান বলে দেবে, সে লাক্ টাকা পাবে;—এখনও তো কেউ সন্ধান বোল্‌তে পার্‌লে না;—কেউ কি তাঁকে দেখ্‌তে পায়নি?—জগদীশ্বর! আর কত সইবো? এতো বিপদের ওপর আবার এই সর্ব্বনাশ কর্‌তে বসেছ? আর সহ্য হয় না,—ভগবান্! তোমার চরণে দাসীকে একটু স্থান দাও।

বিনো। তুমি কাঁদছো কেন মা?—আমি বাঁচবো না!

মেঘ। ছি বাবা! অমন্ কথা মুখে এনোনা, ভয় কি বাবা? তোমার অসুখ তো ভাল হয়ে এসেছে!

বিনো। না মা! আমার অসুখ তো ভাল হবে না।—আর আমি বাঁচবো না!—একটু জল দাওনা!

মেঘ। খাও বাবা দুধ খাও!—(বিনোদের মুখে দুগ্ধ প্রদান।)

বিনো। দুধে কিসের গন্ধ! রোজ্ খাই;—রোজ্ই গন্ধ!

মেঘ। কেন বাবা! দুধ তো গরম আছে?

বিনো। গরম! তবু গন্ধ!

মেঘ। (আঘ্রাণ লইয়া) তাই তো, গন্ধই তো বটে! এমন কেন হলো? গরম দুধে বাসি গন্ধ কেন হলো? কাজ নেই বাবা এদুধ খেয়ে!—তোমায় গরম দুধ্ দিচ্চি! (উচ্চৈঃস্বরে) দিদি! বিনোদকে একটু গরম দুধ্ দিয়ে যাও না'গা?

(হেমাঙ্গিনীর দুগ্ধ লইয়া প্রবেশ।)

হেমা। (স্বগত) এত বাসি দুধ দিচ্চি, তবু ছোঁড়া তো মর্ত্তে চায়না! পয়সা যাচ্চে; গতর যাচ্চে; আর পারিনি!—পোড়া যমও ভুলে গেছে! পেট ছেড়ে দিয়েছে, তবুতো মর্‌তে চায় না! (প্রকাশ্যে) ঐ যে অত দুধ রয়েছে;—তবে আবার দুধ দুধ করে গলা ফাটাচ্ছিলে কেন?—এত লম্বা চৌড়ি কেন?

মেঘ। না দিদি! এ দুধ্‌টাতে গন্ধ হয়েছে, তাই আবার দুধ্ আন্‌তে বোল্‌ছিলেম্। (বিনোদের মুখে দুগ্ধ দিয়া) খাও বাবা গরম দুধ্ খাও।

বিনো। এতেও গন্ধ! এও বাসি;—বাসি দুধ খাবনা মা!

মেঘ। (আঘ্রাণ লইয়া) তাইতো বটে? এতেও যে গন্ধ দিদি!

হেমা। গন্ধ না তোর বাপের মাথা! নবাবি দেখে আর বাঁচিনি!—এতো তেজেই তো কিছু সইলো না!

মেঘ। রাগ্ করো কেন দিদি? বাসি দুধ খাওয়ালে আরও পেট ভাঙ্গবে, তাই বল্‌ছি!

হেমা। এও বাসি হলো?—জানিনে মা!—ওর অরুচি ধরেচে, সবেতেই গন্ধ ঠ্যাকে!

মেঘ। আমিও যে গন্ধ পেলেম?

হেমা। রুগীর কাছে থেকে থেকে তোর নাকেও গন্ধ ঢুকেছে!

মেঘ। না দিদি! এ দুধ খাইয়ে কাজ নেই! নাহয় খানিক নাই খেলে!

হেমা। যা জানিস্ কর্! নবাব সেরাজুদ্দৌলার মাগ্ কিনা? গ্যাদায় বাঁচেন না।

(দূরে বিপিন ও শিবুর প্রবেশ।)

বিপি। বাবুকে বল্‌গে যা, এখুনি লাগ্‌বে,—শিগ্গির আস্‌ন্তে!

শিবু। তা যাচ্চি! কিন্তু, এ দুধের ছেলে,—তাতে এদিকেও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে!—তা আগুণটা নাই দিতেন?

বিপি। না মলে বিশ্বেস্ নেই! পুড়িয়ে মারা চাই!—তুই যা!

শিবু। তা যাচ্চি! কিন্তু—এ দুধের ছেলেটাকে পুড়িয়ে মারা!—তা, নহয় মশায়! আমি কোথায়ও নিয়ে গিয়ে ওকে লুকিয়ে ফেল্‌তেম্!—তাহালেও তো আপনার কাজের কোন ক্ষেতি হতো না! আর তবুতো প্রাণে বেঁচে থাক্‌তো!

বিপি। আমার ভাইপোকে মার্‌বো, তো ব্যাটার এত মায়ায় কায কি? না মলে বিশ্বেস নেই! বিশেষ আগুণ লাগা চাই!—যা তুই চট্ যা!—বাবুকে খবর দিগে!

শিবু। আজ্ঞে তবে আমি চল্লেম;—তবে কিনা দুধের ছেলেটা!—কে জানে মশায় আপনাদের কেমন প্রাণ!

(প্রস্থান।)

বিপি।(স্বগত) দুধের ছেলে! আমার টাকার অংশীদার!—
আমার পথের কাঁটা!

(প্রস্থান।)

মেঘ। এদের এখনো কি কোন খবর পাওয়া গেল না?
আজ্‌তো অনেক দিন হয়ে গেল দিদি?

হেমা। বেঁচে থাক্‌লে খবর ওবিশ্যি পাওয়া যেতো! ফুরিয়ে
গেলে, আর কি খবর পাবে?

মেঘ। তবে দিদি আর আমার এসকলে কাজ কি? যাঁর
জন্যে এসব, তিনিই যদি ফেলে গেলেন, তবে আর
এসকলে কাজ কি আমার?

হেমা। বারো বচ্ছর লক্ষণ রাখা নিয়ম, রাখ্; তার পর যা হয় করিস্।

মেঘ। আর বারো বচ্ছরে কাজ কি দিদি? আশা করবার আর
কি কিছু আছে? (রোদন।)

বিনো। কেন মা কাঁদ্‌ছো?—কেঁদোনা মা! ডাক্তার বাবু
বলেছেন, কাঁদ্‌লে আবার আমার অসুখ বাড়বে!—
কেদোনা মা!

মেঘ। আমিতো কাঁদিনি বাবা! তুমি আমার ভাল হও,
আমার কিসের দুঃখ?

বিনো। হ্যাঁ মা! বাবা কি আর ফিরে আস্‌বেন না?

মেঘ। আস্‌বেন বৈ কি! (রোদন।)

বিনো। তুমি আমাকে ভোলাচ্ছো। বাবার সঙ্গে আর দেখা
হবে না!—ইচ্ছে করে, একবার বাবাকে দেখে মরি!

মেঘ। ছি! ওকথা বোল্‌তে নেই বাবা! (অশ্রুমোচন।)

হেমা। ছেলের সকলি বাড়াবাড়ি! অসুখ তো আর কারু করে না।

বিনো। না জ্যাঠাই মা! তুমি বকো না,—আমি তো কিছু বলি নি;—আমার অসুখ সেরে গেছে।

মেঘ। একটু জল খাও বাবা! গলা শুকিয়ে উঠ্‌বে যে? (বারি প্রদান।)

বিনো। আর জল খাবোনা মা!—জল্‌ খেলে আবার কাশী বাড়্‌বে, কাশ্‌তে বুকে বড় লাগে!—ওমা! শীত কচ্চে, গায়ে কিছু দাও।

হেমা। দ্যাখ্‌ দেখি, জল খাইয়ে খাইয়ে ছেলেটাকে মাল্লি!

বিনো। না জ্যাঠাই মা! আমার শীত করে নি।—তুমি মাকে অমন করে বোকোনা। মা আমার অসুখের জন্যে কিছু খায় না, রাত্তিরে ঘুমোয় না, দিন রাত বসে বাতাস করে, আর কত ঠাকুরের পূজো মানে,—তুমি মাকে অমন করো না।—ভগবান্ আমায় মার্‌লে, তাতে মা কি কর্ব্বে বলো?

মেঘ। (সরোদনে) তুমি যে কাঙ্গালিণীর ধন! ভগবান্ কেন তোমায় মারবেন বাবা?—আমি তাঁর কাছে তো কোন দোষ করিনি, তবে তিনি তোমায় কেন মার্‌বেন বাবা? (হঠাৎ গৃহে অগ্নি প্রজ্জলিত হওন।)

(নেপথ্যে বিপিন ও দিগ্বিজয়)। আগুণ লেগেছে! আগুণ লেগেছে!

হেমা। ওমা! সে কি গো! আমার ঘুঁটে গুণো বুঝি পুড়ে গেল! (বেগে প্রস্থান।)

(নেপথ্যে সকলে)। আগুণ লেগেছে! আগুণ লেগেছে!

মেঘ। কি হবে? আমার যে রোগা ছেলে ঘরে! কেমন করে

রোগা ছেলে বাঁচাবো?

(হেমাঙ্গিণীর দ্রুত আসিয়া কুটীর মধ্যে প্রবেশ।)

হেমা। ও ছোট বৌ! ঘরে আগুণ লেগেছে শিগ্গির বেরিয়ে আয়; আমি ওকে নিয়ে যাচ্চি! (মেঘমালাকে টানিয়া কুটীর বাহিরে আনয়ন।)

(বিপিন ও দিগ্বিজয়ের প্রবেশ।)

মেঘ। ওমা আগুণ যে দরজায় লাগ্‌লো! কি হবে? আর তো ঘরে ঢোক্‌বার যো নেই। আমার রোগা ছেলে ঘরে! (কুটীরে প্রবেশ চেষ্টা।)

বিপিন ও দিগ্বিজয়। (বাধা দিয়া) হাঁ! হাঁ! এ জ্বলন্ত আগুণে তুমি যাবে কোথা?

হেমা। তোমরা দাঁড়িয়ে দেখো কি?—সর্ব্বনাশ হলো যে!—আমার ঘুঁটের মাচায় আগুণ লাগ্‌লো যে! (প্রস্থান।)

বিনো। মাগো! গেলুম—বড় তাৎ!

মেঘ। ওগো! তোমরা কেউ আমার রোগা ছেলে বাঁচাও।

দিগ্বি। কে এই জলন্ত আগুণে পুড়ে মোর্ত্তে যাবে?

(মায়ার প্রবেশ।)

বিনো। মা! মা! পুড়ে মলুম।

মেঘ। (এদিক ওদিক ছুটিতে ছুটিতে) কি হবে? কেমন্ করে বিনোদকে বাঁচাবো?—কেমন করে বিনোদকে বাঁচাবো?

সকলে। কাছে যেওনা;—কাছে যেওনা।

(দ্রুতপদে সকলের পশ্চাৎ দিয়া মায়ার কুটীরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিনোদকে লইয়া অপর দিক্ দিয়া প্রস্থান।)

সকলে। গেল ! গেল !—ঐ ঝিমাগীও পুড়ে মলো !

দিগ্বি। (বিপিনের প্রতি জনান্তিকে) বড় গোল ;—এখন অসম্ভব !

বিপি। (দিগ্বিজয়ের প্রতি জনান্তিকে) অন্ত উপায় দেখা যাবে পরে।

(পটক্ষেপণ।)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(মেঘমালা ও কালির মা।)

কা-মা। কেঁদে আর কি করবে দিদি? কাঁদলে যদি ফের্‌বার হতো, তাহলে সবাই মিলে নাহয় কাঁদ্‌তেম্‌। কেঁদেতো আর কোন ফল নেই!

মেঘ। কালীর মা! আমি কাঁদ্‌তেই রইলেম। বাছা আমার থাক্‌বেন্‌ না বলেই এই বয়সে এত বুদ্ধি! এত কষ্ট পেয়েছেন্‌, তবু একটি বারও বলেন নি, "মা! আমার এই কষ্ট হচ্চে!"—এতো ঠাকুর দেবতা মান্‌লেম্‌, কিছুতেই কিছু হলো না?—কি কাল্‌ আগুণই লাগ্‌লো! বাছাকে আর দেখ্‌তে দিলেনা!—যে ঝি ঘরে ঢুক্‌লো, সেতো আর বেরুলোনা!—আমার মরণ হলোনা! আমি পুড়ে মলেম্‌ না!

কা-মা। কপালে যা লেখা আছে, তা কি কেউ খণ্ডাতে পারে গা?

মেঘ। আমিতো জ্ঞানে কখনো কারো অনিষ্ট করিনি;—তবে আমার এ শাস্তি কেন?—রাজার রাণী ছিলেম, শিব পূজা করে শিবতুল্য স্বামী পেয়েছিলেম্‌, সেই স্বামী হারালেম্‌! জানিনে তিনি প্রাণে বেঁচে আছেন কিনা!

বিনোদের মুখ চেয়ে সে কষ্টও ভুলেছিলেম, তাও বিধাতার সইলোনা? সে ধনেও বঞ্চিত কল্লেন!—বিধাতার কাছে কিসে এত অপরাধী?

কা-মা। এ সব আর জন্মের কর্ম্মভোগ দিদি!

মেঘ। আহাহা! বাছা আমার কত কষ্টই পেয়েছেন! সে সব মনে হলে, আর কি পির্থিবীতে থাক্‌তে ইচ্ছে করে? এ পাশে ফিরেচেন "মা!" ও পাশে ফিরেচেন "মা!" তাই কি দুদিন দেখ্‌তে দিলে?—কোথা হতে কাল্ আগুণ এসে বাছাকে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে গেল!—(উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে) বাবারে! ও বাবা! একবার এসে দেখ্‌সেরে! তোর মা আজ তো বিনে কিরূপ হয়ে আছে রে বাবা!—একবার কোলে আয়রে! একবার "মা" বলে প্রাণ জুড়াসেরে! দুঃখিণীকে ভুলে কোথায় গিয়ে আছরে বাবা?

(বিপিনের প্রবেশ।)

বিপি। আঃ! গাঁ গাঁ শব্দে পাড়ায় টেঁকা ভার হ্‌য়!

কা-মা। আহা বলেন কি বাবু? এই সর্ব্বনাশটা হয়ে গেল, একটু না কাঁদ্‌লে বাঁচবে কেন?

বিপি। না, না, এখানে ওসব কান্নাকাটী হবে না! ওতে বাড়ীর অকল্লেণ্ হয়! কালির মা! বলো, কান্নাকাটী কর্ত্তে হয়, উনি অন্যত্রে গিয়ে কর্ত্তে পারেন। এ বাড়ীতে ওসব হবে টবে না!—যদি ভদ্দোর লোকের মেয়ের মত না থাক্‌তে পারেন্, তাহলে ওঁর এ বাড়ীতে স্থান হবে না।

(বিপিনের প্রস্থান ও হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ।)

হেমা। কি হয়েছে গা কালির মা?

কা-মা। ছোটো বৌ ঠাকরুণ কাঁদ্‌ছিলেন বলে, বড় বাবু রাগ কচ্চেন; বল্লেন "এ বাড়ীতে কান্নাকাটী হবে টবে না।" এ বড় বাবুর অসঙ্গত কথা! দু'ও চেঁচিয়ে না কাঁদ্‌লে কি করে বাঁচ্‌বে? গুম্‌রে গুম্‌রে শেষে কি ক্ষেপে দাঁড়াবে?

হেমা। তা ব্যাটা ছেলে! ওরা এত সইতে পার্‌বে কেন? আর ছোট বৌয়ের যে সকল বাড়াবাড়ী!—দিন নেই, রাত নেই, খালি ভ্যানোর! ভ্যানোর! এতে কি মান্‌ষে টেঁক্‌তে পারে? পুরুষ মানুষের রাগ্‌ তো হবারি কথা!—ছেলে মরে ঢের নোকের; এতো বাড়াবাড়ী কিন্তু কারও দেখিনি বাপু!

মেঘ। চুপ্‌ করে আমি কেমন করে থাকি দিদি? মন যে মানেনা দিদি?

হেমা। অত ভাল লাগেনা বোন্‌! একদণ্ড কামাই নেই! অষ্টপেহরই ভ্যান্‌ ভ্যানানি!

মেঘ। দিদি! তুমি যদি ছেলের মা হতে, তাহলে বুঝ্‌তে, দিবানিশি আমার প্রাণে কি আগুণ জল্‌ছে! এ যন্ত্রণা যেন অতি বড় শত্রুতেও না জানে দিদি!

(বিপিনের পুনঃ প্রবেশ।)

বিপি। কি? কি? বড় ট্যাঁক্‌ টেঁকে কথা শুন্‌তে পাচ্চি যে! কালীর মা! তোম্‌রা সব ছোট বৌমাকে বলো, এখানে ওঁর স্থান হবে না। উনি আজই যেন যেথায় যাবার যান্‌।

মেঘ। (কালীর মার প্রতি) আমার কোথায় স্থান আছে? আমার কে আছে? আমি কার কাছে যাব?

বিপি। আমি সে সকল কথা জানিনি, জান্তেও চাইনি, ওঁর যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন; আমার এখানে ওঁর জায়গা হবে না।—উমি আজই যেন এ বাড়ী ছেড়ে যান্!

হেমা। তাওতো বটে, এতোকি সহ্যি হয়!

কা-মা। বড়বাবু! আপনি করেন কি? এ সময় এমন করে লোকে যে কুকুর বেড়াল্ও তাড়াতে পারে না!—আপনার ভাদ্দোর বৌ!—আহা! তায় পতিপুত্রহীন!

বিপি। যে নাপারে সে নাপারে। আমি পারি!—লোকের যা বল্তে হয়, বল্বে আমাকে!— আমি যা বল্লেম, তা যেন করা হয়! (প্রস্থান।)

কা-মা। বড় বৌ ঠাক্রুণ্! তুমি না হয় বড়বাবুকে দুকথা বুঝিয়ে বলনাগা?

হেমা। আমি কি বল্বো বোন্! আমার কথা কি শুন্বে? মিছে কেন অপমান হওয়া?—আর তাও বলি, এতো বাড়াবাড়ি কি পুরুষ মানুষে সৈতে পারে? (প্রস্থান।)

কা-মা। *(স্বগত)* অবাক্ কল্লে মা! এরা কি হাড়ী না চামার!

মেঘ। কি হবে কালীর মা?

কা-মা। কি আর হবে দিদি? এমন চামারও ভদ্দোর নোকের ঘরে জন্মায়? শরীরে দয়া মায়ার কি লেশ নেই!—এই সব্বনাশটা হয়ে গেল গা! আপনার জন হয়ে কি কেউ এমন কথা মুখে আনৃতে পারে?—ঘেন্না ধরিয়ে দিলে মা!

মেঘ। আর আমার এখানে এক দণ্ডও থাকৃতে ইচ্ছে নেই ;— কোথায় যাই ?

কা-মা। তোমার বাপের বাড়ী কোথায় ?

মেঘ। সেখানে আমার কে আছে ? কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব ?

কা-মা। রাস্তার রাস্তায় ভিক্ষে করে খাবে, পরের বাড়ী ভাত রেঁদে খাবে, তাও ভালো, তবু এখানে আর থাকা নয় দিদি ! বল কি গা ? আপ্‌নার ভাস্থর ! তার মুখে এই কথা !

মেঘ। না দিদি ! আর আমি এখানে থাকৃতে পার্‌বো না ; একটু চেঁচিয়ে না কাঁদ্‌লে বুক্ ফেটে যাবে।

কা-মা। (দাঁড়াইয়া) না, না ! আর এখানে থেকো না দিদি ? বরাতে যা আছে হবে।

মেঘ। আমার এক মাস্তুতো ভাই আছে, তারি কাছে যাবো ? কিন্তু একৃলা কি করে যাই ? রাস্তা ঘাট্‌তো চিনিনি ! কার সঙ্গে যাবো ? পথ্ খরচই বা পাবো কোথা ?

কা-মা। আমি রেখে আস্‌বো !—খরচ যা লাগে আমি দেব।

মেঘ। তুমি দুঃখী মানুষ।—

কা-মা। দুঃখী নইলে কি দুঃখীর ব্যাথা বোঝে দিদি ? যারা টাকার উপর বসে থাকে, তারা কি গরিবের কষ্ট বুঝ্‌তে পারে ? যারা টাকার নেশায় ভোর হয়ে থাকে, তারা কি দুঃখীর দিকে ফিরে চাইবার অব্‌সোর পায় ? টাকায় মানুষকে পশু করে, টাকার জন্যে এদের মত—বামুনের আচরণ চণ্ডালের মত হয় !

মেঘ। কালির মা ! তুমি যে বড় গরীব !

কা-মা। আমরা গরীব; কিন্তু আমরা পশু নই!—আমরা কখন্ এমন চামারের কায কর্‌তে পারিনে! এমন সময়ে এমন করে আমরা শোকেমরা ভাদ্দরবৌকে বাড়ী থেকে দূর করে দিতে জানিনে!—আমরা গরীব! গরীবের কষ্টে আমাদের প্রাণ কাঁদ্‌তে জানে!—আমরা গরীব, কিন্তু এমন চামার নই!—আর এখানে থাকা নয় দিদি!—এখন এসো!—বলো কি গা! আপ্‌নার ভাস্থর! তার মুখে এই কথা!

মেঘ। (উঠিয়া বাহির যাইতে যাইতে সরোদনে) পতি পুত্রহীন করে ভগবান্ শেষে আমায় পথের ভিখিরী কল্লেন!

কা-মা। (চলিতে চলিতে) আর এখানে কেন? এখন চুপ্ করো; রাস্তায় গিয়ে সাধ্ মিটিয়ে যত পারো কেঁদো এখন!—বলো কিগা! আপনার ভাস্থর, তার এই কায!

(একদিক দিয়া উভয়ের প্রস্থান
ও অপর দিক হইতে বিপিন ও শিবুর প্রবেশ।)

বিপি। শিবু! বাবুকে খবর দিগে, বল্‌গে বাড়ীর বার হয়েছে, এই সময়!—এবারে ফস্‌কালে আর উপায় নেই!

শিবু। যে আজ্ঞে! (প্রস্থান।)

বিপি। (স্বগত) চামার!—মা বেটী!—যেমন করে হোক্, স্বার্থ সিদ্ধি চাই! তাতে আবার ভদ্দোর চামার কি?—ছুঁড়ীর হয়েছে, বিষ নেই, কুলোপানা চক্কোর!—এততেও তবু কম্‌তি নয়!—আচ্ছা, দেখ্‌বো বাবা! এতেজ তোমার কতদিন থাকে!—দেখ্‌বো, কেমন করে তুমি আমাদের হাত ছাড়িয়ে পালাও! (প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কটক।—মহারাজা লছ্মীনারায়ণের কক্ষ।

(লছ্মীনারায়ণ ও পুলিন।)

লছ্। আর কোন অসুখ নাই তো?—বেস্ বল্ পেয়োছো?

পুলি। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কৃপায় আমি পুনর্জ্জন্ম লাভ কল্লেম্।

লছ্। অমন কথা বলো না;—মানুষে কে কাকে কি করে? ভগবান্ তোমায় রক্ষা করেছেন্।

পুলি। বলেন কি? আপনি এরূপ যত্ন না কর্‌লে আমি কি বাঁচ্‌তেম?

লছ্। এও কি কথা! যা হোক্, এখন্ তুমি যে রক্ষা পেয়েছ, এতেই আমার সকল কষ্ট স্বার্থক হয়েছে। দুদিন অজ্ঞান ছিলে।

পুলি। দু দিন? আমাকে দেখ্‌তে পান্ কোথা?

লছ্। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায়, সমুদ্রতীরে বায়ু সেবন করা আমার অভ্যাস। একদিন প্রাতে বেড়াতে বেড়াতে দেখি, কতকগুলো জঙ্গলে এক্‌টা কি আট্‌কে আছে। অনেক ক্ষণ দেখে, আমার মানুষ বলেই বোধ হলো, তখন লোক দিয়ে বাড়ীতে আনি।—তোমার নাম কি?

পুলি। আমার নাম পুলিন বেহারি চট্টোপাধ্যায়।

লছ্। ব্রাহ্মণ?—প্রণাম হই (প্রণাম)।

পুলি। মহাশয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি?

লছ্। আমার পরিচয়? আমি স্বর্গীয় সিংহপুরাধিপতি মহারাজ্, প্রতাপচাঁদের একমাত্র পুত্র লছ্মীনারায়ণ!

পুলি। (সসম্ভ্রমে) আজ আমি মহারাজ লছ্মীনারায়ণের সম্মুখে? আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন।

লছ্। ব্যস্ত হয়ো না! আমি রাজপুত্র বটে, কিন্তু বুঝে দেখ্‌লে তোমায় আমায় কিছুই প্রভেদ নাই। তুমি যাঁর পুত্র, আমিও সেই বিশ্বপতি জগন্নাথের পুত্র। ভবলীলা শেষ হলে, তুমিও যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব। তবে, তোমায় আমায় প্রভেদ কি? ধনৈশ্বর্য্যোন্মত্ত ভ্রান্ত লোকেই নির্দ্ধনকে ঘৃণা করে থাকে।—আমি রাজপুত্র বটে, কিন্তু দরবারের সমারোহ, চাটুকারের তোষামোদ, পাপের প্রলোভন, এ সকল আমার ভাল লাগে না। নির্জ্জনে থাকৃতে আমি ভালবাসি। আমার অতি অল্প বয়সে বিবাহ হয়, সৌভাগ্য বশতঃ অল্পদিনের মধ্যে সে স্ত্রী পরলোক গমন করে। পৃথিবীতে এখন আমি একক্; একজন মাত্র সহচর লয়ে আমি দেশ বিদেশে ভ্রমণ করে বেড়াই। আমার পিতা সিপাই মিউটিনীর সময় গোপনে সিপাইদের সাহায্য করেছিলেন, এই অপরাধে ইংরাজ-রাজ তাঁহাকে শৃঙ্খলিত করেন, এবং আমাদের ধন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। বঙ্গদেশ হতে ১৩২ ক্রোশ দক্ষিণে, যেখানে আমাদের মৃগয়াকানন ছিল, সেই মন্দার বন এখন ইংরাজরাজের মৃগয়াকানন হয়েছে। আমার পিতা কারাগারেই প্রাণত্যাগ করেন। সেই অবধি ইংরাজ-রাজ আমায় বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা ভাতা দেন।

সেই অর্থে দরিদ্রদিগকে পালন করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি।

পুলি। আপনি পণ্ডিতের আদর্শ! আপনি সার্থক জ্ঞান লাভ করেছেন। আজ আমি মহাসমুদ্রে অমূল্য নিধি পেয়েছি।

লছ। আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে, তার যথার্থ উত্তর দিবে, আমা হতে তোমার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। কিছুদিন হলো, আমি একখানি সংবাদ পত্রে পাঠ করি, যে পোর্টব্লেয়ার হতে একজন কয়েদী পলায়ন করেছে। যখন প্রহরী তাকে খাবার দিতে যায়, সেই সময় সে তাকে আঘাত করে, তার পোষাক পরে বাহিরে আসে। সকলে স্থির করেছে, সে ব্যক্তি সমুদ্রে ডুবে মরেছে, কিন্তু আমার সে কথায় বিশ্বাস হয় না। আমার বোধ হয়, তুমিই সেই পলাতক কয়েদী। সত্য কথা বোলো! আমা হতে তোমার কোনরূপ অনিষ্ট হবে না।

পুলি। মহারাজ! আপনার নিকট আমি কোন কথা গোপন কর্ব্বো না। আপনি যথার্থই অনুমান করেছেন;—আমিই সেই কয়েদী!—মহারাজ! প্রহরী কিরূপ আঘাত পায়, সে বিষয় কিছু লেখা ছিল কি?

লছ্। (ঈষদ হাস্য করিয়া) ভয় নাই!—সে আঘাতে কেবল মূর্চ্ছিত হইয়াছিল মাত্র!—আচ্ছা!—সংবাদ পত্রে নাম ছিল "গোবিন্দপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়," অথচ তোমার মুখে শুনচি তোমার নাম "পুলিন বেহারি";—এ কিরূপ?

পুলি। এ রহস্য আমিও কিছু বুঝ্‌তে পারি না। একদিন

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব জেল তদারকে এসেছিলেন, আমার নাম জিজ্ঞাসা করায় জেল দারোগা বলেন "গোবিন্দ প্রসাদ।" আমি এর কিছু অর্থ বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

লছ্‌। তোমার কি জন্য ট্রান্সপোর্টেশন্‌ হয়?

পুলি। আমি আমার অপরাধের কথা কিছুই জানিনে। আপিষে কায কচ্ছিলেম্‌, পুত্রের ব্যারাম সংবাদ পেয়ে বাড়ী যাচ্চি, পথে ডাকাতে আক্রমণ করে। সঙ্গের সবাই মরে,—আমিও মূর্চ্ছা যাই। মূর্চ্ছা ভেঙ্গে দেখ্‌লেম্‌ জাহাজে আছি, শুন্‌লেম আমায় এ্যাণ্ডামাণে নিয়ে যাচ্চে; কত অনুনয় বিনয় কল্লেম, সে সকল কথায় কেহ কর্ণপাত ও কর্‌লে না।

লছ্‌। এর্‌ ভিতর কোন গুঢ় রহস্য আছে।—তোমার কোন শত্রু ছিল?

পুলি। আমি বৃদ্ধ পিতা মাতার স্নেহপাত্র, বড় ভাই এবং দেশের সকলে আমায় ভাল বাসেন, মনিব আমায় পুত্রাপেক্ষাও যত্ন করেন, আমার নিম্নকর্ম্মচারীরা সহোদরের মতস্নেহ করেন।—আর আমার শত্রুকে মহারাজ!

লছ্‌। অবশ্যই তোমার পশ্চাতে কোন শত্রু আছে। তুমি কি কাজ কর্‌তে?

পুলি। কলিকাতায় দয়ালচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সওদাগরি আফিসের আমি প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেম।

লছ্‌। তোমাদের পৈতৃক কিছু সম্পত্তি আছে? তোমরা কয় সহোদর?

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মাখনপুর।—দিগ্বিজয়ের অন্তঃপুরস্থ নিভৃত কক্ষ।

(মেঘমালার প্রবেশ।)

মেঘ। একি হলো!—এ কোথায় এলেম?—কোনদিকে যে বেরোবার পথ দেখ্‌তে পাইনে। (বসিয়া) ওঃ! পুত্রশোকে আমার বুক ফেটে যাচ্চে!—যেথায় সেথায় থাক্‌তেম, ভিক্ষা করে খেতেম্,—ভগবান্ তাতেও বাদ্ সাধ্‌লেন?—কালির মা কোথায় গেল? সেকি প্রাণে বেঁচে আছে?—নৌকোয় ছুজনে উঠেছি;—তার পর, কোথা হতে কারা এসে নৌকো ধরলে!—ভয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লেম।—আমায় কে এখানে আন্‌লে? কেনই বা আন্‌লে?—রাজা স্বামী নিলে, সোনার চাঁদ ছেলে দিয়ে কেড়ে নিলে, তাতেও কি তোমার মনোস্কামনা পূর্ণ হলো না ভগবান্? আরও কপালে কত ছুঃখ আছে? —কিশের শব্দ? কারো পায়ের শব্দ বোধ হচ্চে।—কে আসে?—এই গভীর রাত্রে, এই আঁধার গৃহে, আমার কাছে কে আসে?

(আলোক হস্তে ধীরে ধীরে দিগ্বিজয়ের প্রবেশ।)

দিগ্বি। মেঘমালা!

মেঘ। কে তুমি?—এই গভীর রাত্রে একাকিণী কুলবালা আমি, কে তুমি আমার নাম ধরে ডাকো?

দিগ্বি। আমি জমীদার—দিগ্বিজয়।

মেঘ। এখানে পতিপুত্রহীনা অভাগিণী কুলবালার কাছে কি জন্য?

দিগ্বি। তোমাকে সুখী করবার জন্য!

মেঘ। আমি পতিপুত্রহীনা! জগৎ আমার দুঃখময়; তুমি আমায় কিসে সুখী করবে?

দিগ্বি। পতি তোমার জীবিত!

মেঘ। জীবিত? পতি আমার জীবিত?—তুমি আমায় সেই সংবাদ দিতে এসেছ?—তোমার মঙ্গল হোক্!

দিগ্বি। মেঘমালা! পতি তোমার যদিও জীবিত, কিন্তু তোমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ অসম্ভব।

মেঘ। প্রাণে বেঁচে থাক্‌লে অসম্ভব নয়!—যদি তোমার কথা সত্য হয়, তাহলে একদিন তাঁর চরণে আমার এ দুঃখময় জীবনের অন্তঃ করবো।

দিগ্বি। মেঘমালা! বালিকার মত কথা কইছো! ভেবে দেখো, ইচ্ছা কল্লে এখনও তুমি সুখী হতে পারো!

মেঘ। যেদিন বিনোদকে বিসর্জ্জন দিয়েছি, সেই দিন সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছি; এখন আর কিছু চাইনে। পতির চরণে এ জীবন উৎসর্গ কত্তে পাল্লেই আমার সকল সাধ মেটে!

দিগ্বি। জীবনতো একদিন যাবেই; তবে আর তার জন্যে ব্যস্ত কেন? যতদিন জীবিত আছো, সুখী হওনা কেন?

মেঘ। তুমি কি বল্‌ছো?

দিগ্বি। আমি আর কিছু বলিনি; কেবল বলি, একবার সদয় হও। তাহলে তুমিও সুখী হবে, আমার জীবনও স্বার্থক হবে।

মেঘ। পিশাচ! আমার সুমুখ হতে দূর হ!

দিগ্বি। তুমি যা বলো আমি তাই! এক্‌বার সদয় হও! একবার বলো তুমি আমার হবে?

মেঘ। নরাধম!

দিগ্বি। মেঘমালা! এই অন্ধকার গৃহে একাকিনী কেন থাকো? মনে করোনা এখান হতে কেউ তোমায় উদ্ধার কর্‌তে পারবে!—তবে, বৃথা কেন কষ্ট পাও? বল আমার হবে?

মেঘ। পাপিষ্ঠ! তুই আমার সুমুখ থেকে দূর হ।

দিগ্বি। জানো তুমি এখন আমারি অধীনে? যদি সহজে সম্মত না হও, তাহলে আমায় বল প্রকাশ কর্ত্তে হবে।

মেঘ। নরকের কীট! দূর হ! কার সাধ্য সতীর সতীত্ব হরণ করে? দূর হ! নইলে খুন কোর্ব্বো! (গৃহস্থিত একখণ্ড কাষ্ঠ লইয়া অগ্রসর হওন।)

দিগ্বি। (কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ হটিয়া সক্রোধে) আচ্ছা, আজ থাকো; একদিন অবশ্যই তোমার এ তেজ ভঙ্গ হবে। দেখ্‌বো, সতী নারী কি করে তার সতীত্ব রক্ষা করে। (প্রস্থান।)

মেঘ। কি হবে? কেমন করে সতীত্ব রাখ্‌বো?—আবার কে আসে? আবার কি পাপিষ্ঠ আস্‌ছে? এবারে তো আলো দেখ্‌তে পাইনে! কি হবে?

(সরমার প্রবেশ।)

কে তুমি?

সর। আস্তে কথা কও। আমি সরমা! আমার স্বামীর ওপর সন্দেহ হওয়ায় গোপনে আমি তাঁর পেছু পেছু এসেছিলেম। তোমাদের কথা বার্ত্তা সকলি শুনেছি।

তিনি চলে গেলে তাঁর অজ্ঞাতে আমি চাবি নিয়ে এসেছি। ভয় নেই, তিনি শুয়েছেন।

মেঘ। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন!

সর। সতীত্ব নারীর অমূল্য নিধি! আমি সে রত্ন চিন্তে পারিনি; যত্ন জান্‌তেম না। সে রত্ন আমি হারিয়েছি। তোমার কথায় আজ আমার চোক্ ফুটেছে।—আমি হতভাগিণী!—এখন যাতে তুমি সে রত্ন রক্ষা করতে পার, তার উপায়ের জন্যে আমি এসেছি। এই বেলা পালাও।

মেঘ। কোথা যাব? আমার কে আছে?

সর। আর সময় নেই পালাও। আর বিলম্ব করোনা। আমার স্বামী জান্তে পাল্লে; আর উপায় নেই। তাহলে আমি আর তোমায় রক্ষে কর্‌তে পারবো না।—যাও যাও,—পালাও, আর দেরি করোনা!

মেঘ। একবার কোল্ দে মা! (সরমাকে আলিঙ্গণ।)

সর। যাও, যাও, পালাও।—সতী! ভগবান্ তোমার সহায়!

(মেঘমালার প্রস্থান।)

সর। ওহো! আমি হতভাগিনী! আমি এ অমূল্য রত্নে বঞ্চিত। (প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কটক।—মহারাজা লছ্‌মীনারায়ণের কক্ষ।

(লছ্‌মীনারায়ণ ও পুলিন।)

লছ্‌। আমি তোমার মত সঙ্গী পেয়ে বড় সুখী হয়েছি। ভগবান কৃপা করে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন।

পুলি। আমার সৌভাগ্য বশতঃ আপনার হাতে পড়েছিলেম। মহারাজ! আমার পুত্রের বিষয় আর কি কোন সংবাদ পাওয়া গেল না?

লছ্‌। কৈ? চিঠি যা লিখেছিলেম, তাতো ফিরে এলো! পোষ্ট মাষ্টারকে লেখায় সে লিখেছে, ও নামে সেখানে এখন আর কেউ থাকে না। সদানন্দ তো গেছে! আজ তার ফের্‌বার কথা; দেখ, সে কি খবর আনে। এই যে নাম কর্‌তেই এসে পড়েছে!

(সদানন্দের প্রবেশ পূর্ব্বক লছ্‌মীনারায়ণকে প্রণাম।)

লছ্‌। কিছু খবর পেলে কি?

সদা। আজ্ঞে, বড় বেসি কারো খবর পেলেম্‌ না। মণিভূষণ বাবুর বাড়ী চাবি দেওয়া পড়ে আছে; কোথাও ভেঙ্গে পড়েছে, কোথাও ঝুলে রয়েছে। এখন তাতে শেয়াল কুকুরে বাসা করেছে। আশে পাশে জিজ্ঞাসা করে জান্‌লেম, মণিভূষণ চাটুয্যে মশায় এবং তাঁর স্ত্রী বৃন্দাবনে আছেন; তাঁর বড় ছেলে বিপিন বাবু এখন কল্‌কেতায় গিয়ে বাস কচ্চেন।

পুলি। কল্‌কেতার কোন্‌ ঠিকানায়?

সদা। তা মশায় কেউ বল্‌তে পারলে না।

পুলি। দিগম্বর মুখুয্যের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে?

সদা। আজ্ঞে, দিগম্বর মুখুয্যে বর্দ্ধমান ষ্টেশনের কাছে] হোটেল খুলেছে।

লছ্‌। আচ্ছা তুমি এখন যেতে পারো। (সদানন্দের প্রস্থান।)

পুলি। এ রকম কেন হলো? বাবা যেন বৃন্দাবনে; দাদাতো কল্‌কেতায় থাকেন, তিনি মাঝে মাঝে দেশে গিয়ে বাড়ী ঘরতো দেখ্‌তে পার্‌তেন।—তবে কেন এমন হলো?

লছ্‌। উঃ! হটাৎ কেন এমন হলো?—মাথায় তীরবেগে শোণিত ছুট্‌ছে, শরীর অবসন্ন হয়ে আস্‌চে। আমার এক পুরাতন পীড়া আছে। বুঝি আজ আবার সেই পীড়া আক্রমণ করলে।—পুলিন ধর! ধর! (মূর্চ্ছা।)

পুলি। একি হলো?—মহারাজ! সিংহপুরাধিপতি! আর যে সাড়া নেই!—কি করি? এমন কেন হলো? সদানন্দ! শীঘ্র একজন ডাক্তার আনো।—আগে একটু জল!

(সদানন্দের প্রবেশ ও জলপাত্র প্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান।)

লছ্‌। (মূর্চ্ছাভঙ্গে ক্ষীণ স্বরে) বৃথা চেষ্টা! —আমার জীবনের—আশা নাই।—আর একবার—আমার—এই পীড়া হয়; ডাক্তারে—বলেছিলেন—পুনরায় হলে,—জীবন সংশয়!

পুলি। কেন জীবন সংশয়? মাথায় জল্‌ দি; একটু সুস্থ হোন্‌! ডাক্তার এলেই অবশ্য আরোগ্য হবেন।

লছ্‌। বৃথা আশা!—আর সুস্থ হবো না।—জীবন আর—অধিকক্ষণ নয়।—ডাক্তারে—কিছু—করতে পারবে না। তুমি আমার শিষ্য;—গুরুবাক্য—অবহেলা—করোনা।

যা বলি, মন দিয়ে—শোনো। আমাদের গুপ্ত ভাণ্ডার ছিল। বহুমূল্য রত্নাদি সমস্ত সেইখানে থাকৃতো;—ইংরাজ সে সন্ধান পান নাই। আমি,—আমার স্বর্গীয় পিতা,—একজন শিল্পি,—এবং আমাদের বৃদ্ধ মন্ত্রি—ভিন্ন,—গুপ্ত ভাণ্ডারের কথা—আর কেউ—জান্তো—না।—যে মন্দার বনের কথা বলেছি—সেই খানে—ভাণ্ডার!—ধনরত্ন সব—এখনো—সেই খানেই আছে। আমার অবর্ত্তমানে—সেই—গুপ্ত—ভাণ্ডার—তোমার।—সদানন্দ বড়—বিশ্বাসী!—সদানন্দ যেন—কষ্ট না পায়।—আগে—মন্দার বনে—যাবে।—দুটী দেবমন্দির;—তারপরে দুটী—অশ্বত্থ গাছ।—সেই গাছের মধ্যে ক্ষুদ্র—পাহাড়ের মত।—সেই পাহাড়ই—আমাদের—গুপ্ত-ভাণ্ডার!—পাহাড়ের চারিদিকে—পথ। দক্ষিণ পথের—বামে,—তিন চার হাত—অন্তরে,—কিছু উপরে—এক খানা প্রস্তরে চক্রের মত চিহ্ন আছে।—জল দাও! (পুলিনের বারি প্রদান।)—সেই প্রস্তর তুল্লে,—তার নিচে,—একটা লোহার চক্র!—সেটা ঘোরালেই, গুপ্ত-দ্বার—উন্মুক্ত হবে।—আর বল্‌তে—পারি না।—ভগ-বান্!—যাই,—দেখা—দা—ও। (মৃত্যু।)

পুলি। একেবারে যে স্পন্দহীন!—জগদীশ্বর! কি করলে? অমূল্য রত্ন দিয়ে কেড়ে নিলে?—সদানন্দ! সব ফুরুলো!

(ডাক্তার লইয়া সদানন্দের প্রবেশ।)

সদা। (সরোদনে) মহারাজ! সিংহপুরাধিপতি! অনাথ-নাথ! সদানন্দকে কোথায় ফেলে গেলেন?

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মাখনপুরের নিকটবর্ত্তী অরণ্যময় গঙ্গাতীর।

(মেঘমালার প্রবেশ।)

মেঘ। কোথায় লুকুই? দুষ্টেরা এখানেও যদি অনুসরণ করে? এই বনেও আমার নিস্তার নেই! কোথায় লুকুই? কোথায় যাই? ভগবান্! এ ছাইরূপ কেন দিয়েছিলে? কোথাও গিয়ে যে নিস্তার পাইনে! আর এ পাপ প্রাণ বহন কর্‌তে পারি নে। মা ভাগিরথী! তোমার স্পর্শে হুতাশন নির্ব্বাপিত হয়; আমার হৃদয়ের এ দারুণ অনল আজ নিভাও মা!—বিরামদায়িণী গঙ্গে! কোটী কোটী প্রাণী তোমার শান্তিময় কোলে সুখ-নিদ্রায় নিদ্রিত,—আজ এই অভাগিনীকে একটু স্থান দাও মা!—স্বামিন্! প্রভো! ভেবেছিলেম আপনার চরণে আমার এই পাপ জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে কৃতার্থ হবো; কিন্তু আমার ভাগ্যে তা আর ঘট্‌লো না। প্রভো! দাসীকে জন্মের মত বিদায় দিন!—বিনোদ! বিনোদ! এত দিন দুঃখিণীর কোল ছেড়ে কোথায় আছ বাবা? তোরে ছেড়ে আর কি আমি থাক্‌তে পারি? এস বাবা! এ দুঃখিনীকে সঙ্গে নিয়ে যাও। (গঙ্গায় ঝাঁপ দিবার চেষ্টা।)

(মাতাজীর প্রবেশ।)

মাতা। (মেঘমালার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া) মা!

পুলি। বিষয় সামান্য কিছু আছে; আমরা দুই সহোদর;— আমি কনিষ্ঠ।

লছ্। তোমার পিতা কি তোমার জ্যেষ্ঠ অপেক্ষা তোমায় ভাল বাস্‌তেন?

পুলি। সকলেই আমায় কিছু অধিক স্নেহ করে থাকেন।

লছ্। তোমাদের দু ভায়ের মধ্যে অধিক রোজগারী কে?

পুলি। আজ্ঞে, আমিই কিছু করতেম।

লছ্। তোমার সন্তানাদি কি? তোমার দাদারই বা কি?

পুলি। আমার একটী পুত্র;—দাদা নিঃসন্তান।

লছ্। ভাল, তোমার জ্যেষ্ঠের অর্থের প্রতি লোভ কিরূপ?

পুলি। তিনি পয়সা কিছু ভাল বাসেন।

লছ্। তবে তোমার জ্যেষ্ঠই তোমার শত্রু!

পুলি। মহারাজ! তিনি আমায় প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসেন।

লছ্। তুমি সরল, তাই বুঝ্‌তে পার না। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখ্‌লে বুঝতে পারবে, সহোদর ভাই জগতে পরম ধন, বিপদে সম্পদে সহায়; কিন্তু যদি কেহ অর্থ-লোভী স্বার্থপর হয়, তাহলে তার মত ভয়ানক শত্রু আর নাই!

পুলি। কিন্তু মহারাজ! উদ্দেশ্য?

লছ্। অর্থ সকল অনর্থের মূল! অন্য উদ্দেশ্য থাক্‌তে পারে, অনুসন্ধান করো জান্‌তে পারবে। তোমার মত সামান্য ব্যক্তির জীবনে ইংরাজ রাজ্যের কোন লাভালাভ নাই। অবশ্যই তোমার কোন গৃহ শত্রু আছে। তোমাকে দেখে অবধি তোমার উপর আমার স্নেহ জন্মেছে।

আমি তোমাপেক্ষা বয়সে বড়, তুমি আমার ছোট ভাই। তোমাকে বুদ্ধিবান্ দেখ্‌ছি। আমি তোমাকে সকল ভাষায়, সকল শাস্ত্রে শিক্ষিত করবো।

পুলি। মহারাজ! আমার পুত্রের ব্যারাম! তাকে দেখ্‌বার জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হয়েছে।

লছ্। উদ্বিগ্ন হয়োনা।—শীঘ্রই আমি তার সংবাদ আনিয়ে দেব। পরে, একটু সুস্থ হলে সেখানে পাঠিয়ে দেব। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি; তুমি সমুদ্র পার হলে কি করে?

পুলি। কারাগার হতে বেরিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দি। কিছুক্ষণ পরে আমার চৈতন্য লোপ হয়। কতক্ষণ এরূপে ছিলেম জানিনে, জ্ঞান হলে দেখ্‌লেম এক খানা জাহাজে আছি। পরিচয়ে জান্‌লেম জাহাজের লোকেরা বাণিজ্যের ভাণে জলে ডাকাতি করে বেড়ায়। তাদের সুশ্রূষায় বেস্ সুস্থ হই। নিরূপায় হয়ে কিছু দিন তাদের সঙ্গে থাকি। দৈবাৎ একদিন তাদের জাহাজ বঙ্গোপসাগরের একটা পাহাড়ে ঠেকে ভগ্ন হয়। সকলে কে কোথায় ভেসে যায়; আমিও আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ি! তারপর আপনার যত্নে আবার নবজীবন লাভ করেছি।

লছ্। চল, একটু বেড়িয়ে আসি। এই সময় সমুদ্র তীর হতে সূর্য্যের মূর্ত্তী বড় মনোহর দেখায়। (উভয়ের প্রস্থান।)

মেঘ। কে মা! কে মা আমায় "মা" বলে ডাকো? ওমা! আমার বিনোদ ছেড়ে গিয়ে অবধি কেউ আর আমায় "মা" বলে না। কে তুমি আজ মা বলে আমার প্রাণ জুড়োও।

মাতা। তুই আমার মা, আমি তোর মেয়ে!

মেঘ। ওগো! আমি বড় হতভাগিণী! আমায় "মা" বলো না। কি জানি যদি তোমার আবার কোন বিপদ ঘটে!

মাতা। বিপদ্‌হারী মধুসূদনকে ডাক্‌লে যে সকল বিপদের নাশ হয় মা!

মেঘ। আমি তেত্রিশকোটী দেবতাকে ডেকেছি; কৈ? কেউ তো আমার বিনোদকে বাঁচাতে পাল্লে না মা! বিনোদ যে আমার অন্ধের নড়ি ছিল!

মাতা। বিধির বিধি কি কেউ খণ্ডাতে পারে মা?—মাগো! মিছে মায়ায় কেন মুগ্ধ হোস্!—একবার সেই আনন্দময় শ্রীহরির প্রেমে প্রাণ ভাসা দেখি, দেখ দেখি তোর আনন্দ মেলে কিনা?—অপার আনন্দ! মাগো এমন আনন্দ আর কোথাও নেই!

মেঘ। আমি যে বড় হতভাগিনী, আমার আনন্দ কোথায় মা?

মাতা। ওমা সে আনন্দ স্রোতে প্রাণ ভাসা দেখি? তোর সকল জ্বালা দূরে যাবে;—তুই নবজীবন পাবি।

মেঘ। জন্ম জন্মান্তরে কত পাপ করেছি, তাই এ জন্মে তার ফলভোগ কচ্চি!—আমার মত ঘোর পাপীয়সীকে কি তিনি দয়া কর্‌বেন মা?

মাতা। ওমা! তাঁর কাছে পাপী তাপী নাই! ধনী নির্দ্ধন নাই!

তাঁর জন্য কাঁদ্‌লে পরে তিনি আপনি এসে কোল দেন!
কথায় কথায় বৃথা সময় বয়ে যায়!—তবে আয় মা!

মেঘ। (চলিতে চলিতে) মা! এজন্মে আর কি আমার স্বামীর চরণ দর্শন পাবো না?

মাতা। সেই দয়াময়ের দয়া হলে অবশ্যই পাবে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

সিংহপুর।—মন্দারবনস্থ শৈল গহ্বর।

(গহ্বরমধ্যে মাতাজী আসীনা।)

গীত।

পিতাম্বর, বাঘাম্বর, (কভু) শিখিপাখা, ফণি শিরে ধর ;
হরি, হরি, হরি, হর হে ॥
যোগময় ভূতনাথ, প্রেমময় যদুনাথ ;
হর, হর, হর হরি হে—
মুরলীধারী, রাসবিহারী, পিণাক-পানি, শ্মশানচারী ;
হরি, হরি, হরি, হর হে।
(কভু) হাড়মালা, বনমালাগলে, (কভু) অনল তিলক শোভে ভালে ;
হর হর, হর, হরি হে ॥

(নিস্ক্রে পুলিনের প্রবেশ।)

পুলি। (স্বগতঃ) কে স্তব করে? বোধ হয় নিকটেই কোন সাধুর আশ্রম হবে। এইতো দুটী অশ্বথ গাছ, গাছ দুটী অনেক কালের বলেই বোধ হচ্চে। মহারাজ নিশ্চয়ই এই পর্ব্বতের কথা বলে থাকবেন্। ইংরাজ রাজের হাতে কোনটীরই পরিবর্ত্তন হয়নি। কিন্তু তাঁরা কি মহারাজা প্রতাপচাঁদের মৃগয়াবন অনুসন্ধান না করে ক্ষান্ত আছেন? বৃথা আশা! কিন্তু গুরুর বাক্য! একবার

দেখতেই হবে। অঘটনও ঘটতে পারে, অসম্ভবও সম্ভব হয়! দেখি আমার অদৃষ্টে কি আছে।—চেষ্টায় লাভ ভিন্ন অলাভ আমার কিছুই নেই!—যদি গুপ্ত ভাণ্ডার শূন্য হয়ে থাকে, তাতে আমার ক্ষতি নেই! আমি যে দরিদ্র সেই দরিদ্রই থাক্‌বো! কিন্তু এখনো যদি মহারাজা প্রতাপচাঁদের গুপ্ত ভাণ্ডার যথাস্থানে বর্ত্তমান থাকে, তাহলে আমি ক্রোরপতি হতেও উচ্চ হবো! দুরাশা বল্‌ছে অগ্রসর হও, তোমার এ আকাশ কুসুম নয়। জয়দুর্গা! দেখি চেষ্টা সফল কি বিফল হয়। (অগ্রসর হইয়া) এই তো দক্ষিণ দিকের পথ, এর কিছু উপরে, (উপরে উত্থান) তিন চার হাত বামে। এইখানে কোথাও হবে!—কৈ চক্র? চক্রতো নেই! কেহ সন্ধান পেয়ে নিশ্চয়ই রত্নাদি স্থানান্তরিত করেছে! দুরাশা এখনও বল্‌ছে অগ্রসর হও, তোমার অন্বেষণ বৃথা হবেনা।—ভালো, এই আরো উঠলেম্, কৈ চক্র? তবু দুরাশা বল্‌ছে অগ্রসর হও, তোমার মনোকামনা সিদ্ধ হবে।

মাতা। রে দুষ্ট! সাবধান! পুন্যাত্মা লছমীনারায়ণের গুপ্ত ভাণ্ডার রক্ষকহীন নয়;—আমি এখানে আছি।

পুলি। (শিহরিয়া) আপনি কে?

মাতা। সেই মহাত্মা লছ্‌মীনারায়ণের আমি গুরু! আমিই তাঁর এ ভাণ্ডার রক্ষা করে থাকি। (অগ্রসর হওন।)

পুলি। মা! আপনার চরণে আমার প্রণাম! (প্রণাম করন।) মহারাজা লছ্‌মীনারায়ণ আমার গুরু!—তাঁরই মুখে

এই গুপ্ত ভাণ্ডারের কথা শুনেছি। তাঁরই আদেশে আজ্ আমি এখানে এসেছি!

মাতা। (ধ্যান করিয়া) তুমি সেই পুলিন বেহারি? পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির সুফল স্বরূপ আজ তোমার অদৃষ্টের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন!—আর তোমাকে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য নাই! তুমি মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের প্রিয় শিষ্য! এ গুপ্ত ভাণ্ডার তোমার! এখন আমি নিশ্চিন্ত হোলেম; আর আমার এখানে থাক্‌বার প্রয়োজন নাই। (প্রস্থানোদ্যম।)

পুলি। যদি এ অধম সন্তানের উপর সদয় হয়েছেন, তবে কৃপা করে গুপ্তদ্বার মোচনের উপায় বলে দিয়ে যান্। মহারাজের মুখে শুনেছিলেম—একখানা প্রস্তরের নিচে একটা চক্র আছে। কোথায় সে প্রস্তর?—কোথায় সে চক্র?

মাতা। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) ঐ প্রস্তরের নিম্নে চক্র আছে, ঐ চক্র ঘুরালেই দ্বার উন্মুক্ত হবে। (পুলিনের পর্ব্বতোপরি উত্থান ও মাতাজীর অন্তর্ধান।)

পুলি। (পার্শ্বে নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে একটা চক্রের মত চিহ্নই দেখ্‌ছি বটে! কালে চিহ্ন বিরূপ হয়ে এসেছে! (একখানি প্রস্তর তুলিয়া) এই যে চক্রও আছে। মন স্থির হও! অদৃষ্ট! এখনি তোমার পরীক্ষা হবে!

(চক্র ঘূর্ণায়ন এবং মণি মানিক্যপূর্ণ গহ্বরদ্বার উন্মুক্ত হওন; পরে গহ্বরের নিকট গিয়া।)

আছে, আছে সব আছে।—চক্ষু ঝল্‌সে গেল! চক্ষু ঝল্‌সে গেল! (এদিক ওদিক চাহিয়া) মা! কোথা গেলেন?—একবার বলে যান্, এ সকল্ কি আমার?

(নেপথ্যে মাতা)। সকলই তোমার !

পুলি। (বিস্ময় সহকারে) সব আমার ! মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের অসীম ধনের আজ আমিই অধীশ্বর !—জগদীশ্বর ! এ আপনার কি লীলা ? নরক সদৃশ কারাগার হতে মুক্ত করে, আজ আমায় বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী কল্লেন ? আপনার লীলা আমি ক্ষুদ্রমতি, কি বুঝ্‌বো ?—প্রভু ! চিরদিন যেন আপনার পদে আমার মতি থাকে !— গুরুদেব ! মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ! আপনি এখন কোথায় ? আপনা হতেই আমার এই ঐশ্বর্য্য ! একবার দেখা দিন। প্রভু ! এ অধমের প্রতি দৃষ্টি রাখ্‌বেন !— যেন ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হয়ে আপনার চরণ না ছাড়ি ! এ সব সঙ্গে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ্‌ নয় ! (রত্নাদির কিয়দংশ লইয়া) এ সকল এখন এই খানেই থাক্‌। গহ্বর দ্বার রুদ্ধ করে যাই। পূর্ব্বে কেহ কখনো সন্দেহ করে নি ; এখনও কর্‌বে না, যে এই ক্ষুদ্র পর্ব্বতে মহারাজা প্রতাপচাঁদের গুপ্তধন রক্ষিত আছে। (গহ্বরদ্বার রুদ্ধ করিয়া) গুরুদেব !—জগদীশ্বর !—আপনাদের চরণে আমার সহস্র প্রণাম !—মা ! আর একবার দেখা দিন।

(নেপথ্যে মাতা)। সময়ে আবার দেখা হবে। (পুলিনের অবতরণ)।

(পটক্ষেপণ।)

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা। দয়ালচাঁদের অন্তঃপুরস্থ বিনোদের কক্ষ।

(বিনোদ চিন্তায় মগ্ন।)

বিনো।(স্বগত) আর কতদিন এরূপে আত্মগোপন করে থাকি? প্রাণ চায়, এখনি দয়াল বাবুর কাছে সকল কথা প্রকাশ করি! কিন্তু আমার জীবনদাত্রীর নিষেধ! সে নিষেধ আমি কখনই লঙ্ঘন করতে পারবো না। এতে আমাকে অজ্ঞাত কুলশীল বলে সকলের ঘৃণ্য হতে হয়, তাও ভালো!—জেঠামশায়! মাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন! সে অভাগিণী কি জানি কোথায় এক মুষ্টি ভিক্ষার তরে ঘুরে বেড়াচ্চে! "হা বিনোদ"! "হা বিনোদ"! করে কি জানি কোথায় কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চে! আহা দুঃখিণী জানে না দয়াল বাবুর দয়ায় তাঁর সেই বিনোদ এখানে নিরাপদে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্চে।--মা! আর কি তোমার দেখা পাব না? "বিনোদ" বলে আর কি আমায় কোলে নেবে না?—বাবারই বা কি হলো? আজও কি কেউ তাঁর

কোন সংবাদ পেলে না?—রোগে জর্জ্জরিত হয়েছিলেম, ঘরে আগুণ লেগে মৃত্যু আমার অতি নিকটবর্ত্তী হয়েছিল; কেন সেদিন আমি পুড়ে মলেম না! ঝিমা আমায় সেই আগুণ হতে উদ্ধার করে, সন্যাসিণীর ঔষধ সেবন করিয়ে,—অতীতের কথা স্মরণ করে মর্ম্মাহত হবার জন্যে,—কেন আমায় বাঁচালে?—ভগবান্ দয়া করে আমায় দয়াল বাবুর আশ্রয় দেখিয়েছিলেন্। এঁর কৃপায় আমি লেখা পড়া শিখেছি, আমি অতি যত্নে আছি।—বীণাকে আমি এত ভালবাসি কেন?—তাতে দোষ কি? সে আমায় এত যত্ন করে, তাকে ভাল-বাসায় দোষ কি?—না, না,—বিনোদ! তুমি অনাথ! তোমার এ দুরাশা ভাল নয়।

(দ্বার খুলিয়া বীণার প্রবেশ ও সলজ্জ ভাবে প্রস্থানোদ্যম।)

বীণা! পালাও কেন?—এদিকে এস, শুনে যাও।

বীণা। (সলজ্জ ভাবে) আমি—না—ও ঘরে যাই!

বিনো। কেন বীণা! তুমি আমার ওপর রাগ করেছ কেন? এখন তুমি আর আমার সঙ্গে আগের মত হেসে খেলে কথা কওনা কেন?—আগে কত গল্প কর্‌তে, কত গান গাইতে, আমার অসুখ হলে কত শুশ্রূষা করতে, এখন তুমি আর আমার সঙ্গে তেমন করে কথা কও না; চোখো চোখী হলেই চোখ্ নামিয়ে নাও; কাছে এসে তেমন করে বসোনা; আমায় দেখ্‌লেই এখন পালিয়ে যাও; লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াও।—আমি অনাথ বলে তুমি কি আমায় আর ভালবাস না?

বীণা। ওকথা কেন বলেন? সকলেই তো আপনাকে ভাল বাসেন। মা বলেন তাঁর পেটের ছেলে নেই, আপনিই তাঁর ছেলে!

বিনো। তোমাদের ঝি আমায় তোমার বাবার কাছে নিয়ে আসে, তাই ভয় হয়, পাছে কেউ আমায় ঘৃণা করেন।

বীণা। আপনি ওরূপ মনে কর্‌বেন না। সকলেই আপনাকে ভাল বাসেন। আপনাকে দেখ্‌লে আমি আগে যেমন সুখী হতেম, এখন আমার তার চেয়েও আনন্দ হয়। ইচ্ছে করে, আপনার কাছে সদা সর্ব্বক্ষণ বসে থাকি, আপনার কথা গুলি শুনি। কিন্তু আপনাকে দেখ্‌লেই কেমন লজ্জা করে!

বিনো। আমার কাছে তোমার লজ্জা কি বীণা?

বীণা। কি জানি কেন? তবু লজ্জা করে। আপনার অসুখ হলে ইচ্ছে করে সমস্ত দিন বসে আপনার সেবা করি; কিন্তু কাছে গেলেই কেমন লজ্জা করে।

বিনো। এখনো কি তুমি আমায় তেমনি ভালবাসো?

বীণা। আপনি আমায় কত যত্ন করেন,—ছেলে বেলা থেকে আপনাকে ভালবাসি; তখনকার চেয়ে এখন আরো ভালবাসি। কিন্তু এখন কেমন লজ্জা করে।

(দয়ালচাঁদের প্রবেশ)

দয়া। বিনোদ! সার্কাস দেখ্‌তে যাবে?

বিনো। সার্কাস্ কি রকম?

দয়া। কত ঘোড়ার, কত হাতির নাচ্ দেখায়! গড়ের মাঠে হচ্চে!

বীণা। আমিও যাব বাবা!

দয়া। আচ্ছা তবে কাপড় চোপড় পর্‌গে।

বীণা। বিনোদ দাদা! তোমার যে জুতো ছিঁড়ে গেছে, তুমি কি ছেঁড়া জুতো পায়ে দিয়ে যাবে?

দয়া। বিনোদ! জুতো ছিঁড়ে গেছে, আমায় আগে বলনি কেন? বীণার কিছু দরকার হলে, সে কি আমায় বল্‌তে লজ্জা করে? তুমি আমায় পর ভাবো বুঝি!—ছ্যা!

বিনো। আজ্ঞে না,—তা নয়!

দয়া। আর না কেন?—আচ্ছা, এবার কিছু বল্লেম না, আর যদি এরূপ কর, তবে বড় রাগ কর্‌বো!—যাও কাপড় চোপড় পর্‌গে। যাবার সময় চাঁদ্‌নী থেকে জুতো কিনে পরে যাবে এখন।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৰ্দ্ধমান।—দিগম্বরের দোকান ঘরের সম্মুখ।

(নৃত্যকালী ও দিগম্বর।)

(নেপথ্যে পুলিন)। ওখানে কে আছ হে ?

(ঘরের ভিতর হইতে দিগ)। কে গা ?

(নেপথ্যে পুলি)। আমি সন্যাসী !

(ঘরের ভিতর হইতে নৃত্য)। সমস্ত দিনে একটা পয়সার মুখ দেখ্‌তে পেলেম না, সন্ধে জ্বেলেছি, বৌনির সময় ; এখন এলেন কিনা সন্যাসী !—যাও, যাও, ফিরে দেখ ! এখানে কিছু হবে টবে না।

(নেপথ্যে পুলি)। একবার এদিকে এসো না।

(ঘরের ভিতর হইতে নৃত্য।) ভাল গয়ার পাপ বটে !—তাড়ালে যেতে চায় না ! দেখ্‌তো, দেতো মিন্‌সেকে তাড়িয়ে !

(দিগম্বরের ঘরের বাহিরে আসিয়া প্রস্থান ও সন্যাসীবেশে পুলিনকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

পুলি। তোমারই নাম দিগম্বর মুকুয্যে ?

দিগ। আজ্ঞে হঁ্যা, আমারই নাম দিগম্বর মুখুয্যে।

পুলি। তোমার সঙ্গে আমার কিছু আবশ্যক আছে।

দিগ। ওরে নিত্তি ! একটা বস্‌বার কিছু দে দেখি।

নৃত্য। (ঘরের বাহিরে আসিয়া চৌকী দিয়া) বসুন ঠাকুর ! পেন্নাম হই। (দণ্ডবৎ প্রণাম।) আশীৰ্ব্বাদ করুন শরীরটা যেন নিরোগা হয়।—ঠাকুর ! আম্বলেব রোগে

তো মারা যাই! একটা মাদুলী টাদুলি যদি দয়া করে দেন?

পুলি। আচ্ছা, আবার যখন আসবো, তখন তোমার ওষুধ নিয়ে আস্‌বো।

নৃত্য। উঃ পোড়া গন্ধ বেরিয়েছে! ডালটা বুঝি পুড়ে গেল!

(ঘরে প্রবেশ।)

পুলি। শুনিছি তোমারতো একরকম গৃহস্থয়ানা ধরণে বেস্ চল্‌তো, তোমার এ রকম দুর্দ্দশার কারণ কি?

দিগ। কাল্‌টা কেমন পড়েছে ঠাকুর! কলিকালে কি আর ভাল লোকের ভালাই আছে? এখন যত সব অধর্ম্মে, জোচ্চোর বাট্‌পাড়দের উঠ্‌তি দশা; আর যারা ধম্ম ধম্ম করে মরে, তারা আমার মত দু সন্ধ্যে পেট ভোরে খেতেও পায় না।

পুলি। ছি ছি! অমন কথা বলো না! ধর্ম্ম ভীরু লোকের কখনও মন্দ হয় না। তুমি মাখনপুরের মনিভূষণ্ চট্টোপাধ্যায় মশাইকে জান্‌তে?

দিগ। খুব্ ভালরূপ জান্‌তেম্। আমাদের পাশাপাশিই বাস ছিল।—ঐ দেখুন্ ঠাকুর, ঐ একটি দিষ্টান্ত দেখুন; চাটুয্যে মশয়ের মত নিষ্ঠা ব্রাহ্মণ আজ কাল দেখা যায় না; দেশ শুদ্ধো লোক তাঁর খেয়ে মানুষ; তাঁর পরিণামটা একবার দেখুন। তাঁর ভিটেতে এখন শ্যাল কুকুরের বাস হয়েছে, তাঁর গৃহিণী পুত্রশোকে বৃন্দাবনে প্রাণত্যাগ করেছেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কখনো কাকেও উপ-বাসি দেখে আহার করেন নি, তাঁকে কাশিতে ভিক্ষে

কোরে খেতে হয়েছে? একজন ভদ্রলোক দয়া করেছিলেন, তাই তবু একটা আস্তানায় মরেন; না হলে তাঁকে রাস্তায় মরতে হতো।

পুলি। তাঁকে ভিক্ষে করে খেতে হয়েছে? তিনি রাস্তায় মারা যান।

দিগ। রাস্তায় মারা যান নি; তাঁর ছোটো ছেলে যার কাছে চাক্‌রি কর্‌তো, কলকেতার দয়াল বাবু ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে কোন কার্য্যের জন্য কাশিতে আসেন, আমিও সেই সময় তিথ্‌ি করতে সেই থানে গিয়েছিলাম। সেই সদাশয় ভদ্দোর লোকটি তাঁর পরিচয় পেয়ে তাঁকে রাস্তা থেকে তুলে, একটা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তাঁর চিকিচ্ছে পত্তর করান, শেষে তিনি নিজ ব্যয়ে তাঁর শ্রাদ্ধাদি করান। তাঁর থলেটি পর্য্যন্ত আমি তুলে রেখেছি।—বসুন ঠাকুর! একছিলিম তামাক সেজে আনি।

(ঘরের ভিতর প্রবেশ।)

পুলি। (স্বগত) বাবা! এ জন্মে আর আপনার চরণ দর্শন পেলেম না? শেষে আপনাকে এত কষ্টও সহ্য করতে হয়েছিল! আমি হতভাগা, পিতৃসেবা আমার ভাগ্যে ঘটলো না।—মা! মা! এ নরাধম পুত্র হতে আপনাদের কোন কাজই হলোনা।

(থলি ও তামাকু লইয়া দিগাম্বরের পুলিনের [illegible] আগমন।)

(প্রকাশ্যে.) ঈশ্বর অবশ্যই দয়াল বাবুর সৌজন্যতার পুরস্কার দেবেন।

দিগ। ঠাকুর! তিনি এখন ঋণে জড়িত; তাঁর সময় এখন

অত্যন্ত মন্দ ; এতদূর হয়েছে, বুঝি তাঁকে ব্যবসা তুলে ফেরার হতে হয়। মান, সম্ভ্রম, সকলি যায় যায়।

পুলি। এতদূর হয়েছে ? এমন ভাল লোকের এরূপ দুরাবস্থা সম্ভবে না ; ঈশ্বর অবশ্যই তাঁর সুদিন দেবেন।

দিগ। জগদীশ্বর তাই করুন। এমন ভদ্দোর লোক আমি কখন দেখিনি মশায় ! আমার সঙ্গে সামান্য আলাপ হয়েছিল, কিন্তু তিনি এরূপ ব্যবহার কর্‌তেন্ যেন কত দিনের আলাপ। আমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থণা করি তাঁর ভাল হোক্।

পুলি। বৃদ্ধ মনিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েকে শেষ ভিক্ষা করতে হয়েছিল ?—তাঁর পুত্র ছিল শুনিছি।

দিগ। আজ্ঞে হ্যাঁ, দুই পুত্তুর ছিল। বড়টী কলকেতায় আছে, আর ছোটটী ডাকাতের হাতে মারা গেছে। ছোট ছেলেটি অতি সৎ এবং পরোপকারি ; রূপে গুণে সমান ছিল। বড়টী বিষয় আশয় হস্তগত করে কলকেতায় গিয়ে তেজারতী করছে, সেখানে তার মান সম্ভ্রম সকলি হয়েছে। বিপিন কল্‌কেতায় একজন গণ্য মান্য হয়ে উঠেছে।

পুলি। এই না বল্লে তাঁর পিতা কাশিতে ভিক্ষা করে খেয়েছেন ? তবে তিনি বিষয় পেলেন কোথা হতে ?

দিগ। চাটুয্যে মশায়ের বিষয় থেকেও তিনি পথের ভিখিরি, আর বিপিন সেই বিষয় হস্তগত কোরে এখন মহা ধনি।

পুলি। আমি তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

দিগ। সে অনেক কথা, তার ভিতর অনেক রহস্য আছে।

(ঘর হইতে নৃত্যকালীর আগমন।)

নৃত্য। তোমার মরণ পালক্ উঠেছে। ঠাকুর! ওর মাথার ঠিক্ নেই, ওর কথা কিছু ধরবেন্ না। পাগলে কি না বলে ?

পুলি। (দিগম্বরের প্রতি) তুমি কি ঠিক জান, যে পুলিনকে ডাকাতে হত্যা করেছে ?

দিগ। কাজেই, এখন তাই বই কি! তার এত দিনে যখন সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন অবশ্যই ডাকাতের হাতে মারা গিয়েছে।

পুলি। তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করছো। (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী ক্ষুদ্র বাক্স বাহির করিয়া) এটা কি দেখেছ ?

দিগ। কি ওটা ?, হীরে না ?

নৃত্য। হীরে ? দেখি দেখি ; ইস্! তাইতো! এত বড় হীরে তো কখনও দেখিনি!

পুলি। এক কারারুদ্ধ রাজপুত্র মৃত্যুশয্যায় পুলিনকে এটি দিয়ে যায়।

দিগ। পুলিন্কে দেখেছেন ? সে বেঁচে আছে ?

পুলি। না পুলিন জীবিত নাই।

দিগ। নেই ? পুলিন বেঁচে নেই ? আমি একবার তার দেখা পেলেম না ? একবার দেখা পেলে আমার অপরাধের জন্যে তার কাছে ক্ষমা চাইতেম।

নৃত্য। চ, চ, কি বক্‌ছিস্ ? ওঠ্, ঘরে চ।—ঠাকুর! আবার বুঝি খেপলো।

দিগ। না ঠাকুর! আমি প্রলাপ বকিনি। অহর্নিশী আমি মর্ম্ম বেদনায় জ্বল্‌ছি, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও সুখী হতে পারি নি। আমার সেই যন্ত্রণা ঘোচাবার জন্যে বল্‌ছি। হায় হায়! কেন আমি তখন প্রাণের ভয় করেছিলেম? আমার জন্যে একজন নির্দ্দোষী গারদে মলো? কেন আমি দুরাচারদের কথায় ভয় পেয়ে একজন নির্দ্দোষীর মৃত্যুর কারণ হলেম্?

পুলি। তুমি কার মৃত্যুর কারণ হলে? কে তোমায় ভয় দেখিয়েছিল?

দিগ। পুলিন যদি বেঁচে আছে শুন্‌তেম, যদি তার খালাসের পথ থাক্‌তো, তাহলে আমি আপনাকে সকল কথা বল্‌তেম। কিন্তু—

নৃত্য। (সগত) না; মিন্‌সে আপনি মর্‌বে, তার আর আমি কি কর্‌বো বল? (ঘরের মধ্যে প্রস্থান।)

পুলি। আমার সে কথায় আবশ্যক আছে, তাই তোমায় জিজ্ঞেস কর্‌ছি দিগম্বর? কয়েদিদের মৃত্যুর সময় তাদের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে মাঝে মাঝে আমাদের জেলের ভেতর যেতে হয়। মৃত্যু সময় পুলিন আমার হাতে এইটী দিয়ে বলে, আপনি আমার দেশে গিয়ে এইটী বিক্রী করে যে টাকা হবে, তা আমার বুড়ো বাপ, মা, বড়ভাই, স্ত্রী, পুত্র, এবং আমার পরমাত্মীয় প্রতিবাসী দিগম্বর মুখুয্যেকে ভাগ করে দেবেন।" আমি মাখন্‌পুরে গিয়েছিলেম, সেখানে কারো সন্ধান ন' .য়ে তোমার কাছে এসেছি। এখন শুন্‌ছি তার বাপ মার মৃত্যু হয়েছে; তা হলে এখন সে টাকা তার বড় ভাই, তুমি এবং তার

স্ত্রী ও পুত্র, এই কজনে পাবে। আমার কার্য্য আমি করবো। তার জ্যেষ্ঠকে এর অংশ দেবার পূর্ব্বে, বাস্তবিক্‌ই তিনি তার শুভাকাঙ্খী ছিলেন কিনা দেখা আবশ্যক।

দিগ। মশায় আপনি বড় সরল, কখনও কারু কপটতা বোঝেন নি। হায়!—হায়! সামান্য জেলের ভয়ে আমি তার অমূল্য জীবন নষ্ট করলেম্!

পুলি। কে তোমায় জেলের ভয় দেখিয়েছিল?

দিগ। পুলিনের সেই কুলাঙ্গার বড় ভাই, বাপের বিষয় হতে বঞ্চিত কর্‌বার্ জন্যে ষড়যন্ত্র করে, পুলিনকে তার ছেলের অসুখ বলে টেলিগ্রাফ করে, ডেপুটী মেজেষ্টার উমেশ দত্তর দ্বারা তাকে জন্মের মত পুলিপলাও পাঠায়। পাছে ভাইপো বড় হলে, আবার বিষয়ের অংশ চায়, এই জন্য রোগগ্রস্থ ভাইপোর চিকিৎসা করায় নি, ঘরে আগুন দিয়ে তাকে পুড়িয়ে মেরেছে। তার বাপ মা বিদেশে অর্থাভাবে বার্ বার্ টাকা পাঠাতে লিখেছেন, কিন্তু সে তাঁদের কথায় কর্ণপাত না করে, তাদের পথের ভিখিরী করে প্রাণে মেরেছে। সেই কুলাঙ্গার, পুত্র-শোকে কাতরা ভাদ্রবৌকে, বিনা অপরাধে বাড়ী হতে বার্ করে, মাখন্‌পুরের জমীদার লম্পট দিগ্বিজয় বাঁড়ুয্যের হাতে দিয়েছে। এর চেয়ে আর কি ভয়ানক্ ষড়যন্ত্রের কথা শুনতে চান?—আপনি কাঁদছেন? সন্ন্যাসী হয়েও আপনার চক্ষে জল এসেছে?

পুলি। দিগম্বর!—! এ কি সত্য বলছো? এত কি মানুষে পারে?

দিগ। পারে, পারে, পাষণ্ড বিপিন সকলই পারে। আপনার কাছে হীরের পিত্তেসে আমি মিথ্যা বল্‌ছিনি। আমার প্রাণের জ্বালা নিবাবার জন্যে এসকল বলছি। দয়াল বাবু পুলিনের খবরের জন্যে লাখ্‌টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন, সে টাকার আমি পিত্তেশ করিনি; পুলিনের খালাসের জন্যে একদিন দয়াল বাবুর স্মরণাগত হতে ইচ্ছে করেছিলেম, কিন্তু দুষ্টেরা আমায় জেলের ভয় দেখালে। বল্লে "এ সকল যদি প্রকাশ করো, তা হোলে আগে তোমায় আমরা জেলে দেবো।" আমি ভীরু! জেলের ভয়ে সে কথা প্রকাশ করিনি। আর সময় নেই, পুলিন বেঁচে নেই!

পুলি। দিগম্বর! তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হয় না। মায়ের পেটের ভাই, কখনও এতদূর পারেনা। পুলিন বলেছিল, "দাদা আমায় পুলিন বল্‌তেও ব্যাথা পায়।"

দিগ। সে সরল, বিশ্বাসঘাতক কপটের মায়া কি করে বুঝবে? আমি আপনাকে মিথ্যা বলিনি। আমি সেই উইলের সাক্ষী ছিলেম; মনে করেছিলেম, পরে গোপনে পুলিনের কাছে উইলের কথা প্রকাশ কর্‌বো; কিন্তু বিধাতা তার সময় দিলেন না। চাটুয্যে মশাইকে তাঁর স্ত্রীর হাত ধরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাড়ীর বার হতে আমি স্বচক্ষে দেখিছি! ভেবেছিলেম আবার অল্পদিনেই তাঁরা তিথি করে ফির্‌বেন; কিন্তু ভগবান আর তাঁদের ফির্‌তে দিলেন না। যখন পুলিনকে ফুলিপলাও পাঠাবার জন্যে দিগ্বিজয় আর উমেশ দত্তের সঙ্গে বিপিন

পরামর্শ করে, মদে তখন আমায় অজ্ঞান করে রেখেছিল। যখন বিনোদকে পুড়িয়ে মারবার কথা হয়,—যখন পুলিনের স্ত্রীকে দিগ্বিজয়ের হাতে দেবার জন্যে ষড়যন্ত্র হয়, সেখানে আমি তখন উপস্থিত ছিলেম। সে সকল কথা প্রকাশ কর্ত্তে চাইলে, দুরাত্মারা আমায় জেলের ভয় দেখালে। আমি ভয়ে সে সকল কথা কারু কাছে ফুট্‌তে পার্‌লেম না। আমিই পুলিনের মৃত্যুর কারণ হলেম।

পুলি। (স্বগত) গুরুদেব! যথার্থই আপনি অনুমান করেছিলেন। আমার জ্যেষ্ঠই আমার প্রকৃত শত্রু! (প্রকাশ্যে) পুলিনের পুত্রের কি ব্যায়রাম হয়েছিল?

দিগ। প্রথমে কাশীর সূত্রপাত হয়। না খেতে পেয়ে, বিনা চিকিচ্ছেয় দিন দিন সেই ব্যরাম বৃদ্ধি হতে থাকে।

পুলি। বিনা চিকিৎসায় কেন? শুনেছি দয়াল বাবু তার চিকিৎসার জন্যে কিছু টাকা পাঠিয়েছিলেন।

দিগ। হ্যাঁ; তিনি পাঁচ শ টাকা পাঠিয়েছিলেন,—কিন্তু সে টাকায় বিনোদের চিকিচ্ছে হয় নি; তাতে বিপিনের স্ত্রীর গহনা হয়েছিল।

পুলি। পিশাচ!

দিগ। পিশাচেও এতদুর পারে না। যেমন বিপিন তার স্ত্রী আবার তার চেয়ে ও পাজী। শুনেছি সে নাকি বিনোদকে বাসী দুধ খাইয়ে মেরেছে।

পুলি। [illegible] শুনতে পারি না;—দিগম্বর! কি শুনাও?

দিগ। অধীর হবেন না, আরো শুনুন। পুত্তুর শোকে কাতরা

পুলিনের স্ত্রী, চোকের জল ফেলে প্রাণের আগুন নিবাতো, সেই দোষে বিপিন তাকে বাড়ী থেকে বার করে দেয়।

পুলি। সে হতভাগিনী এখন কোথায়? সে কি এখনো দিগ্বিজয়ের বাড়ীতে আছে?

দিগ। না সে সেখানে নেই। দিগ্বিজয় তা'র ধর্ম্ম নষ্ট করতে পারেনি। দিগ্বিজয়ের বাড়ী থেকে সে পালিয়েছে।

পুলি। শুনলেম্ দিগ্বিজয় এখন কলকেতায় আছে; কোন ঠিকানায় থাকে বল্‌তে পার?

দিগ। বাগবাজারে রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীটে আছে। বিপিনও তার বাড়ীর কাছে বাড়ী কিনেছে।

পুলি। ভাল; কি কৌশলে ওরা পুলিনকে আণ্ডামানে পাঠায়? বিচারে দোষী প্রমাণ না হলে, কেউতো সেথায় যায় না?

দিগ। সেই সময়ে গোবিন্দ বাঁড়ুয্যে নামে একজনের বাপকে খুন করেছিল বলে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আজ্ঞা হয়। উমেশ দত্ত বিপিনের কিছু টাকা খেয়ে, জেলের সকল লোকদের হাত কোরে, গোবিন্দকে হাজত হতে বার করে দিয়ে, গোবিন্দ বাড়ুয্যে বলে পুলিনকে চালান দেয়। পাঠাবার সময় বড় বেশী কিছু গোলমাল হয় নি। অ্যাণ্ডামানে পুলিনকে সকলে গোবিন্দ বাঁড়ুয্যে বলেই জান্‌তো।

পুলি। কি অত্যাচার! উমেশ দত্ত থাকে কো'থা?

দিগ। শুনেছি বৌবাজারে; ঠিক কোন খানে জানিনা। এখন তাদের সকলেরই বাড়্‌তির সময়। কলির বিচারই এই।

পুলি। সে কথা মনে করোনা দিগম্বর! পাপের ভোগ একদিন তাদের ভুগ্‌তেই হবে। দেবতা মিথ্যা নয়, ধর্ম্ম মিথ্যা নয়।—যে ভাল কায কর্ব্বে, ভগবান অবশ্যই তার ভাল কর্ব্বেন। (হীরক দেখাইয়া) তার সাক্ষ্য এই দেখ। তুমি তোমার পাপের জন্য অনুতাপ করেছ তাই ঈশ্বর তোমার প্রতি অনুকূল হয়ে আজ আমাকে এইখানে পাঠিয়েছেন। এই নাও, এ রত্ন তোমার। সৎপথে থাক্‌লে, তুমিও দশজনের একজন হতে পারবে।

দিগ। এ রত্ন আমার কি করে?

পুলি। পুলিনের বাপ্ মা জীবিত নাই; ছেলেও মারা গিয়েছে, স্ত্রী নিরুদ্দেশ, আর বিপিন এর কণামাত্রও পেতে পারে না। বিধাতা তার মত লোকের জন্য ঐশ্বর্য্য দেন নি। তবে এখন যে তার বিষয় বৈভব দেখ্‌ছো, সে কেবল ভগবানের মায়া। তাকে ধনৈশ্বর্য্যরূপ মরীচিকা দেখিয়ে একদিন দরিদ্রতার অনন্ত মরুভুমিতে নিয়ে যাবার জন্যই ভগবান আজ তাকে এ সকল দিয়েছেন।—এ রত্ন তোমার! কেবল তুমিই এ রত্ন লাভের যোগ্য! এই নাও, বিস্মিত হচ্চো! কেন?—এ রত্ন তোমার!

দিগ। ঠাকুর! এ আপনার কি লীলা?

পুলি। এ তোমার সরলতার পুরস্কার।

দিগ। পুলিন! এখন তুমি কোথায়? একবার বল আমায় মাপ করেছ, তা হলেই আমি নিষ্পাপ হবো।—ঠাকুর! সুখ ধনে নয়, সুখ মনে।

পুলি। তুমি দুঃখ করোনা। নাও এই রত্নটী নাও।

দিগ। রত্নে আমার কাজ নেই। অর্থে আমার বিতৃষ্ণা জন্মেছে।

পুলি। তুমি রত্নে অনাদর কোরোনা। ঈশ্বর তোমার এই কষ্ট নিবারণের জন্য এরত্ন প্রেরণ করেছেন। এর দাম পঞ্চাশ হাজার টাকার কম নয়। ধর; সৎপথে থাক্‌লে, অবশ্যই তোমার সকল দুঃখের অবসান হবে।

দিগ। ঠাকুর! আপনি দিচ্ছেন বটে, কিন্তু নিতে আমার হাত কাঁপছে, ভয় হচ্ছে, পাছে আবার কোন জঞ্জাল উপস্থিত হয়।

পুলি। সৎপথে থেকো, ঈশ্বর তোমার সহায়! একটী অনুরোধ থলেটি আমায় দিতে হবে।

দিগ। স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করুন।

(হীরক দিয়া থলি গ্রহণপূর্ব্বক পুলিনের প্রস্থান।)

দিগ। (হীরক দেখিতে দেখিতে) নিতি! পঞ্চাশ হাজার টাকা! পঞ্চাশ হাজার টাকা!

(নৃত্যকালীর ঘর হইতে আগমন।).

নৃত্য। কিসের পঞ্চাশ হাজার টাকা রে ?

দিগ। এই দেখ্ হীরে! এত বড় হীরে! সন্ন্যাসী ঠাকুর বলে গেলেন, এর দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা! এখন পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খেতে পারবো। পঞ্চাশ হাজার টাকার হীরে আমার হাতে।

নৃত্য। (স্বগত) পঞ্চাশ হাজার টাকা! পঞ্চাশ হাজার টাকা! (প্রকাশ্য) হীরে আমায় দে। হীরে আমার কাছে থাকবে।

দিগ। তোকে দেবো কেন? আমার হাতে থাক্‌বে—পলকে আমি হাত ছাড়া কর্‌বো না।

নৃত্য। আমায় দিতেই হবে (স্বগত) পঞ্চাশ হাজার টাকা! (প্রকাশ্য) দে হীরে আমায়!—যদি সহজে না দিস্ আমি জোর কোরে নেবো। (কাড়িয়া লইবার চেষ্টা।)

দিগ। জোর কোরে নিবি? নে দেখি কেমন করে নিবি?

(নৃত্যকালীকে পদাঘাত ও নৃত্য কালীর পতন।)

নৃত্য। পঞ্চাশ হাজার টাকা! পঞ্চাশ হাজার টাকা! (ভূমী হইতে উঠিয়া বঁটী লইয়া দিগম্বরকে আঘাত করতঃ) পঞ্চাশ হাজার টাকার হীরে আমার!

দিগ। (পতিত হইয়া) রাক্ষসী!—পিশাচী!

নৃত্য। (হীরা কাড়িয়া লইয়া) লোকে রত্নের জন্যে সমুদ্রে ডোবে, রত্নের জন্যে প্রাণের আশা ত্যাগ করে, সেই রত্ন আজ আমি হাতে পেয়ে ছাড়বো? তোকে মারলে হীরে আমার! এই পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার!

দিগ। পিশাচী! অর্থের জন্যে আমায় মার্‌লি? অর্থ কদিনের জন্য?

নৃত্য। সামান্য অর্থের জন্যে যারা বুড়ো বাপ্ মাকে মেরেছে, ভাইকে মেরেছে, ভাইপোকে মেরেছে, তাদের অর্থ কদিনের জন্যে? এ সামান্য অর্থ নয়,—পঞ্চাশ হাজার টাকা।

দিগ। হতভাগিণী! যে নিজে না খেয়ে তোকে খাইয়েছে, তুই তাকেই প্রাণে মারলি? বিশ্বাসঘাতিণী!

নৃত্য। যে দিন আমি বেশ্যা হয়েছি, সেই দিন হতেই আমি হতভাগিণী! আমি বেশ্যা, আমার দয়া, ঘৃণা, লজ্জা, কোথা? যদি ধর্ম্ম ভয়ই আমার থাক্‌বে, তাহলে গৃহ-ত্যাগ করে বেশ্যা হব কেন? তুই নির্ব্বোধ! তাই তুই বেশ্যার মায়ায় ভুলেছিলি। বিশ্বাসঘাতিণী না হলে,

জগতে দুর্ল্লভ রত্ন স্বামীকে প্রতারণা করে আজ আমি এখানে কেন? অর্থের জন্যে ধর্ম্ম বিক্রয়, লজ্জা বিক্রয় করেছি, অর্থের জন্যে দেহ বিক্রয় করেছি; অর্থের জন্যে বেশ্যার অসাধ্য কি?

দিগ। একটু জল দে?

নৃত্য। কল্‌সীতে জল আছে আপনি গড়িয়ে খা, আমার শরীরে দয়া নেই—আমি বেশ্যা। (প্রস্থান।)

দিগ। উহুঃ! হু! প্রাণ যায়;—বড় তৃষ্ণা। কে দেয়?—কে একটু জল দেয়? –হায়! জল—বিনে—আমার প্রাণ যায়।—আমি বেশ্যাকে বিশ্বাস করেছিলেম! প্রাণ—যা—য়।—সন্ন্যাসী! আজ আমার—সকল দুঃখের অবসান হলো! পু—লি—ই—ই—ন। (মৃত্যু।)

(পটক্ষেপণ।)

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা। দ্বিগ্বিজয়ের বৈটকখানা।

(উমেশ, দ্বিগ্বিজয় ও বিপিন মদ্যপানে রত।)

দিগ্বি। বিপিন্! হরিমতির জন্যে যে বাড়ীখানা দেখ্‌তে গেছ্‌লে তার কি হলো?

বিপি। সিঁদুরে পটীর বাড়ীর কথা বল্‌ছো?—সেটার দর ছত্রিশ হাজার টাকা বলে।

দিগ্বি। কম্ জম্ করে ত্রিশ হাজারে কিনে ফ্যালো। বাড়ীটার আয় আছে ভালো, ত্রিশ হাজার হলে সুবিধা আছে।

বিপি। হ্যাঁ, ত্রিশ হাজারে ঠকা হয় না বটে। তবে কি জানো, সম্প্রতি আফিমে প্রায় ১৬।১৭ হাজার টাকা বেরিয়ে গেল, আবার এই সেদিন কোম্পানির কাগজে এতগুলো টাকা লোক্‌সান্ দিলেম। বাজার যে রকম শুন্‌ছি, যদি আর দিন কতক এরকম থাকে, তাহলে তো পথে বস্‌তে হবে।—তাই সাত পাঁচ ভাব্‌ছি।

উমে। (বিপিনের প্রতি) একদিন আমাদের খবর নাও!

বিপি। তোমায় খাওয়াবো তার আবার কথা? তুমি আমায় যে

খবর দিয়েছ দাদা! শুধু এ্যাণ্ডামান্ নয়! সমুদ্রে ডুবে মরা!—আপদের শান্তি হওয়া!—ছোঁড়াটা পুড়ে মরেছে; ছোট বৌ নিরুদ্দেশ হয়েছে, আর আমার ভায়াতো এখন সাগরে মুক্তো কুড়ুচ্চেন!—বস্!

দিগ্বি। তোমার একেবারে পাথরে পাচ কিল্, খোরায় লাথি!

(শিবুর প্রবেশ।)

শিবু। বাবু! একজন লোক ম্যাজেষ্ট্রার বাবুকে খুঁজ্‌চে।

উমে। আমার কাছে?—আচ্ছা আস্‌তে বলো!—কে এলো?

(শিবুর প্রস্থান ও সদানন্দের প্রবেশ।)

সদা। উমেশ বাবু কাঁর নাম মশায়?

উমে। আমারই নাম! কি দরকার?

সদা। আমি বরাবর আপনার বাড়ীতে গিয়েছিলেম, আপনি এখানে আছেন, শুনে এখানে দৌড়ে এলেম।—আপনার চৌরুঙ্গীর বাড়ীটা ছেড়ে দিতে হবে।

উমে। এখন্ তো সেবাড়ী খালি নেই! খালি হলে খবর নেবেন।

সদা। আমি কিন্‌বো। যিনি আছেন, তাঁকে এখনি ছেড়ে দিতে হবে।

দিগ্বি। পাগল নাকি! লোক আছে সে উঠ্‌বে কেন?

বিপি। ওবাড়ী তো বিক্রী নয়!

সদা। যাতে কিনেছেন্, তার ডবল দাম দেবো!

বিপি। তাহলে ভাড়াটে উঠ্‌বে কেন?

উমে। তার সঙ্গে এক বছরের এগ্রিমেণ্ট!

সদা। সে সব আমরা ঠিক করে নেবো এখন। তাঁকে লো ধরে দিলেই হবে।

বিপি। তোমার কততে কেনা আছে হে মাজিষ্ট্রেট্ ?

উমে। আমি কিনেছি পঁচাশি হাজার টাকায়; দুলাক্ টাকার কম ছাড়তে পারি নে।

সদা। তাই পাবেন।

দিগ্বি। কার দরকার? পঁচাশি হাজার টাকার জিনিষ দুলাক্ টাকায় কেনে লোক্‌টা কে হ্যা?

সদা। একজন পশ্চিমে জহুরী; নাম লালা গোলোকচাঁদ। তাঁর কোন বিশেষ আবশ্যক থাকায়, তিনি ঐ বাড়ী চান্। বাড়ীটিও তাঁর পছন্দ হয়েছে।

উমে। টাকা এখনি দেবেন?

সদা। লেখাপড়া করে দিন। জহরতে চান্, সোনায় চান্, নগদে চান্, নোটে চান্, এখনি পাবেন।

বিপি। লোক্‌টার কত বিষয় হে? যে দুলাক টাকা যাতে চাই দেবে?

সদা। কত বিষয়, তা ঠিক করতে পারিনে মশায়! দ্বিতীয় ধনকুবের বল্‌লেও হয়।

উমে। মন্দ নয়; তবে আসুন। (সদানন্দকে লইয়া প্রস্থান।)

দিগ্বি। খোদা যেস্‌কো দেতা ছপ্পর ফোঁড়কে দেতা।

বিপি। আমার তো স্বপ্নের মত বোধ হচ্চে! বসে বসে লাক্ টাকার ওপর লাভ! আমিতো ভাব গতিক কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে!—লোকটা জোচ্চোর নাকি?

দিগ্বি। জোচ্চোর হলো, তাতে আর উমেশবাবুর ক্ষতি কি? আমার কিন্তু লোক্‌টার সঙ্গে আলাপ করতে হয়েছে।

বিপি। খালি তোমার? লোকটাকে দলে ভিড়ুতে হয়েছে;—বোতলটা যে ফুরুলো হে!

দিগ্বি। আজি বড় আমোদের দিন! শিবে আর একটা বোতল নিয়ে আয়।—আর ও ঘর থেকে এদেরও ডেকে দে?

(শিবুর মদ্য দিয়া প্রস্থান।)

আরম্ভ কর; ফেলফোর খেতে হবে;—আজ বড় আমোদের দিন। (মদ্যপান।)

বিপি। (মদ্যপান করিয়া) মধুর কলসী পাওয়া গেছে; পেট ভোরে মধু খাওয়া যাবে; আজ বড় আমোদের দিন।

(জনৈক বেশ্যার প্রবেশ।)

এস বিবিজান্! তোমার বিরহে এতক্ষণে পুড়ে চূণ হয়ে গেছি বাবা!

বেশ্যা। তবে তো আর আমার পানের চূণের জন্যে ভাব্‌তে হবে না।

দিগ্বি। কি প্রাণ আজ কাল প্যাঁড়া না সিঙ্গেড়া চল্‌ছে?

বেশ্যা। সিঙ্গেড়ার বাজার আজ কাল বড় গরম।

বিপি। তোবু টাকার বাজারের চেয়ে নয়! (মদের গেলাস দিয়া) এখন প্রসাদ করে দাও।

বেশ্যা। ইওর হেল্‌থ্‌ মাই ডিয়ার্স! (মদ্যপান।)

বিপি। থ্যাঙ্ক ইউ!—থ্রি চিয়ার্স্‌! (মদ্যপান।)

দিগ্বি। ছুনি! একখানা গেয়ে ফেলো; আমি ও চিয়ার্ ফিয়ার্ বুঝিনি বাবাণ্! খালি জমাটি লাগাও!

বেশ্যা। গীত।

ভাল বাস্‌তে এসে কাঁদবো কেন সই।
হাস্‌বো, খেল্‌বো, ভাস্‌বো প্রেমে,
রইতে নারি প্রেমিক বই॥
মজাব মজ্‌ব নাক, ভাবাব ভাব্‌ব নাক,
কাঁদাব কাঁদব নাত, হাস্‌লে আমি ভুবনজয়ী।
হেসে প্রেম ঢাল্‌লে প্রাণে,
প্রাণের খেলায় মাতিয়ে রই॥

দিগ্বি। গলা কি মিঠেরে!—ধরো বিবিসায়েব (মদ্যপ্রদান)।

বিপি। যেন মধু উথ্‌লে পড়্‌ছে বাবা!—বিবিজান্‌!—আর একবার!—খুড়ী! আর একখানা মেহেরবানি হোক্‌।

(শিবুর প্রবেশ।)

দিগ্বি। কি খবর?

শিবু। আজ্ঞে একজন পার্শি সাহেব এসেছে।

বিপি। (মুখভঙ্গী করিয়া) দূস্‌!

দিগ্বি। আচ্ছা পাঠিয়ে দে!—অমনি একে ও ঘরে রেখে আয়। (বেশ্যার প্রতি) ছুনিবিবি! একবার ওঘরে যাওতো দাদা।—কোন্‌শালা বদ্‌রসিক্‌ আবার এ সময় এলো?

বিপি। দেখো বাবা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেন উবে যেওনা!—তোমরা হলে কপ্পূরের জাত! মরিচ ছাড়া হলেই আর দেখবার যো নেই বাবা!

মিদের ছেড়ে কি যেতে পারি?

(শিবুর সহিত বেশ্যার প্রস্থান ও পার্শিবেশে
পুলিনের প্রবেশ।)

দিগ্বি। আইয়ে সাব্! চৌকিপর বইঠিয়ে!—ক্যা কাম্?

পুলি। আমি বাঙ্গলা বুঝি, বাংলাতে কথা কোন্!

দিগ্বি। বেস্;—বেস্! তবে, আমাদের মুখে হিন্দি আট্‌কায় না।

পুলি। আজ্ঞে তা দেখ্‌তে পাচ্চি।

দিগ্বি। আপনার নাম?

পুলি। আমার নাম রস্তমজী। জমীদার বাবুর সঙ্গে বরাৎ।

দিগ্বি। কি বলুন?

পুলি। আপনার নাম কি দিগ্বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়? আপনিই কি মাখনপুরের জমীদার বাবু?

দিগ্বি। আজ্ঞে হাঁ।

পুলি। আপনি এখানকার দয়ালচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে চেনেন?

বিপি। সওদাগর দয়ালচাঁদ? কেন, তাঁর কি হয়েছে?

পুলি। শুনলেম, তাঁর জমীদার বাবুর কাছে কিছু দেনা আছে।

বিপি। কিছু নয় বিলক্ষণ!—কত গা?

দিগ্বি। একলাক্ টাকা; সুদে আসলে প্রায় দেড়া দাঁড়িয়েছে। কেন মশায়? সে খবর কেন?

পুলি। আমরা তাঁর কাছে কিছু পাই; কি করে আদায় কর্ব্বো, বুঝতে পাচ্চি না; তাই আপনার সঙ্গে একবার পরামর্শ কত্তে এলেম্।

বিপি। আপনাদের কত টাকা?

পুলি। আমাদেরও প্রায় এক লাখের কাছাকাছি।

বিপি। হলো! আপনারা আর তবে পেয়েছেন। এঁর কাছে ওঁর বাড়ী, ঘর, জায়গা, জমী বাঁধা আছে; সব না হোক্, কতক্ও তবু আদায় হোতে পারবে। কিন্তু আপনারা কি করে নেবেন?—ব্যাটা মস্ত জোচ্চোর।

দিগ্বি। আবার আহিরীটোলার কে মদন ঘোষের কাছেও নাকি কত টাকা দেনা আছে।

পুলি। কি বোল্লেন? আহিরীটোলার মদন ঘোষ? আচ্ছা, তাঁর সঙ্গেও একবার দেখা করবো।

বিপি। আপনাদের কোন ফারম্?

পুলি। বম্বের তিলক্জী রস্তমজী।

দিগ্বি। ভাল, আমায় কি বল্তে চান্?

পুলি। আমাদের টাকা আদায়ের তো উপায় নেই। এখন আমরা মনে করেছি, যাঁদের যাঁদের কাছে মর্টগেজ্ আছে, সেই সব কিনে নিয়ে পরে দয়ালবাবুর বাড়ী, ঘর, যা কিছু আছে বিক্রি করে নেব। তা হলে তবু যা আসে। তা না হলে আরতো আমাদের আদায়ের উপায় নেই।

দিগ্বি। সে কি রকম বুঝতে পাল্যেম না। (মদ্য ঢালিয়া পুলিনের প্রতি) এক গেলাস হোক্?

পুলি। মাপ্ করবেন; আমার ও সকল চলে না।

দিগ্বি। তবে আর কল্লেন কি? (মদ্যপান।) কি বল্‌ছিলেন?

পুলি। মনে করুন, আপনার কাছে পাওনা আছে দুহাজার টাকা, কিন্তু মর্টগেজ আছে তিন হাজার টাকার সম্পত্তি, আর এক জনের কাছে এক হাজার টাকায় দেড় হাজার

টাকার মর্টগেজ, এই রকম করে মার্জিন কুড়িয়ে যত আদায় হয়। আমাদের এখন হয়েছে ঘর পোড়া কাঠ!

দিগ্বি। তাতেও বড় সুবিধে করতে পারবেন না। আমাদের কাছে যা আছে, তা প্রায় মাথায় মাথায়!

পুলি। দেখি কত দূর হয়।

বিপি। তা হলে এই বেলা দেখুন। শুনেছি শীঘ্র ইন্‌সল্‌ভেণ্ট হবে।

পুলি। আজ্ঞে হাঁ, তা আর আমায় বল্‌তে হবে না। আজ সবাইকার সঙ্গে ঠিক করে, কালই দেখা কর্‌বো।— আপনার মর্টগেজ্ কত টাকায় বিক্রি কর্‌তে পারেন?

দিগ্বি। আমার আসলে একলাক্ টাকা, আর সুদও প্রায় পঁয়-ত্রিশ হাজার হবে। মরুক্‌গে! কিছু না হয় ছেড়ে দিচ্চি। একলাক্ চৌত্রিশ হাজার টাকা পেলেই আমার মর্টগেজ বিক্রি কর্‌তে রাজি আছি।

পুলি। বেস, তবে সে গুলো ঠিক্ করে রাখ্‌বেন, আমি বৈকালে এসে টাকা দিয়ে নিয়ে যাব।

দিগ্বি। কথার কিছু খেলাপ হবে না তো?

বিপি। হাঁ?—মরদ্‌কাবাৎ, হাতি কি দাঁত!—প্রাণ যাক্, তবু কথার নড়চড় হবে না।

পুলি। বেস্;—তবে এখন আসি। আপনি সব ঠিক করে রাখ্-বেন, আমি বেলা ৪ টার সময় আস্‌বো।

দিগ্বি। সে সব ঠিক হবে। (গেলাস ধরিয়া) একটু চলুক না?

পুলি। মাপ্ কর্‌বেন মশায়!

বিপি। খান্‌না যখন, তখন জেদের আবশ্যক কি?

দিগ্বি। এখানে মশায়ের থাকা হয় কোথা?

লি। এজ্‌রা ষ্ট্রীট।

দিগ্বি। মাঝে মাঝে দেখা শুনো কর্‌বেন। আপ্‌নার সঙ্গে আলাপ করে বড় সুখী হলেম; তবে এদিকে একটু একটু চোল্‌লেই ভাল হতো।

বিপি। ক্রমে চল্‌বে। সবুরে মেওয়া ফলে।

পুলি। তবে এখন আসি মশায়! (প্রস্থান।)

বিপি। খুব আদায় হলো, না হলে রক্ত হাগ্‌তে হতো!

দিগ্বি। তা আর একবার করে বল্‌তে? আসল্ আদায় করতেই ফাটাফাটি!—সুদের তো কথাই নেই। শীঘ্র স্নানাহার করে এসো, আজ মদে নালা ভাস্‌বে। আজ বড় আমোদের দিন।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা। দয়ালচাঁদের বহির্বাটীর এক কক্ষ।

(দয়ালচাঁদ ও প্রকাশ।)

দয়া। কি যে সময় পড়েছে, যা ধরি তাতেই লোক্‌সান! কিছু-তেই সুধ্‌রে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে। আর শোধ্‌রাতে যে পার্‌বো, এমনও বোধ হয় না। বিজয় এত দিনের বিশ্বাসি লোক, সেও কি না সময় বুঝে চল্লিশ হাজার টাকা ভেঙ্গে পালালো!—পুলিনকে হারিয়ে অবধি আমার লক্ষ্মী ছেড়ে গেছে। আমি তখনি জানি যে পুলিন বেঁচে নেই! তোমরা সবাই বোল্‌তে লাগ্‌লে বলে আমিও মনে কল্লেম হবে!—কিন্তু কৈ? বেঁচে থাক্‌লে এতদিনে একটা খবরও তো পাওয়া যেতো? আহা! বৃদ্ধ মণিভূষণ বাবু কাশীতে যে অবস্থায় মরেন, সে কথা মনে হলে, এখনো চোখে জল আসে। বিপিন্‌টা কি পাষণ্ড! বাপের সমস্ত বিষয়টা হাত করে, বুড়োকে এক মুটো ভাতও দিত না!—শুনেছি, দিগম্বর নাকি বড় কষ্টে পড়েছে। কদিন হলো, আমায় একখানা চিঠি লিখেছিল। (বিনোদের প্রবেশ)

প্রকা। দিগম্বর কে?

দয়া। সে পুলিনদের দেশীয় একটি ব্রাহ্মণ! লোকটি বড় ভাল; বর্দ্ধমানের ষ্টেশনের কাছে হোটেল খুলেছে। বড় সুবিধে কর্‌তে পারচে না।—বিনোদ! দশটা টাকা এই বেলা তার নামে মনিঅর্ডার করে দাও তো।

বিনো। আজ্ঞে—না—তা—দেব এক সময় পাঠিয়ে।

দয়া। তুমি আমার সঙ্গে বেস্ সরল ভাবে তো কথা কইচো না বিনোদ? তোমার মুখ দেখে বোধ হচ্চে, যেন তুমি কোন কথা আমার কাছে গোপন কচ্চো।

বিনো। আজ্ঞে না।

দয়া। না কেন? তুমি মুখ তুল্‌তে পাচ্চো না!

বিনো। আজ টাকা নেই, তাই।

দয়া। দশটা টাকা নেই? আমার এতদূর হয়েছে?

প্রকা। শীঘ্রই আবার টাকা আস্‌বে।

দয়া। কোথা হতে আস্‌বে? একমাত্র ভরসা জাহাজ! তারও তো সুশৃঙ্খলা দেখিনে। এত বিলম্ব হতে কখনো দেখেছো কি? দেড় মাস আগে এখানে পৌঁছোবার কথা, এখনো পর্য্যন্ত তার কোন খবর নেই! নিশ্চয়ই তার বিপদ ঘটেছে! আমার জ্ঞান ছিল না যে আমার এতদূর হয়েছে!

প্রকা। ব্যাকুল হবেন না। ভগবান আবার দিন দেবেন।

দয়া। আর আমার কি আছে? বাড়ী, ঘর, জায়গা, জমী সকলই বাঁধা পড়েছে। পাওনাদারেরা বেচে নিলে, একখানা ইটও থাক্‌বে না! একবারে সব ভোজ্ বাজীর মত উড়ে গেল?

বিনো। একে আপনার শরীর অসুস্থ, তাতে এরূপ কর্‌লে পীড়ার বৃদ্ধি হতে পারে।

দয়া। জীবিত থেকে সকলকে পথে পথে ভিক্ষা কর্‌তে দেখা অপেক্ষা, আমার মরণই মঙ্গল।

বিনো। বেলা হয়েছে, চলুন স্নানাহার কর্‌বেন ?

দয়া। তোমরা যাও ; কে আস্‌ছে আমি কথা কয়ে যাচ্ছি।

(প্রকাশ ও বিনোদের প্রস্থান এবং পার্শ্বিবেশে পুলিনের প্রবেশ।)

পুলি। দয়াল বাবু কাঁর নাম মশাই ?

দয়া। আমারই নাম ;—কি আবশ্যক বলুন ?

পুলি। আমি বম্বের তিলকজী রস্তমজীর ফারম্ থেকে আস্‌ছি। আপনার যে সব মর্টগেজ বা হ্যাণ্ডনোটে দেনা ছিল, সে সমস্ত আমরা কিনে নিয়েছি। সেই টাকার জন্য এসেছি।

দয়া। মশায়! আমার হাতে এক কপর্দ্দকও নেই। আমি বিষয় বিক্রী করে দেব।

পুলি। ব্যস্ত হবেন না। আপনি রয়ে বসে কিছু কিছু করে দেবেন।

দয়া। সেরূপ যদি বন্দোবস্ত করেন, তাহলে আপনাদের বিশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু সে রকমেও আমি এ জীবনে আপনাদের ঋণ পরিশোধ করতে পারি কিনা সন্দেহ। তাহলে আমার চাকরী করে আপনাদের টাকা শোধ দিতে হবে।

পুলি। আপনার কি আর কোন উপায় নেই ?

দয়া। উপায়ের মধ্যে একখানি জাহাজ মাল নিয়ে বিলাত হতে আস্‌ছে, কেবল সেই খানির ভরসা। কিন্তু যেরূপ বিলম্ব দেখ্‌ছি, তাতে তার আশা করাও বৃথা।

(টেলিগ্রাফ্ পিয়নের প্রবেশ ও দয়ালচাঁদকে টেলিগ্রাফ প্রদান)

টঃ পিঃ। বাবু! টেলিগ্রাফ্ আছে।

দয়া। ওদিকের ঘরে ছেলেরা আছে, সই করিয়ে নাওগে।

(টেলিগ্রাফ্ পিয়নের প্রস্থান।)

(টেলিগ্রাফ্ পাঠান্তে) সর্ব্বনাশ হয়েছে! যা ভেবেছিলেম তাই।

(প্রকাশ ও বিনোদের প্রবেশ।)

প্রকা। কিসের টেলিগ্রাফ্?

দয়া। জাহাজ ডুবি হয়েছে।

পুলি। তাই তো কি দুঃখের বিষয়।

দয়া। অদৃষ্টে সকলই করে। আজ সত্য সত্যই আমি পথে দাঁড়ালেম।

পুলি। মশায়! বিজ্ঞ হয়ে আপনি অধীর হবেন না। ভগবান্ দিন দিলে আবার সকলি হতে পারে।

দয়া। আর ভগবান দিন দিয়েছেন!

পুলি। অবশ্যই দেবেন। আপনার ন্যায় লোকের কখনই এরূপ হওয়া সম্ভব নয়। এখন আমি চল্লেম। আজ তেস্‌রা বৈশাখ, আমি তেস্‌রা আষাঢ় বেলা ১০টার সময় এসে আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌বো। আপনি ঐ দিনে কিছু যোগাড় করে রাখবেন।

দয়া। আপনার সদাশয়তা ধন্যবাদ যোগ্য! কিন্তু সে দিনেও যে আপনাকে কিছু দিতে পারি, এমন আশা করি না।

পুলি। চেষ্টা কর্‌বেন। আমি সেদিন বেলা ১০টার সময় এসে আপ্‌নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।

দয়া। হাঃ! সব ভোজবাজীর মত উড়ে গেল?

পুলি। (প্রকাশের প্রতি) আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

প্রকা। কি বলুন?

পুলি। একটু বাইরের দিকে চলুন বল্‌চি। (দয়াল চাঁদের প্রতি) মশায়! এখন তবে চল্লেম; অধীর হবেন না। ঈশ্বর অবশ্যই আপনার একদিন মঙ্গল করবেন।

দয়া। আর মঙ্গল করেচেন! (প্রকাশ ও পুলিনের প্রস্থান।)

বিনো। বেলা হয়েছে, চলুন দুটী আহার করবেন?

দয়া। কি ছাই আহার করবো?—চলো যাই।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ঘোরারণ্য।

(যোগিণীবেশে মেঘমালা।)

মেঘ। গীত।

ওই রবি ডুবে যায়।
"কি হল, দিন গেল" বলে আতঙ্কে বিহঙ্গ চায়॥
আঁধার কোথা ছিল বসে, সময় বুঝে ছুটে আসে,
কে জানে সে কার উদ্দেশে, আশে পাশে ফিরে চায়;
"দিন গেল, দিননাথ্ গেল" বলে, ওই কমল শুকায়॥

(মাতাজীর প্রবেশ।)

মেঘ। মা! দিন গেল; সাধনাতো হলো না? হরি বলা সাধ তো মিট্‌লো না মা?

মাতা। সে সাধ কি মেটে মা? ওমা! মুখে যতই সে নাম বলি, ততই আবার সে নাম বল্‌তে ইচ্ছা হয়!—সে নামে কি বিতৃষ্ণা হয় মা? যতই সে নামসুধা পান করি, ততই আরো প্রাণভরে পান কর্‌তে ইচ্ছা হয়। মাগো! এমন আনন্দ আর কিছুতে নাই।

মেঘ। সত্যই মা অপার আনন্দ! এখন বুঝেছি বাঁশি শুনে, কুল ত্যজে, ব্রজবালারা উন্মাদিণীর মত কেন ছুটে আস্‌তো। এখন বুঝেছি, বাঁশি শুনে বনের পশু কি আনন্দ উপভোগ কর্‌তো।—মাগো! জন্ম জন্মান্তরে কত পুণ্য করেছিলেম, তাই তোর দেখা পেয়েছি।

যাদের আগে আমার শত্রু বলে জ্ঞান ছিল, এখন দেখ্‌ছি তারাই আমার যথার্থ মিত্র।—তারা না থাকলে, আমিতো সংসার ত্যাগ করতে পারতেম না; তারা না থাকলে, তোরতো দেখা পেতেম না; তারা না থাকলে আমার হরি বলাতো হতো না; এমন করে গা ঢেলে দিয়ে আনন্দের স্রোতে তো ভাস্‌তে পেতেম না মা!

মাতা। বিনোদের জন্য আর কি তোর প্রাণ কাঁদে না? তোর স্বামীর জন্য আর কি তোর প্রাণ ছোটে না মা?

মেঘ। পাপের বেড়ি একবার কাটলে, আর কি পরতে ইচ্ছে হয় মা? সেই পীতবসন, বনমালা গলে, ননীচোর যে আমায় "মা" বলে ডেকেছে, পরের ছেলেকে কোলে নিতে আর কি ইচ্ছে হয় মা? সেই ত্রিভঙ্গ, বাঁকা নয়ন, প্রেমময় রসরাজ, রাসবিহারী যে জগতের স্বামী মা! আর কোন্‌ স্বামীর জন্যে আমার প্রাণ কাতর হবে? কত দিনে সকলের মোহ ঘুচবে মা? কত দিনে জগতের সকল জীব মায়াশৃঙ্খল ছিন্ন করে, সেই রাধানাথের অনন্তস্রোতে প্রাণ ভাসাবে মা?

মাতা। মাগো! আজ তুই জগতের জন্য কাঁদতে শিখেছিস্‌! আজ যথার্থই তোর প্রাণ সেই অনন্ত প্রেমে মাতয়ারা হয়েছে!—মাগো! আজ আমি তোর গুরু হয়ে তোর কাছে ভিক্ষা চাইছি, দেমা! তোর এই অনন্ত প্রেমের আমায় একটী কণা দে?—দেমা? আমায় প্রেমশিক্ষা দে?—মাগো! এই ভিক্ষা চাই, যেন তোর মত অহর্নিশি এমনি করে সেই প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে থাকতে

পারি।—এখন সময় হয়েছে; তোকে আর একজন মহাজনকে দেখাব। সে আমার শিষ্যের প্রিয় শিষ্য। অনেক দিন হতে সেও আমার উপদেশ নিয়েছে।

মেঘ। কে এ সাধু? চল্ মা! তাঁকে দেখে এ নয়ন চরিতার্থ করি; চল্ মা! আমরা তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসি। সাধু সঙ্গে আমার বড় আনন্দ হয়। চল্ মা, তাঁর পবিত্র পদরজঃ মেখে এ দেহ পবিত্র করি। আহা! কবে জগৎ-বাসী প্রাণ ভরে হরি হরি বলে জন্ম স্বার্থক কর্‌বে?

(উভয়ের প্রস্থান)।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা। দয়ালচাঁদের বহির্বাটীর এক কক্ষ।

(প্রকাশ ও বিনোদ।)

প্রকা। আজ সেই ৩রা আষাঢ়, ক্যাসে কিছু আছে কি?

বিনো। না থাকারই মধ্যে, মোটে তেরটি টাকা আছে।

প্রকা। আজ বেলা দশটার সময় সেই পার্শি-সাহেব আসবে।

বিনো। কি হবে বলুন দেখি?

প্রকা। আমার সমস্ত রাত ঘুম হয় নি; চক্ষু বুজ্‌লেই সেই পার্শি সাহেবকে সাম্‌নে দেখেছি, অমনি আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে।

বিনো। আমিও ভাবনায় সমস্ত রাৎ চক্ষু বুঁজুতে পারি নি।—তাই তো, কি হবে মশয় আজ? আজ কি জবাব দেব?

প্রকা। তাই তো ভাই, কি হবে? সে দিন সেই পার্শি সাহেব আমায় বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লেন "৩রা আষাঢ় প্রাতে দয়ালবাবুর নামে একজন একখানি চিঠি নিয়ে আস্‌বে, চিঠিতে যেরূপ লেখা থাক্‌বে, সেইরূপ অতি অবশ্য অবশ্য কর্‌বেন।"—এ কথার অর্থ কি?

বিনো। কি জানি মশাই! কেউতো আবার কোন নূতন বিপদ ঘটাবে না?—সময় মন্দ, তাই নানা আশঙ্কা হয়।

(বীণার প্রবেশ।)

বীণা। বিনোদ দাদা! বাবা এখনো দোর বন্ধ করে লিখ্‌চেন; মা এখনো জান্‌লায় দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছেন; চুপি চুপি বলে দিলেন আপনি আজ বাবাকে ছেড়ে কোথাও যাবেন না। কি হবে বিনোদ দাদা?

বিনো। ভগবানের মনে কি আছে, কেমন করে জান্‌বো বীণা? তুমি যাও, মার কাছে থাকগে। (বীণার প্রস্থান।)

প্রকা। আজ কি করে লজ্জা নিবারণ হবে ভাই?

(জীতু সিংহের প্রবেশ।)

জীতু। (বিনোদের প্রতি) বাবু! একঠো আদ্‌মী আয়কে বাহার্‌মে খাড়া হায়; ইয়ে চিঠি লে আয়া।

বিনো। কৈ চিঠি দেখি? (পত্র লইয়া পাঠ, পরে প্রকাশের প্রতি) মশাই! এর অর্থ কি?

প্রকা। কি লিখেছে?

বিনো। (পত্রপাঠ) "মহাশয়! যদ্যপি আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্রবাহকের সমভিব্যাহারে গমন করিয়া সে যাহা

দেখাইয়া দিবে, তাহা গ্রহণ করিবেন। স্বয়ং যাইতে না পারেন, কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠাইবেন। ইতি—আপনার পালিত ভৃত্য।"—কে এ ব্যক্তি? ভৃত্য বলেই বা স্বাক্ষর কচ্চে কেন?

প্রকা। আর ভাব্‌বার সময় নেই। নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি গোপনে প্রত্যুপকারের জন্যে এরূপ লিখেছে। আর বিলম্ব করে কাজ নেই। তুমি এখনি এর সঙ্গে যাও।

বিনো। এ সময় আমি বাবুকে ফেলে কি করে যাই?

প্রকা। তবে আমিই চল্লেম। ভগবান রক্ষা কর্‌বেন।

(জীতু সিং ও প্রকাশের প্রস্থান এবং দয়ালচাঁদের প্রবেশ।)

দয়া। প্রকাশ তুমি এখানে?

বিনো। আজ্ঞে হ্যাঁ—কিন্তু

দয়া। যা বল্‌তে চাও বুঝেছি;—ক্যাসে টাকা নেই; কোথা হতেই বা থাকবে?

বিনো। পার্শি সাহেবকে আর কোন দিন আসতে বলা যাবে।

দয়া। কবে আর আসতে বলবে? কোথা হতে টাকা দেবে? আর আমার আছে কি?—বাড়ী, ঘর, জায়গা, জমী সব বেচলেও সে টাকা শোধ হবে না। আর কি উপায় আছে?

বিনো। ভগবান্‌ আছেন! না হয় আমরা তাঁর পায়ে ধরে বল্‌বো।

দয়া। না বিনোদ! আর তাঁর পায়ে ধর্‌তে হবে না। তার উপায় আমি করেছি।

বিনো। কি উপায় করেছেন?

দয়া। আত্মহত্যা!

বিনো। বাবু! বাবু! কি বল্‌ছেন?

দয়া। কিছুই বলিনা।—লোকের কাছে হীন হয়ে জীবনধারণ অপেক্ষা, পরিবারবর্গকে পথে পথে ভিক্ষা কর্ত্তে দেখা অপেক্ষা, মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ। বিনোদ! ঘৃণার পাত্র হয়ে থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই যে শ্রেয়ঃ, বোধ হয় তুমি বুঝ্‌তে অক্ষম নও। আজ যদি আমি ঋণ পরিশোধ কর্‌তে না পারি, ঋণের দায়ে আজ যদি আমার সমস্ত বিষয় বিক্রী হয়ে যায়, তাহলে,—যে আমায় দেখ্‌বে, সেই বল্‌বে, "এই সেই লোক্ যে আপনার অবস্থা বুঝে চোল্‌তে পারে নি।" আমাকে এরূপ বিদ্রূপের পাত্র দেখ্‌তে কখনই তুমি ইচ্ছা কর না। আমার সন্তান নাই, তুমিই আমার সন্তান তুল্য। আমার পরিবার রৈলো, বীণা রৈলো;—দেখো, তাদের যেন ভিক্ষা করে খেতে না হয়। যত দিনে পার আমার ঋণ পরিশোধ করো; যেন আমি কারও কাছে চিরঋণী না থাকি।—আমার ড্রয়ারে যে কাগজ পত্র আছে, সেই গুলো দেখ্‌লেই সব জান্‌তে পারবে। (বীণার প্রবেশ।)

বীণা। বাবা! কাল সমস্ত রাত্ আপনি ঘুমোন্‌নি; মা জান্‌লার কাছে দাঁড়িয়ে সমস্ত রাত্ কেঁদেছেন।

দয়া। আহা! অভাগিনী তুমি কাঁদ্‌তেই রইলে!—বীণা! মা! যাও মা, এখন বাড়ীর ভেতর যাও। বিনোদকে দেবতার মত ভক্তি কোরো; গুরুজনের সেবা কোরো, তাহলে তুমি কখনও কষ্ট পাবে না।—যাও মা বাড়ীর ভেতর যাও।

বীণা। না বাবা! আমি আপনাকে ছাড়্বোনা।

দয়া। আবার মায়া!—বিনোদ! কাকেও কখনো মনোকষ্ট দিওনা। আশ্রিতকে যত্নে রেখো। যদি কখনো ঈশ্বর তোমায় দিন দেন্, তাহলে ধনের সৎব্যয় কোরো।—একি? আবার সেই মুখ মনে পড়ে কেন? আবার মন অস্থির হলো!—দেখো! সবাইকে বলে, পুলিনের অনুসন্ধানে যেন ক্ষান্ত না হয়। পুলিন জীবিত নেই বলে, এত দিন আমার বিশ্বাস ছিলো; কিন্তু আজ হটাৎ মনে হচ্চে, পুলিন হয় তো বেঁচে আছে।—আর সময় নেই; আমি চল্লেম।—এস আমার জীবনের বন্ধু! তোমার সহায়ে আমার এ দুঃখময় জীবনের শেষ করি! (পিস্তল বাহির করিয়া আবাজ করিবার চেষ্টা।)

বিনো। বাবু! কি করেন? কি করেন?(দয়ালচাঁদের হস্তধারণ।)

বীণা। (দয়ালচাঁদকে জড়াইয়া সরোদনে) বাবা! বাবা!

(নেপথ্যে প্রকাশ উচ্চৈঃস্বরে)। জগদীশ্বর রক্ষা করেছেন!—ভগবান রক্ষা করেছেন!

(প্রকাশ ও জীতু সিংহের দ্রুত প্রবেশ।)

বিনো। ভগবান আমাদের রক্ষা করেছেন!—বাবু! ভগবান আমাদের রক্ষা করেছেন!

দয়া। তোমরা কি বল্‌ছো? ভগবান্ কাকে রক্ষা করেছেন?

প্রকা। ভগবান্ রক্ষা করেছেন! মান, সম্ভ্রম সকলি রক্ষা করেছেন।

দয়া। প্রকাশ কি বলে? পাগল হলো নাকি?

প্রকা। না মশায়! পাগল হইনি। ধর্ম্ম আমাদের রক্ষা করে-

ছেন। তার প্রমাণ এই দেখুন। (জীতু সিংহের হস্তস্থিত থলি হইতে এক বাণ্ডিল কাগজ ও একটা মোড়ক বাহির করিয়া দয়াল চাঁদকে প্রদান।)

দয়া। (কাগজ দেখিতে দেখিতে) একি? আমারি বাড়ীর পাটা, হ্যাণ্ডনোট, মর্টগেজের দলিল পত্র সব রসিদ দেওয়া দেখ্‌তে পাই। টাকা দিলেম না, অথচ যেন সকলি শোধ হয়ে গেছে! এ কিরূপ কাণ্ড?—এটা কি? (মোড়ক খুলিয়া) একটা মস্ত হীরে! কাগজটায় লেখা বীণার বিবাহের যৌতুক।—এ কি সব? আমিতো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।—আমার মাথা ঘুর্‌চে আমায় ধরো! (প্রকাশ ও বিনোদের তাঁহাকে ধরিয়া উপবিষ্ট করায়ন।)

প্রকা। ভগবান্ সত্য!

দয়া। এ সকল কি ব্যাপার? প্রকাশ—এ তুমি কোথায় পেলে?

বিনো। মশাই নিশ্চয়ই এ কোন গুপ্তবন্ধুর কাজ্। এই চিঠিখানা পোড়্‌লেই বুঝ্‌তে পার্ব্বেন্। (পত্র প্রদান।)

দয়া। (পত্র পাঠান্তে) তাই তো! কে এ মহাজন, আজ আমায় নবজীবন দান কল্লেন?—দেখি, দেখি, থলেটা? (জীতু সিংহের হস্ত হইতে থলি লইয়া পরীক্ষা করতঃ) এতে যে আমারই নাম লেখা রয়েছে!—প্রকাশ! আমি কবে কার কি উপকার করেছি, যে আজ তিনি তার প্রত্যুপকার কল্লেন?

প্রকা। সে দিন সেই পার্শি-সাহেব আমায় বলে গিয়েছিলেন যে "তেস্‌রা আষাঢ় একখানি পত্র পাবে, সেই পত্রানু-

যায়ী কাজ করলে, তোমাদের সকল দিক্ রক্ষা হবে।" তাই আমি পত্রবাহকের সঙ্গে গিয়েছিলেম।

দয়া। কে এ পার্শি সাহেব?—অবশ্য ছদ্মবেশী আমার কোন পরমাত্মীয় হবেন।

(দয়াল চাঁদের একজন কর্ম্মচারীর প্রবেশ।)

কর্ম্ম। মশায়! বীণা! বীণা! বীণা ফিরেছে!

দয়া। বীণা ফিরেছে কি? (বীণাকে দেখাইয়া) বীণা তো এখানে?

কর্ম্ম। আপ্নার জাহাজ ফিরেছে। আমরা এইমাত্র সবাই দেখে আস্ছি, মাল নিয়ে জাহাজ নিরাপদে জেটীতে এসে লেগেছে। (বীণার অন্তঃপুরে দ্রুত প্রস্থান।)

জীতু। (সানন্দে) নারায়ণজি সাচ্ হায়!—রঘুনাথজী সাচ্ হায়!

দয়া। আমি কি স্বপ্ন দেখ্ছি? একি ভোজ্বাজী?

কর্ম্ম। আজ্ঞে ভোজ্বাজীই বটে, এমন আশ্চর্য্য কখনো দেখিনি!

দয়া। বিনোদ! এও কি সেই পার্শী-সাহেবের খেলা?—চলো! সবাই একবার দেখে আসি, আমার উদ্ধারের জন্যে আজ কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হলো!

বিনো। ভগবান সত্য!—

সদা। জগদীশ্বর সত্য!

(সকলের প্রস্থান।)

(পটক্ষেপণ।)

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।
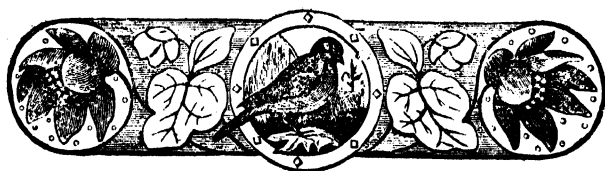
পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা। উমেশের বাটীর এক কক্ষ।

(উমেশ, দরিদ্রবেশে বিপিন ও ডাক্তার।)

উমে। রক্ষে পাবে তো ?

ডাক্তা। বড় সন্দেহ ! কন্‌সল্‌টেশন দরকার ! আমার মনে বড় সন্দেহ হচ্চে। যা ওযুধ লিখে দিয়ে গেলেম, সেইটে খাওয়ান্। কিন্তু কিছু সুবিধে হয় বলে বোধ হয় না।

বিপি। ভাই ! আমি যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। টাকার কি হবে একটা জবাব দাও ?

উমে। তুমি কোথাকার হতভাগা লোক হ্যা ? দেখ্‌ছো আমার কি সর্ব্বনাশ হতে বসেছে, এখন কাণের কাছে খালি টাকা টাকা করে ঘ্যান্ ঘ্যান্ কোচ্চো !

বিপি। আমি যে খেতে পাইনে ভাই !—দয়া করে কটা টাকা আমায় ধার দাও।

উমে। কোথাকার ছিনে যোঁক ! আস্তে আস্তে চলে যাও,—নইলে দরোয়ান দিয়ে বার ক'রে দেবো !

বিপি। একদিন তুমি আমারতো টাকা খেয়েছো; আজ না হয় আমার এই দশা হয়েছে !

উমে। কি আপদ! বেরোও না?—দরোয়ান্!

বিপি। আর দরোয়ানকে ডাকুতে হবে না, আমি আপ্‌নিই যাচ্চি। (বাহিরের দিকে যাইতে যাইতে স্বগত) আরও অদৃষ্টে কত দুঃখ আছে। (প্রস্থান।)

উমে। ঘ্যান্, ঘ্যান্ করে একবারে মাথা খারাপ করে দেয়! ইন্‌সোলেণ্ট্ ব্রুট্!—(ডাক্তারের প্রতি) মশায়! আপনি কি রোগ ঠাওরান্?

ডাক্তা। রোগ বড় শক্ত! যা ভেবেছিলেম তা নয়। ভেবে-ছিলেম এপিলেপ্সি; কিন্তু দেখ্‌ছি পইস্নিং!

উমে। পইস্নিং?—বিষ পেলে কোথা?

ডাক্তা। এ বাড়ীর কারো দ্বারাই এ কাজ হয়েছে। নইলে ও কচি মেয়েকে আর কে বিষ খাওয়াতে যাবে?

উমে। কে এ কাজ কল্লে?—মনোরমা যে আমার আঁধার ঘরের আলো!

ডাক্তা। আপনি বিচারক!—দুষ্টের শাসন আপনার কর্ত্তব্য! অপরাধীর অনুসন্ধান করুন, তাকে আইনমত দণ্ড দিন্। তা যদি না করেন, আমি তার বিহিত কর্‌বো।

(প্রস্থান।)

উমে। (স্বগত) আমার ঘরে বিষ? মনোরমাকে কে বিষ দিলে? মনোরমার জীবনে কার স্বার্থ?—ভাব্‌তে বুক শুখিয়ে যায়, নূতন বৌ কি বিষ দিলে?—পারে, পারে, সপত্নী কন্যাকে মার্‌তে স্ত্রীলোকে সব কর্‌তে পারে!—যেই হোক্! যে মনোরমার প্রাণ চায়, মৃত্যু তার অবধারিত।—সরমা! তুমি এখানে?

(আলুথালু কেশে সরমার প্রবেশ।)

সর। রমণীর অমূল্য রত্নসতীত্বধনে তুমি আমায় বঞ্চিৎ করেছ, আমায় চিরকালের জন্যে হতভাগিনী করেছ!

উমে। সরমা! সরমা!

সর। অবলা বালিকাকে ফাঁকি দিয়ে তুমি তার মাথার মণি কেড়ে নেছো!

উমে। সরমা! তুমি কি বল্‌ছো?

সর। যখন বাবু দুবৎসরের জন্যে পশ্চিমে হাওয়া খেতে যান্,—আজ আট বৎসরের কথা! তখন আমায় কত প্রলোভন দেখিয়ে আমার সতীত্ব নষ্ট করেছ।—তখন যে অনেক সুখের ছবি আমার সম্মুখে ধরে ছিলে?—উমেশ! এখন সে সুখের ছবি কোথায় গেলো?

উমে। সরমা! আমায় ক্ষমা করো!

সর। তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি, দয়া করে আমার সতীত্ব-মণি ফিরিয়ে দাও! আমি প্রাণ দিচ্চি, আমার সে ধন তুমি আমায় ফিরিয়ে দাও!—উমেশ! কৈ? সে সুখের ছবি কৈ?

উমে। জগতে সুখ কোথা সরমা?

সর। তবে আমায় অলীক সুখের ছবি কেন দেখিয়েছিলে? সেইদিন আমায় বধ করনি কেন? প্রতিদিন এ সহস্র ছুরিকাঘাতের যন্ত্রণা পেতে কেন আমায় জীবিত রেখে-ছিলে? আমি যে কারো দিকে ফির্‌তে পারিনে। আমি যে কারো মুখ পানে চাইতে পারিনে!—আমি জমীদারপত্নী ছিলেম, তখন আমিতো খুব সুখে ছিলেম!

উমেশ!—বিশ্বাসঘাতক উমেশ! কেন আমায় সে সুখে বঞ্চিত কর্‌লি? পিশাচ! কেন আমার সাধের জীবন চিরবিষাদময় কর্‌লি? ফিরে দে!—উমেশ!—আমার সে জীবন ফিরে দে!

উমে। সরমা! ক্ষমা করো! ক্ষমা করো! আর আমায় তিরস্কার করোনা।

সর। যদি ফিরে দিতে পারবিনে, তবে নিলি কেন? আমার সে অমূল্য নিধি ফাঁকি দিয়ে নিলি কেন?—নির্দ্দয় উমেশ! আর কেন যন্ত্রণা দিস্? আমার এ চিরদুঃখময় জীবনের শেষ কর্! বুক পেতে দিচ্চি, আমার হৃদয়কে ছিন্ন কর্।

উমে। সরমা! আমায় ক্ষমা করো। আমি মহাপাতকী!

সর। পার্‌বিনে? এ সাহস তোর নেই?—পাষণ্ড!—নারকী!

উমে। ঐ ক্ষুদ্র দুটি চক্ষুতে কত আগুন ধরো সরমা?—এ পাপের ভরা নিয়ে আর কতদিন পৃথিবীতে থাক্‌বো?

সর। বিশ্বাসঘাতক! এ পাপ প্রাণ ছিন্ন করতে রমণীর সাহস আছে কিনা দেখ্! (বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন।)

উমে। (সভয়ে) ওকি?! ওকি সরমা?

সর। পিশাচ!—তোর পাপের প্রতিফল অবশ্যই পাবি। (মৃত্যু।)

উমে। কত রক্ত? সরমা! সরমা!—খুন্! খুন!—কে আছো? —কি করি? চাপা দিয়ে রাখি। (চাদর চাপা দেওন।) ওহো! কি ভীষণ অনুতাপ!—সতীত্ব রমণীর এতই আদরের? আমা হতে অভাগিনীর এত যন্ত্রণা?—আমিই তো সরমার মৃত্যুর কারণ!—উমেশ! তোমার সমস্ত

শীরার শোণিত ঢাল্‌লেও কি এ রমণীর হৃদয়ের আগুন নিভ্‌বে না?—কি ভয়ানক অভিশাপ!—উমেশ! তোমার এত পাপের পরিণাম কি?

(নেপথ্যে ভৃত্য)। বাবু! দিদিমণি মারা গেল।

উমে। অভিশাপ! সরমার অভিশাপ্‌! পদদলিত কাল ভুজঙ্গিনীর দংশন!—এই কি পরিণাম? কিসের পরিণাম? কিসের পাপ? পাপ পুণ্য কোথায়? আছে, আছে,—প্রতিফল! সাক্ষাৎ প্রতিফল!—একেবারে কত ভাবনা আসে? আর ভাব্‌তে পারি নে!—মাথায় আগুণ ছুট্‌ছে! আর ভাব্‌তে পারিনে!

(জনৈক দাসীর প্রবেশ।)

দাসী। বাবু! নতুন বৌমা বিষ খেয়ে কি রকম কচ্চেন!—শিগ্‌গির আসুন। (প্রস্থান।)

উমে। যাও! যাও! একে একে সব চলে যাও! উমেশের পাষাণ হৃদয় কারো জন্যে ব্যথিত হবে না!—গেলো, গেলো,—জ্বোলে গেলো!—কাল সাপের বিষে সব জ্বলে গেলো!

(গোলোকচাঁদ বেশে পুলিনের প্রবেশ।)

পুলি। (ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে) উমেশ!

উমে। লালাজি! তুমিও কি দংশন কর্ব্বে? একা আমি কত সব?

পুলি। আমি লালাজি নই। আমায় কি চিন্তে পাচ্চো না?

উমে। (সবিস্ময়ে) তুমি লালাজি নও? তবে কে তুমি?

পুলি। যাকে ছেলের ব্যায়রাম বলে টেলিগ্রাফ্‌ করে ডাকাতের হাতে দিয়েছিলে, যাকে খড়্‌ করে এমসাক্ষানের

অন্ধকূপে রেখেছিলে, আমি সেই পুলিন বেহারি!

উমে। তুমি সেই? এ সময়ে তুমিও এসেছ?—পাপের প্রতিফল কি এত ভয়ানক? সে প্রতিফলের জন্যে কি মরা মানুষ বাঁচে? তার জন্যে কি অতল সমুদ্র তোমার মত ভীষণ সর্প উদ্গার করে?—এ আবার কি?

(পুলিসদারোগা ও চারিজন পাহারওয়ালার প্রবেশ।)

পুঃ দাঃ। নমস্কার উমেশ বাবু! আপনার নিমন্ত্রণ পত্র এনেছি।

উমে। আমি ম্যাজিষ্ট্রেট, আমার সঙ্গে তোমার এরূপ বিদ্রূপ শোভা পায়না।

পুঃ দাঃ। মাপ্ করবেন। নিমন্ত্রণ পত্রখানা একবার দেখুন?

উমে। কিও?

পুঃ দাঃ। বডি ওয়ারেণ্ট।

উমে। আমি ম্যাজিষ্ট্রেট্,—আমার ওয়ারেণ্ট?

পুঃ দাঃ। চার্জ্জ বড় গুরুতর। প্রথম দফা—জেলারের সঙ্গে ষড় করে কনভিক্ট গোবিন্দ বাঁটুর্য্যেকে খালাস দেওয়া; দ্বিতীয় দফা—নিরপরাধি পুলিন্ বেহারি চট্টোপাধ্যায়কে গোবিন্দ বাঁটুর্য্যে বলে আণ্ডামানে চালান দেওয়া।

উমে। আমি এ ওয়ারেণ্ট গ্রাহ্য করিনি।

পুঃ দাঃ। আপনি গ্রাহ্য করেন আর না করেন, তাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। আমাদের কাজ আমরা করি।

উমে। দোরারি! হুঁসিয়ার হয়ে কথা কইবে! জানো কার সঙ্গে কথা কইছো?

পুঃ দাঃ। বাবারে! তা জানি নি?

উমে। দূর হও এখান হতে!

পুঃ দাঃ। (পাহারওয়ালাদিগের প্রতি) আপ্না কাম্ করো!

(পাহারওয়ালাদিগের উমেশের হস্তে হাতকড়ি বন্ধন।)

উমে। দোয়ারি!—দোয়ারি! সাবধান।

পুলি। এত রক্ত কিসের? চাদর চাপা কিএ?

উমে। ও—ও—ও কিছু নয়!

পুঃ দাঃ। রক্তে ঢেউ খেল্‌ছে, কিছু না?—এই যে একখানা ছুরি পড়ে।

পুলি। (চাদর খুলিয়া সরমাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে) খুন?

পুঃ দাঃ। (অগ্রসর হইয়া) তাই তো!—একি উমেশ বাবু?

উমে। অ্যাঁ?—ও—ও—আপনি মরেছে!

পুঃ দাঃ। আপনি মরেছে? তবে তোমার গায়ে হাতে রক্ত কেন? (পাহারাওয়ালাদিগের প্রতি) জল্‌দি করো!

পুলি। (পুঃ দারোগার প্রতি) জন্ কতকের হাতে ওকে দাও, বাকি সবাই লাস্ নিয়ে যাক্।

পুঃ দাঃ। যে আজ্ঞে। (পাহারাওয়ালাদিগের প্রতি) দো আদ্‌মি ইস্‌কো লেচলো,—আউর সব লাস্ উঠাও!

পাহারাওয়ালাগণ। বহুৎ খুব!

উমে। দরোয়ান্!—দরোয়ান্!—দোয়ারি! সমুচিত দণ্ড পাবে।

পুঃ দাঃ। (পাহারওয়ালাদিগের প্রতি) লে চলো।

উমে। লালাজি!—পুলিনবেহারি!—দয়া করো,—রক্ষা করো!

পুলি। (পাহারাওয়ালাদিগের প্রতি) জল্‌দি লে চলো!

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা। দিগ্বিজয়ের বৈটকখানা।

(দিগ্বিজয় ও দরিদ্র বেশে বিপিনের প্রবেশ।)

দিগ্বি। এখনো তিন দিন হয়নি, আমার এই বিপদ হয়ে গেলো, এখন তুমি কি করে একথা বল্‌ছো?

বিপি। যে স্ত্রী ব্যাভিচারিণী, তার জন্যে দুঃখ কি?

দিগ্বি। সরমা ব্যাভিচারিণী বটে; কিন্তু আমার প্রতি ভালবাসা তো আর কম ছিল না? উমেশই তাকে প্রলোভন দেখিয়ে তার ধর্ম্ম নষ্ট করেছে। তার যথেষ্ট প্রতিফলও পাবে। ফাঁসিকাঠে তাকে ঝুল্‌তেই হবে।—এখনো তিন দিন হয়নি, এখন তুমি টাকার কথা কি করে বোল্‌ছো বুঝ্‌তে পারিনি।

বিপি। আমার বড় দরকার বলেই এসময় তোমার কাছে আমায় আস্‌তে হলো। টাকার জন্যে হরিমতি আর আমায় বাড়ী ঢুক্‌তে দেয় না। তুমি আমায় পাঁচ হাজার টাকা ধার দাও। আবার আমার সকলি হবে। তোমার টাকা আমি শীঘ্রই শোধ দেবো।

দিগ্বি। কোথা হতে দেবো? তোমার আছে কি?

বিপি। আবার সব হবে। এখন ধার দাও, আমি আবার রোজ-গার করে শোধ দেবো।

দিগ্বি। তুমি হরিমতির জন্যে বয়েগেছো। আর কি তোমার কাজে মন আছে, না পূর্ব্বের মত ব্যবসাবুদ্ধি আছে?

বিপি। আমায় টাকা দাও, আমি স্বীকার কচ্চি, তোমায় এক বছরের মধ্যে সুদে আসলে সব ফিরিয়ে দেবো।

দিগ্বি। আমি তোমায় বিশ্বাস কর্‌তে পারিনে।—আমি টাকা জলে ফেলে দিতে পারিনে।

বিপি। আমি তোমায় আমার ভাদ্দোরবৌকে দিতে পেরেছিলেম, আর আজ তুমি আমায় কটা টাকা ধার দিয়ে বিশ্বাস করো না?—কেন ভাই পরিহাস করো? পরিহাসের সময় এতো নয়।

দিগ্বি। আমি তোমার সঙ্গে পরিহাস কচ্চিনে। আমি তোমায় টাকা দিতে রাজি নই!—যে আপনার ভাদ্দোরবৌকে পরের হাতে দিতে পারে, তার অসাধ্য কি?

বিপি। তুমিও আমায় বৈমুখ কল্লে? বিপদের সময় কেউ ফিরে চায় না রে! তবে দুটো টাকা দাও, তবু দু দিনের—

দিগ্বি। তোমায় আমি এক পয়সা দিয়ে বিশ্বেস কর্‌তে পারিনে।

বিপি। আচ্ছা, তবে আমি চল্লেম! আর কি বোল্‌বো, তুমি সুখে থাকো।

(বিপিনের প্রস্থান।)

দিগ্বি। একপয়সা নেই! ওঁকে দাও টাকা ধার,—কি আবদার।

(গোলোকচাঁদ বেশে পুলিনের প্রবেশ।)

পুলি। কি মশায়! ভাব্‌ছেন কি?

দিগ্বি। আসুন।—এই ভাবছি লোকের আক্কেলটা!—এই মাত্র বিপিন চাটুয্যে এসেছিল, বলে "পাঁচ হাজার টাকা ধার দাও"—সিকি পয়সা ওঁর নেই, উনি টাকা নিয়ে সুধ্‌বেন কোত্থেকে তার ঠিক নেই, একবারে আবদারটা

দেখুন।—যখন টাকা ছিল, তখন বন্ধুত্ব ছিল, নিঃস্বম্ব-লের বন্ধু কে ?

পুলি। উনি নিজের ভাদ্দোর বৌকে আপনার বৈঠকখানায় তুলে দিতে পেরেছিলেন, আর আপ্‌নি কটা টাকা ওঁকে বিশ্বাস করে দিতে পাল্লেন না ?

দিগ্বি। মশায়! আপনার বড় অনধিকার চর্চ্চা হচ্চে। আমাদের প্রাইভেট্‌ বিষয়ে কথা কবার আপনার আবশ্যক করে না।

পুলি। আবশ্যক বিলক্ষণ করে। আপনারা ষড়্‌ করে, একটা নিরীহ লোক্‌কে পুলিপলাও পাঠাতে পারেন, তার স্ত্রীকে বিলাসিণী কর্‌তে পাল্লেন, আর আমি একটা কথা বল্‌তে পারিনে ?

দিগ্বি। মশায়! আপনি আমায় যাচ্ছেতাই বল্‌ছেন; বিবেচনা করে কথা কইবেন।

পুলি। যাচ্ছেতাই কেন বল্‌বো? বেশ বিবেচনা করে কথা কইছি।

দিগ্বি। আমাকে এইরূপে অপমান করা যদি আপনার অভি-প্রেত হয়, তা হলে আমি আপনার সঙ্গে বাক্যালাপ কর্‌তে চাইনে।

পুলি। বাক্যালাপ না কর্‌তে চান, ভাল, যা বলি চুপ্‌ চাপ্‌ শুনে যান্‌।

দিগ্বি। মশায়। আপনি বড় লোক আছেন, আপনি আছেন। আমরা আপনার কাছে প্রত্যাশী নই। আপনার এরূপ ব্যবহার আমি কখনই সহ্য করবো না। যদি এরূপে আপনি আমায় অপমান কর্‌তে এসে থাকেন, তা হলে

সাবধান করে দিচ্চি, এখানে আপনি ওরূপ করবেন না। তাতেও যদি ক্ষান্ত না হন, তাহলে—

পুলি। তা হলে কি ?—আমি সহজে ক্ষান্ত হচ্চিনে।

দিগ্বি। দরোয়ান!

পুলি। আহা! সে লেঠা কি রেখেছি গা ?—সবাই চম্পট দিয়েছে। বিশ্বাসঘাতকের পরিজন কে ?

দিগ্বি। আপনার কথাতো আমি কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে ;—আপনার অভিপ্রায় কি ?

পুলি। যে দুরাত্মারা ষড়যন্ত্র করে আমায় এ্যাণ্ডামানে পাঠিয়েছিল, যে পাপিষ্ঠ আমার স্ত্রীর সতীত্ব হরণ করতে চেষ্টা করেছিল, সেই পাপিষ্ঠদের পাপের প্রতিফল দেওয়াই আমার অভিপ্রায়।

দিগ্বি। তুমি এ সকল কথা কেন বলো ?—কে তুমি ?

পুলি। আমি তোমাদের হতে অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি। তোমরা আমার সুখের ভরা ডুবি করেছো। তোমাদের জন্ত আমার স্ত্রী দেশত্যাগিনী হয়েছে ;—তাই প্রাণের জ্বালায় এ সকল কথা বলছি।

দিগ্বি। এঁ্যা! কে তবে তুমি ? তুমি কি পুলিন ? তোমার স্ত্রী সতী

পুলি। তোমাদের জন্তে তাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে। জানিনে সে প্রাণে বেঁচে আছে কি না। তোমরা নরাধম, পাষণ্ড।

দিগ্বি। তুমি কি করতে চাও ?

পুলি। আমি চাই, তুমি তোমার পাপলব্ধ বিষয়াশয় তার যথার্থ অধিস্বামীকে ফিরিয়ে দাও।

দিগ্বি। আমার বিষয় পাপলব্ধ কিসে?

পুলি। আমার কাছে কিছুই গোপন নেই। তুমি তোমার মনিব মদনপুরের জমিদার নীলাম্বর মিত্রের বিষয় আত্মসাৎ করে, তাঁর বিধবা স্ত্রী এবং নাবালক পুত্রকে পথের ভিখিরি করেছ।

দিগ্বি। মিথ্যে কথা!

পুলি। মিথ্যে নয়, আমি যা বল্‌ছি সব সত্য! আমি সব জানি। তুমি তোমার মাস্তুতো ভাই, বিপ্রদাস মুকুয্যেকে দিয়ে মিথ্যে মকদ্দমা সাজিয়ে, বেনামি করে, তাঁর বিষয় আত্মসাৎ করেছ।

দিগ্বি। মিথ্যে কথা! আমি বিপ্রদাস মুকুয্যেকে চিনিনি।

পুলি। (নেপথ্যের প্রতি) আপনারা সব এ দিকে আসুন।

(প্রকাশ, বৃদ্ধ ও এ্যাটর্নির প্রবেশ।)

বৃদ্ধ। (দিগ্বিজয়ের প্রতি) কিহে ভায়া? এখন চিন্তে পাচ্ছো না? তখন তো খুব চিনতে?

পুলি। মুখ হেঁট কল্লে কেন? এখন চিন্‌তে পেরেছো কি? তখন এই বিপ্রদাস বাবুকে টাকা কব্‌লে, জাল দেন্‌দার খাড়া করেছিলে। নীলাম্বর বাবুর সমস্ত বিষয় বিক্রী করে, জুচ্চুরি করে সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করেছিলে। মনে করেছিলে তোমার এ জুচ্চুরি কেউ জান্‌তে পার-বেনা। কিন্তু এখন তোমার সে সকল কথা প্রকাশ হয়েছে। এখন ইনি আমাদের হয়ে সাক্ষী দেবেন। বিশ্বাসঘাতক! বেইমান্! জোচ্চোর!

দিগ্বি। আমায় কি কর্‌তে বলো? নীলাম্বর বাবু জীবিত নেই।

পুলি। তিনি নাই, কিন্তু তাঁর পুত্র প্রকাশচন্দ্র এখানে উপস্থিত। ইনিই এখন সে বিষয়ের অধিকারী।

দিগ্বি। যদি না দি ?

পুলি। যদি না দাও, বাহিরে ওয়ারেণ্ট নিয়ে পুলিষ দাঁড়িয়ে, খবর পেলেই ভিতরে আসে।

দিগ্বি। পুলিশের একার কি ? ইচ্ছে হয় মকদ্দমা চালাও।

প্রকা। দেখো, যদি বাঁচতে চাও, তাহলে লালাজি যা বল্‌ছেন তাই করো। নচেৎ এখনি পুলিশের সাম্‌নে আমার মায়ের খুনের কথা প্রকাশ কর্‌বো! তাহলে তোমায় ফাঁসি কাঠে ঝুল্‌তেই হবে।

দিগ্বি। (সভয়ে) হ্যাঁ—না—না,—আমি—তা—না,—আমি তোমার মাকে তো খুন করিনি।

প্রকা। আমি সব দেখেছি, সব জানি। সেই অন্ধকার রাত্রে মাকে খুন করে, একটা থলির ভিতর পুরে জলে ফেলে দাও, শেষ আমায় খুঁজে পাওনা। আমি একটা গাছের আড়ালে লুকিয়েছিলেম। তোমরা চলে গেলে আমি ছুটে পালাই। সকালে একটী ভদ্দোর লোক্‌কে সব কথা বলাতে তিনি আমায় রাখেন, শেষ দু চার দিন পরে আমার পড়া শুনোর জন্যে আমায় এখানে দয়াল বাবুর বাড়ীতে রেখে যান। সেই আমি আজ এখানে উপস্থিত। ভাল চাওতো উনি যা বলেন করো, নচেৎ খুনি বলে পুলিষের হাতে দিলে ফাঁসি যাবে।

দিগ্বি। যদি বিষয় ফিরে দি, তাহলে আর তা করবে না ?

পুলি। তাহলে আর তোমার মত ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবার আবশ্যক কি ?

দিগ্বি। সত্য বল্‌ছো ?—যথার্থই তাহলে কিছু বল্‌বে না ?

পুলি। না।

দিগ্বি। তবে তাই হবে। সময় দাও, লেখাপড়া কর্‌তে হবে।

পুলি। সব ঠিক হয়ে আছে! এ্যাটর্নি বাবুও এখানে হাজির আছেন। (এ্যাটর্নির প্রতি) মশায়! দেখি; কাগজগুলো? (এ্যাটর্নির হস্ত হইতে এক তাড়া কাগজ গ্রহণ, পরে খুলিয়া দিগ্বিজয়ের প্রতি) নাও, এইখানে সই করো!

দিগ্বি। আজ থাক্, কাল হবে।

পুলি। ভাল চাওতো সই করো; না হলে ধনেপ্রাণে মারা যাবে। (কিঞ্চিৎ ইতস্ততের পর দিগ্বিজয়ের সহি করন; তৎপরে বৃদ্ধের প্রতি) আপনি ঈষাদি হোন্। (বৃদ্ধের সহি করণ; পরে এ্যাটর্নির প্রতি) আপনি ঠিকঠাক্ করে পাঠিয়ে দিলে রেজেষ্টারি করে নেওয়া যাবে।

প্রকা। (পুলিনের প্রতি) মশায়! আপনার অনুগ্রহে আমি আমার হারা সম্পত্তি পুনর্লাভ কল্লেম।

দিগ্বি। আমার সব নিলে, কিছু আমায় দাও ?

পুলি। কিছুই তোমার নয়! পরের ধন চুরী করে তুমি ধনী হয়েছিলে।

দিগ্বি। আমি তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাইছি, আমায় কিছু দাও।

পুলি। আমাদের কাছে তুমি এক পয়সাও পাবে না। তোমার

মত বিশ্বাসঘাতকের উপর আমাদের দয়া হয় না। ভিক্ষা কর্‌তে হয়, পথে পথে ভিক্ষা করগে, দেখ কেহ যদি অনুগ্রহ করে।

দিগ্বি। আজ আমায় পথের ভিখিরী কল্লে?

পুলি। দিগ্বিজয়! ধর্ম্ম এখনো আছে। সত্যের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয় অবশ্যই হবে। এত দিন পাপে অন্ধ হয়েছিলে; ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি দেখ্‌তে পাওনি। আজ যদি সে আঁধার ঘুচে থাকে, তা হলে দেখো, ভগবানের কেমন লীলা!

(দিগ্বিজয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

দিগ্বি। (স্বগত) সত্যই ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি! এত বিষয়, এত ঐশ্বর্য্য কোথায় গেল? শেষ পরিণাম কি হলো?—যে ভিখিরী, সেই ভিখিরী!

(প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সোণাগাছির গলি। হরিমতির বাটীর সম্মুখ।

(দরিদ্র বেশে বিপিন।)

বিপি। (স্বগত) ওহোঃ! সে সুখের দিন আমার কোথা গেল এখন? অর্থ দিয়ে যে সকল বন্ধু কিনেছিলেম, আপনার জনের চেয়েও যাদের অধিক আপনার ভেবেছিলেম, যারা তখন আমায় কত আত্মীয়তা দেখিয়েছিলো, তারা এখন কোথা গেলো? তাদের সে মধুর হাসি এখন কোথায় লুকুলো? নির্ধন দেখে, আর তারা এখন

আমায় চিন্‌তে চায় না! তারা এখন আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখে; দরোয়ান্ দিয়ে বাড়ীর বার করে দিতে চায়!—সে কপট বন্ধুরা আমার দিকে এখন ফিরেও চায় না;—অর্থাভাবে আজ কদিন ধরে প্রায় অনাহারেই কাটাচ্চি! —কারও দরজায় পথশ্রান্ত হয়ে বস্‌লে, সে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। আমি যে ভয়ানক পাষাণ্ড, পাপী, এখনও তার যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত হয়নি।—বিনোদ্‌রে! কোথা আছ বাবা? একবার দেখো, তোমার নির্ম্মম নির্দ্দয় জেঠা, তার পাপের কেমন ফলভোগ কচ্চে!—ছোট বৌমা! যে তোমার শোকের সময় "আহা" বলা দূরে যাক্, পাষাণ প্রাণে লক্ষ্মীরূপিণী তোমায় নিরাশ্রয় নিঃসহায় করেছিল, লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে যে আপনার কুলবধূকে পরের হাতে দিয়েছিল, দেখে যাও তোমার মত সতীর দীর্ঘনিশ্বাসে তার সমস্ত পুড়ে কিরূপ ছারেখারে গেছে; সে আজ দিবানিশি কিরূপ মর্ম্মাগুণে পুড়্‌ছে! —একবার দেখে যাও, তোমার সেই পাষণ্ড ভাসুরের আজ কি ভয়ানক দুর্গতি!—পুলিন! পুলিন!—ভাই রে! একবার দেখে যা, তোর দুরাচার সহোদরের পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের আর বিলম্ব নেই!—বাবা! মা! স্বর্গ-হতে আপনারা দেখুন, আপনাদের কুলাঙ্গার পুত্রের জন্যে কিরূপ ভীষণ নরক প্রস্তুত হচ্চে!

(বাটীমধ্যে প্রবেশ চেষ্টা।)

(বাটীর ভিতর হইতে হরিমুতির প্রবেশ।)

হরি। টাকা কই দেখা, তবে ঢুক্‌তে দেব।

বিপি। এতো ঘুর্‌লেম্‌, একটা পয়সাও পেলেম্‌ না।

হরি। তবে কি রূপ দেখাতে এসেছিস্‌?—দূর হ, নৈলে ঝাঁ্যাটা মেরে বিদেয় কর্‌বো।

বিপি। আজ দুদিন হতে পেটে অন্ন নেই। শরীর ঝিম্‌ঝিম্‌ কর্‌ছে, আমায় তাড়িও না। একটু স্থান দাও, দয়া করে একমুটো ভাত দাও। তোমার জন্যে আমি সর্ব্ব-স্বান্ত হয়েছি, তোমায় না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারিনে, তাই আসি।

হরি। (ঝাঁটা লইয়া) মুখ্‌পোড়া মিন্সে! ছড়া কাটাতে এসেছিস্‌? দূর হ নৈলে ঝাঁ্যাটা মেরে তাড়াবো।

বিপি। কোথা যাবো? আমার কে আছে, কার কাছে যাবো? আমার মাথা ঘুরুচে, আমায় কিছু খেতে দাও।

(উপবেশন।)

হরি। (ঝাঁটাদ্বারা প্রহার করিতে করিতে) বেরো, বেরো মড়া!—দূর হ।

বিপি। হরিমতি! আর মেরো না। পথে আস্‌তে মাথা ঘুরে পড়েছিল, তাই একজনের দরজায় একটু বসেছিলেম; সে ব্যক্তি চোর বলে আমায় বড় মেরেছে! মুখ দিয়ে তিন চার ঝলক রক্ত উঠেছে। তবে তারা ছেড়েছে। তুমি আর মেরো না, তাহলে আর আমি বাঁচবো না। ক্ষিদেয় অন্ধকার দেখ্‌ছি, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্চে, আর আমায় মেরোনা, আমি যাচ্চি!

হরি। বেরো এখনি, বিট্‌লে বামুন! (পুনঃ প্রহার।)

বিপি। বাবাগো! মাগো!—গেলুম, গেলুম। হরি! আর না!

এই দেখো আবার রক্ত উঠ্‌ছে, এখনি প্রাণ যাবে, আর মেরো না, ব্রহ্মহত্যা হবে।

হরি। রক্ত দেখাচ্ছিস? রক্ত না দেখ্‌লে আমার আনন্দ হয় না। আমি ঢের রক্ত দেখেছি।

বিপি। রাক্ষসী!

হরি। টাকার জন্যে আমরা সব করি! পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্যে আমি দিগম্বর মুকুয্যেকে মেরেছি; তুই ব্রহ্ম-হত্যার ভয় দেখাস্?

বিপি। তুই সেই রাক্ষসী? তাকে খেয়েছিস্, আবার আমায় খেতে এসেছিস্?

হরি। এখন চিন্তে পেরেছিস্? আমি সেই নৃত্যকালি!

(দ্রুত বাটী মধ্যে প্রবেশ।)

বিপি। পাপিয়সী পিশাচি! (মূর্চ্ছা।)

(সদানন্দের সহিত সন্ন্যাসীবেশে পুলিনের প্রবেশ।)

পুলি। কে আছ? —একি! এখানে পড়ে কে? বিপিন যে দেখ্‌ছি! রক্ত!—খুন!—ইস্! সদানন্দ! কোথাও থেকে একটু জল আন দেখি! (সদানন্দের প্রস্থান।) তাইতো! বিঘোরে মারা গেল? কে একাজ কল্লে!

(জলপাত্র লইয়া সদানন্দের প্রবেশ ও পুলিনের হস্তে প্রদান।)

সদা। মশায়! ঐ দোকান থেকে চেয়ে নিয়ে এলেম।

পুলি। আচ্ছা। (বিপিনের মুখে বারি সিঞ্চন করতঃ) দেখো, এ বাড়ীতে একটা বেশ্যা থাক্‌তো, বোধ হয় তারই একাজ। কোথায় আছে খোঁজ করে তাকে পুলিষের হাতে গ্রেপ্তার করিয়ে দাও।

সদা। যে আজ্ঞে। (বাটীর মধ্যে প্রবেশ।)

বিপি। (সজ্ঞালাভ করিয়া) রাক্ষসী আমায় খেলে! আমি রাক্ষসীর মায়ায় ভুলেছিলেম। হায়! হায়! আমায় কেউ দেখেনা! আমার কেউ নেই!

পুলি। তোমার তো সকলে ছিল। বাপ্‌ছিলেন, মা ছিলেন, ভাই ছিলো, সব ছিল; আবার লোকের কি থাকে?

বিপি। সবাই ছিল, এখন আর কেউ নেই। আর দেখ্‌তে পাচ্চিনে, একটু জল দাও। (পুলিনের বারি প্রদান।) তুমি সন্যাসী?—আমার সবাই ছিল। সব মরেছে, আমি শেষে নাখেতে পেয়ে মলেম? নাখেতে পেয়ে মরা যে কি কষ্ট, তা তুমি বুঝ্‌বে না, আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি!

পুলি। একদিন এই কষ্ট তোমার বুড়ো বাপমাকে দিয়েছিলে মনে পড়ে কি?

বিপি। তুমি সেকথা কিকরে জানলে?

পুলি। পাপ কদিন ঢাকা থাকে? যারা পাপ করে, তারা ভাবে সেকথা কেউ জান্তে পার্ব্বেনা। কিন্তু ধর্ম্ম সে কথা শোনে কৈ? ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে। জিজ্ঞাসা করি, যে টাকার জন্যে উইল জাল করে, বুড়ো বাপমাকে ভিক্ষে করিয়ে, অনাহারে মেরেছো,—যে টাকার জন্যে ষড়যন্ত্র করে মায়ের পেটের ভাইকে বিনাদোষে পুলিপলাও পাঠিয়েছিলে, যে টাকার জন্তে আপনার বংশধর ভাই-পোকে বিনা চিকিৎসায় ঘরে আগুণ দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছো,—যে টাকার জন্যে ভাসুর হয়ে আপনার

ভাদ্রবৌকে বিনাদোষে বাড়ীর বার করে পরের হাতে দিয়েছিলে, বলদেখি, এখন তোমার সে টাকা কোথায় ?

বিপি। তুমি !—তুমি এসকল কথা কি করে জানলে ?

পুলি। দেখো, যারা যারা তোমার সঙ্গে ছিল, সকলের আজ তোমারই মত দুর্দ্দশা ঘটেছে ! কিন্তু যাকে তোমরা ফাঁকিতে ফেলবে বলে দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছিলে, সে এখন নিরাপদে আছে, সে আজ বহু সমৃদ্ধি শালী !

বিপি। বেঁচে আছে ?—কোথা সে ?—সে বড় ভাল, আমি তার কাছে শত অপরাধী হলেও আমার এ দুরবস্থার কথা শুনলে অবশ্যই আমায় বাঁচাবে।

পুলি। এখন তোমায় বাঁচানো মানুষের সাধ্যাতীত ! তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত। (বিপিনের মুখে বারি প্রদান।)

বিপি। সত্য সত্যই আমি মলেম। যে টাকার জন্যে এত পাপ কল্লেম, যে টাকার জন্যে কারো মুখ চাইনি, সে টাকায় একটা বেশ্যার পেট ভরালেম ?—ভেবেছিলেম চিরদিন সুখে যাবে, তাতো গেল না ; এখন বুঝতে পাচ্চি, পাপের টাকাতো থাকে না। টাকার শোকে আমার স্ত্রী পাগল হয়েছে ! টাকার অভাবে আজ আমি অনাহারে, রাস্তায়, বেশ্যার হাতে মলেম ; আজ আমার যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে !—একবার দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়, পুলিনকে একবার দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়।

পুলি। পুলিন তোমার নিকটেই আছে।

বিপি। কে আমার নিকটে কে? কোথা পুলিন?

পুলি। আমার দিকে চেয়ে দেখো দেখি? (বিপিনের মুখে বারি প্রদান।)

বিপি। তুমি তো সন্যাসী?

পুলি। আমি সন্যাসী নই!—(পরচুলা মোচন করিয়া) দাদা! আমি তোমার সেই মায়ের পেটের ভাই!

বিপি। (পুলিনের পদ ধারণ করিয়া) তুই সেই?—তুই সেই? পুলিনরে! আমায় দাদা বলিস্‌নে, আমি তোর মত দেবতুল্য লোকের দাদার যোগ্য নই।—আমি পাষণ্ড! আমি নরাধম! আমি চণ্ডাল!

পুলি। পা ছাড়ো! পা ছাড়ো! দাদা পা ছাড়ো!

বিপি। আগে বলো আমায় ক্ষমা করেছো, তবে তোমার পা ছাড়বো!

পুলি। দাদা, পা ছাড়ো। পাপের ক্ষমা করবার আমি কে? ভগবান্‌কে ডাকো, তিনি তোমায় ক্ষমা কর্‌বেন।

বিপি। তুমি আমায় ক্ষমা কর্‌লেই আমি মুক্ত হবো!

পুলি। আমি তোমায় ক্ষমা করেছি, প্রার্থনা করি, ভগবান্ যেন তোমার এই মহাপাপের ক্ষমা করেন।

বিপি। এতদিনে আমার প্রাণের বোঝা নেমে গেল। পুলিন! একটু জলদাও (বমন ও পুলিনের বারি প্রদান।) আবার রক্ত!—বুক গেল! ওঃ বুক গেল!—চখে দেখ্‌তে পাচ্চিনে! আমি যেমন পাষণ্ড, তার উপযুক্ত দণ্ড পেলেম। আমার সর্ব্বস্ব গেছে;—শেষে অনাহারে, বেশ্যার হাতে মলেম! (বমন) আবার রক্ত! পুলিন

প্রাণ যায়! (পুলিনের বারি প্রদান।) আশীর্ব্বাদ—
করি—সুখে—থা—ক—অ—অ (মৃত্যু।)

পুলি। (সরোদনে) দাদা! দাদা! (সদানন্দের প্রবেশ।)

সদা। সে মাগী কোথায় লুকিয়েছে, তার খোঁজ পেলেম না।

পুলি। দেখো! তুমি এখানে দাঁড়াও; আমি জন কতক ব্রাহ্ম-
ণের অনুসন্ধানে যাই! এ ব্রাহ্মণের দেহের সৎকার
আবশ্যক। (পুলিনের প্রস্থান।)

সদা। যে আজ্ঞে!

(শবের প্রতি সদানন্দের গীত।)

এখন কেন কওনা কথা।
"আমার," "আমার" বল্‌তে যাদের, এখন তারা
রইলো কোথা॥
কলে, বলে, কত ছলে, ধন, রত্ন করেছিলে,
তার কিছু কি সঙ্গে নিলে, এখন সে সব রইলো কোথা
"আপন" বলে, যতন করে, চোখে চোখে রাখ্‌তে
যারে,
তোমার তারা, তাদের ছেড়ে,—এখন তুমি যাও হে
কোথা॥

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা। দয়ালচাঁদের বহির্ব্বাটীর এক কক্ষ।

(দয়ালচাঁদ, প্রকাশ ও বিনোদ।)

বিনো। প্রকাশ হলে পাছে আমার কোন বিপদ ঘটে, এইজন্য এতদিন চেপেছিলেম। ঝি-মাও সেইজন্য প্রকাশ করে নি।

দয়া। জীতু সিং, মায়াকে একবার ডেকে নিয়ে এসতো। (বিনোদের প্রতি) তোমার কিসের বিপদ ?

(মায়া দাসী ও জীতুসিংহের প্রবেশ।)

মায়া। কেন বাবু আমায় ডেকেচেন।

দয়া। তুমি বিনোদের কথা আমার কাছে প্রকাশ কর্‌তে ভয় পাও কেন ?

মায়া। আজ্ঞে, আপনার কাছে প্রকাশ কল্লে আর কি ? তবে ভয়, পাছে আর কেউ জান্‌তে পারে। তা হলে ওর প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

দয়া। প্রাণ নিয়ে টানাটানি কি রকম ?

মায়া। আজ্ঞে, ওর বাপ নিরুদ্দেশ, বিনোদের মাকে বিনোদের জেঠা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সেও এখন নিরুদ্দেশ। পাছে টাকার ভাগ বসায় এই জন্যে ওর সেই জেঠা ওকে প্রাণে মার্‌বে বলে, ঘরে আগুণ দিয়েছিল। আমি সেই ঘর থেকে ওকে লুকিয়ে বার

করে নিয়ে এসে, এক সন্ন্যাসী মেয়ের ওষুধ খাইয়ে বাঁচাই, আমিই ওর পৈতে দি।

দয়া। ঘরে আগুন দিয়েছিল? তুমি কাদের কথা বল্‌ছো?

মায়া। আপনার এখানে যিনি কায কত্তেন, বিনোদ তারই ছেলে।

দয়া। বিনোদ কার ছেলে?

মায়া। সেই পুলিনবাবুর ছেলে।

দয়া। পুলিনের ছেলে? বিনোদ আমার সেই পুলিনের ছেলে? (বিনোদের প্রতি) বাবা একবার কোলে আয়রে! তুই আমার সেই পুলিনের ছেলে? আয় বাবা! তোকে কোলে করে আমার পুলিনের জ্বালা জুড়ুই। (বিনোদকে আলিঙ্গন করিয়া মায়ার প্রতি) এ কথা এতদিন আমায় বলনি?

মায়া। পাছে ওর জেঠা কোন রকমে সন্ধান পেয়ে আবার ওকে মারবার চেষ্টা পায়, আমি সেই ভয়ে কিছু বলিনি।

দয়া। তুমি সেই ভয় করেছিলে? এ সিংহের কাছ থেকে কোন্ দুরাত্মা বিনোদকে নিয়ে যেতো আমি দেখ্‌তেম। তোমার মুখে শুনেছিলেম বিনোদ সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণের ছেলে। অজ্ঞাতকুলশীল হলেও, আমি বিনোদের সঙ্গে বীণার বিবাহ দিয়েছি। কিন্তু একথা আগে জান্‌লে আমি কত সুখী হতেম!—পুলিনের একবার দেখা পেলেম না।—প্রকাশ! পুলিন আমার বড় আদরের ধন! বিনোদ আমার সেই পুলিনের ছেলে, তা আমি জান্‌তেম না। বিনোদরে! জানিস্‌নে তুই আমার কি সামগ্রী।—প্রকাশ! এতদিন পরে আমার সেই পুরাতন

কথা মনে পড়্ছে। সেই পার্শী সাহেব!—দেখ, যে থলীতে করে আমি কাশীতে পুলিনের বাপকে টাকা দিয়েছিলেম, সেই থলি আবার আমাকে দিয়েছে!—এ আর কেউ নয়। পুলিন ছদ্মবেশে তার পিতৃঋণ পরিশোধ করেছে।

(গোলোকচাঁদবেশে পুলিনের প্রবেশ ও মায়ার প্রস্থান।)

পুলি। কিসের কথা হচ্চে মশাই?

প্রকা। প্রণাম হই লালাজি!

দয়া। আসুন লালাজি! আজ আমার বড় আনন্দের দিন! পুলিন বেহারি বলে একজন আমার কাছে কায কর্‌তো, অনেক সময় আমার অনেক উপকারও করেছ। আমিও তাকে ছেলের চেয়েও অধিক যত্ন কত্তেম। কিন্তু ভাগ্য-দোষে তাকে হারিয়েছি। পুলিনের ভড় ভাই, অতিশয় পাজি! পুলিনের রোগাছেলেকে ঘরে আগুণ দিয়ে মার্‌তে গেছ্‌লো। জগদীশ্বরের কৃপায়, একজন ঝি সেই আগুণ থেকে তাকে বার করে এনে বাঁচায়!

পুলি। আগুণ থেকে বাঁচায়? কোথায় সে ছেলে?

দশা। পুলিনের বড় ভাই পাছে আবার তাকে মার্‌তে চেষ্টা পায়, এই ভয়ে মায়া তাকে, এখানে এনে লুকিয়ে রাখে।

পুলি। আপনার কাছে রাখে? কোথায় সে?

দয়া। (বিনোদকে দেখাইয়া) এই সেই!

পুলি। এই কি আমার সেই বিনোদ? বাবা! আয়রে একবার কোলে আয়! (বিনোদকে আলিঙ্গণ।)

দয়া। (বিস্মিত হইয়া) লালাজি!—লালাজি!

পুলি। প্রভু! অনাথবন্ধু!—দীনপালক! আমি লালাজি নই! আমি আপনার সেই চিরপালিত ভৃত্য, পুলিন!

সকলে।পুলিন বেহারি?

দয়া। পুলিন রে! আয় কোলে আয়, বুকের ভেতর আয়! অনেক দিন হতে তোকে হারিয়েছি। আজ একবার কোলে আয়! আমার বড় আদরের পুলিন! একবার কোলে আয়! (পুলিনকে আলিঙ্গণ।)

জীতু। (সানন্দে) নারায়ণজি সাচ্ হায়!—রঘুনাথজি সাচ্ হায়!—বন্দিকি ছোটা মহারাজজী! আপ্‌কো একদফে দেখ্‌নেকায়াস্তে বুঢ্‌ঢা আবি জীতা হায়!

পুলি। জীতুসিং! তোমার প্রভুভক্তি আমি এজন্মে ভুল্‌বোনা! একবার কোল দাও! (আলিঙ্গণ।)

(মায়ার প্রবেশ।)

মায়া। (গলবস্ত্র হইয়া পুলিনকে প্রাণাম করতঃ) ছোটবাবু! এ দাসীকে চিন্‌তে পারেন্ কি? (বিনোদকে লইয়া) এই নিন্! আপনার বিনোদকে আপনার হাতে দিয়ে আজ নিশ্চিন্দি হই।

পুলি। মায়া! আর জন্মে তুই আমার কে ছিলি? তুই আমার যে উপকার করেছিস, আমার প্রাণ দিলেও যে তোর শোধ হয় না।

মায়া। সেকি কথা বাবু? ভগবান্ আপনার বিনোদকে বাঁচিয়েছেন।

দয়া। পুলিনরে! এত দিন কি আমার কাছে লুকিয়ে থাক্‌তে হয়?

পুলি। আমি এ্যাণ্ডামান্ হতে পালিয়ে আসি, পাছে আমায়

ধরে, এই ভয়ে এত দিন লুকিয়েছিলেম ; এখন পিটিশান্ করে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হয়েছি। যে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চক্রান্তে সেথায় যাই, সেও যথেষ্ট দণ্ড পেয়েছে।

দয়া। কেমন করে তুমি সেথা যাও?—কে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্?

পুলি। দাদা আমায় বিষয় হতে বঞ্চিত করবার জন্যে হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট উমেশ দত্তের সঙ্গে ষড় করে সেথায় পাঠায়।

দয়া। পাষণ্ড!—আমি সেদিন এই রকম কাগজে একটা গোলমাল পড়্ছিলেম বটে, তবে তাতে বড় বিশেষ কারও নাম দেওয়া ছিলনা বলে, ততটা বুঝতে পারিনে—যাহোক্ ভগবান্ তোমায় বাঁচিয়েছেন। পুলিন! সেদিন সেই পার্শি সাহেব, সেও কি তুমি?

পুলি। ছেলে কি তার বাপের কষ্ট দেখে থাক্তে পারে?

দয়া। আর বীণা ফেরা?—আমার জাহাজ ফেরা?

পুলি। আজ্ঞে আপনার ডুবি জাহাজের লোকেরা একটা দ্বীপে গিয়ে উঠে, অনেক অনুসন্ধানে তাদের ঠিকানা পাই; তিন মাসের মধ্যে ঠিক আপনার মত এক খানি জাহাজ তৈয়ারি করিয়ে, মালপত্র বোঝাই করিয়ে আনাই!

দয়া। কি শুভক্ষণেই তুমি আমার বাড়ীতে পা দিয়ে ছিলে?

পুলি। ভক্তের দুঃখ ভগবান মোচন করেন।

দয়া। পুলিন! বিনোদের সঙ্গে আমার বীণার বিবাহ দিয়েছি। যৌতুক স্বরূপ আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি বিনোদকে দান করেছি, আর অর্দ্ধেক প্রকাশকে দিয়েছি! এখন প্রকাশের বিবাহ দিয়ে, জীতুসিংকে নিয়ে, দুই বুড়োবুড়ীতে

কাশিবাসী হবো!—আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না, যে এ বৃদ্ধ বয়সে আমার এতো সুখ ছিল।—চলো বাবা! একবার বাড়ীর ভিতর চলো। (সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সোনাগাছির মোড়।

(হরিমতির প্রবেশ।)

হরি। (স্বগত) কি গেরো! ধরা পড়েছিলেম আর কি! পাইখানায় লুকিয়ে থাকি, তার পর পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে বাঁচি! আর এখানে থাকা নয়! এখুনি হাব্‌ড়ায় গিয়ে টিকিট করে কাশি পালাই (চারিদিকে দেখিয়া) তাইতো গা, একখানাও যে গাড়ি দেখ্‌তে পাইনে! কি করি?—কে গো? জমীদার বাবু নাকি?

(দরিদ্রবেশে দিগ্বিজয়ের প্রবেশ।)

দিগ্বি। হরিমতি! আর আমি জমীদার কৈ? এখন আমি পথের ভিখিরী! আমাব সব গেছে, আমি পাপের ফল ভোগ কচ্চি।

হরি (স্বগত) তবু রক্ষে! আমি ভেবেছিলেম, বুঝি আমারই সন্ধানে এসেছে। (প্রকাশ্যে) আহাহা! তোমার এত দূর হয়েছে? আমারও সর্ব্বস্ব গেছে! কোথাহতে

একটা ছোঁড়া জুটে, আমার সর্ব্বনাশ করে গেছে। কি চক্ষে যে তাকে দেখেছিলেম, বাড়ী, ঘর, টাকা, কড়ি সব তার জন্যে নষ্ট করেছি। এখন যে দুচার টাকা ছিল, তাই নিয়ে কাশি যাচ্ছি!

দিগ্বি। এতদিনে বুঝেছি পাপের টাকা থাকে না। (প্রস্থান।)

হরি। এমাগী আবার কে আসে?

(পাগলিনী বেশে হেমাঙ্গিণীর প্রবেশ।)

হেমা। এক কাঁড়ি টাকা! ঘুঁটে বেচা টাকা। কোথায় গেল টাকা?

হরি। কিসের টাকা গা? তোমার টাকা কে নিয়েছে?

হেমা। থান্‌কি মাগি! কস্‌বি মাগি! টাকা নিতে এসেছিস্? আমার বড় দুঃখের টাকা!

হরি। মাগি বুঝি টাকার শোকে পাগল হয়েছে!

হেমা। কি বল্‌লি স্থদ দিবিনি? স্থদ্ দিবিনি?—দিবিনি? আমার বড় কষ্টের টাকা!—আমার ঘুঁটে বেচা টাকা!—ওহো! বুক যায়!

হরি। আহা। এমন কাঙ্গালিরও এমন হয় গা?

হেমা। কাঙ্গালি কেরে মাগি? বিপিন চাটুয্যের মাগ! রাজার রাণী!—দেওরকে ঠকিয়ে টাকা পেয়েছি, দেওরপোকে মেরে টাকা করেছি!—দুধ বেচে টাকা করেছি!—আমার সে টাকা আজ কে নিলে?—বুক যায়! বুকযায়! ছেলেটাকে, আছড়ে মেরেছি!— কেও? কি বল্‌ছ? বিন্দে! তুই হাস্‌চিস্? তুই মরিস্‌নি? আমার টাকার ভাগ নিবি?—আছ্‌ড়ে মার্‌বো, পুড়িয়ে মার্‌বো, বিষ

দিয়ে মার্‌বো!—গেল! গেল! বুক ভেঙ্গে গেল! বুক ভেঙ্গে গেল!

হরি। তুমি সেই?

হেমা। (হরিমতির হাত ধরিয়া) তিনমাস আমার সুদ্‌ দিস্‌নি, আজ তোকে ছাড়্‌বো না! দে আমার সুদ্‌!

হরি। কিসের সুদ্‌রে বাছা?

হেমা। দিবিনি? সুদ দিবিনি? আজ তোকে খুন কর্‌বো!

হরি। না বাছা! অমায় ছেড়ে দে!—ওমা! আরও জোর করে ধরে যেগো?

হেমা। ভাল চাস্‌তো সুদ্‌ দে!

হরি। এখন ছেড়ে দে বাছা, দেবো এখন!—কি আপদেই পড়্‌লেম্‌ গা?

হেমা। খান্‌কি মাগি! কস্‌বি মাগি! আমার ভাতারকে খেয়েচিস্‌! আমার বড় দুঃখের টাকা ঠকিয়ে নিয়েছিস্‌!

হরি। ওমা! দেখে যে ভয় করে গো! ছাড়্‌ ছাড়্‌ বাছা!

হেমা। তুই নিয়েছিস্‌!—তুই আমাকে বিধবা করেছিস্‌! (হরিমতির গলা টিপিয়া) দে টাকা! দে টাকা!

নৃত্য। ছাড়্‌! ছাড়্‌! গেলুম!—গে—এ—লু—উ—ম্‌ (মৃত্যু।)

হেমা। হাঃ হাঃ হাঃ! মরেছে বেটী! খান্‌কি বেটী!—আমার বড় কষ্টের টাকা!—বুক গেল! বুক গেল!—বুক ভেঙ্গে গেল! (প্রস্থান।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

গোলোকচাঁদের চৌরঙ্গীর বাটী।

(দয়ালচাঁদ ও সদানন্দের প্রবেশ।)

সদা। আসুন, এইখানে বসুন। (উভয়ের উপবেশন।)

দয়া। আমি এ বাড়ীতে আরো দু একবার এসেছি, তবে, ভাল করে দেখা হয় নি। চমৎকার বাড়ী!

সদা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

দয়া। অচ্ছা, পুলিন এতো বিষয় কি করে পেলে?

সদা। আজ্ঞে, সিংহপুরের মহারাজা লছ্‌মীনারায়ণ, যিনি সমুদ্র হতে তুলে ওঁকে বাঁচান, তিনি মৃত্যুকালে তাঁর সমস্ত বিষয় দিয়ে যান্।

দয়া। আহা! কমলার দৃষ্টি যে কখন কার উপর পড়ে, কিছু বলা যায় না।

সদা। আজ্ঞে, তার সন্দেহ কি?

(ভৃত্যের প্রবেশ পূর্ব্বক দয়ালচাঁদকে তামাকু প্রদান।)

ভৃত্য। (সদানন্দের প্রতি) মশায়! লালাজি কাপড় ছাড়্‌চেন, আপনাকেও ডাক্‌চেন। (প্রস্থান।)

সদা। (দয়ালচাঁদের প্রতি) তবে আপনি একটু আরাম করুন!—কাকেও ডেকে দিয়ে যাব কি?

দয়া। না, না তার আর আবশ্যক নেই!

(সদানন্দের প্রস্থান এবং কিয়ৎ পরে প্রকাশ ও বিনোদের প্রবেশ।)

এসো, এই খানে বসো—সব ঘুরে দেখে এলে?

বিনো। আজ্ঞে হ্যাঁ ; খুব মস্তো, চমৎকার বাড়ী।

প্রকা। চমৎকার!

দয়া। (বিনোদের প্রতি) যাহোক্, শেষে যে তোমাদের এত সুখৈশ্বর্য্য দেখে যেতে পার্বো, একদিনও তা স্বপ্নে ভাবিনে। কদিন হলো, আমি একটা গোল্‌মাল্ শুনে-ছিলেম বটে, যে একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ঘুষ্ খেয়ে কোন কয়েদী বদ্‌লে একটা নিরীহ লোক্‌কে পুলিপলাও পাঠায়! সে যে পুলিনবেহারি তা আমি ভ্রমেও ভাবিনে।

বিনো। আজ্ঞে, আমরাও খবরের কাগজে এ ব্যাপার পড়েছিলেম, কিন্তু কারও নাম না থাকায়, আমরাও কিছু বুঝ্‌তে পারিনি। (যোগীবেশে পুলিনের প্রবেশ।)

দয়া। পুলিন! এ আবার তোমার কি বেশ?—তোমার এবেশ আমরা চখে দেখ্‌তে পারিনে।

পুলি। মশায়! এবেশের সঙ্গে রাজবেশের তুলনা হয় না। এ বেশ ধারণ কল্লে মনুষ্য জীবন সফল হয়, জন্ম স্বার্থক হয়। আমি আর সংসারে থাক্‌বো না। সংসারে ভোগের সাধ কখনো মেটে না! দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন আমার উদ্দেশ্য ছিল, তা হয়েছে। আর আমার সংসার ভাল লাগে না, এখন আমি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ কর্‌তে ইচ্ছে করি।

দয়া। এ সকল তোমার কি কথা? আমরা তো তোমায় ছাড়্‌বো না!

পুলি। অবুঝ হবেন না। শমন এসে যেদিন ধর্‌বে, সেদিন

কি আমায় কেউ রাখ্‌তে পার্‌বেন? আমার বয়েস কম হয়নি, কখন এসে কাল দর্শন দেবে জানিনে। আমায় পরকালের্ কায কর্‌তে দিন্‌।

দয়া। পুলিন! তোমাকে চিরকাল গুণবান্ বলে জানি; কিন্তু এতো গুণে যে তুমি গুণবান্, তা আমি জান্‌তেম্ না। এতো ভোগ্‌তো আমরা সহজে ত্যাগ কর্‌তে পারি্‌নে! আমায় এ মহত্যাগ শিক্ষা দাও?

পুলি। মনুষ্য জীবন তিনকালে বিভক্ত। শৈশব, যৌবন, ও বার্দ্ধক্য।—শৈশবে শিক্ষা, যৌবনে ভোগ এবং বার্দ্ধক্যে নিবৃত্তি, ইহাই মনুষ্যের করণীয়!

দয়া। আমিও আর অধিক দিন এখানে থাকৃবো না। প্রকাশের বিবাহ দিয়েই আমি কাশি যাবো।

(মায়া ও বীণার প্রবেশ এবং বীণার পুলিনকে প্রণাম করন।)

পুলি। মা! আশীর্ব্বাদ করি, সতী সাবিত্রী হও!—তুমি মা আমার ঘরের লক্ষ্মী! বিনোদ আমার বড় আদরের ধন, সেই বিনোদ হতে তোমায় পেয়েছি। স্ত্রীলোকের স্বামী দেবতাস্বরূপ! বিনোদকে ভ্রমেও কখনো অযত্ন করো না! সতীত্ব নারীর মাথার মণি! লজ্জা রমণীর অলঙ্কার! অন্নপূর্ণা হিন্দুর মহারাধ্যা দেবী, তাঁর পাদপদ্ম চিন্তা করে, কাকেও অন্ন দিতে কখনও কাতর হয়ো না। বাসুকী পৃথিবীর ভার মস্তকে করে আছেন, কখনো কোন ভার নিতে ক্লেশ বোধ করো না। আশীর্ব্বাদ করি রাজরাণী হও; রাজার মা হও।

দয়া। পুলিন! প্রকাশের বিবাহটা দেখে তারপর না হয় যেও!

আমি তোমায় এতদিনের পর পেলেম, আমার কাছে না হয় দিনকতক থেকেই যেতে ?

পুলি। মশায় ! এ সংসারে বিঘ্ন পদে পদে ! সংসারে থাক্‌লে আবার যদি মায়ায় পড়ি; আর যদি বেরুতে না পারি ! সেদিকে আর ফিরে চাইবো না।

(যোগীবেশে সদানন্দের প্রবেশ।)

সদা। (পুলিনের প্রতি) প্রভু এ দাস প্রস্তুত !

পুলি। কাগজটা আমায় দাও ! (সদানন্দের হস্ত হইতে একখণ্ড কাগজ লইয়া দয়ালচাঁদকে প্রদান পূর্ব্বক) মশায় ! এটী আমার উইল ! আগে হতেই এটী প্রস্তুত করে রেখেছিলেম। সদানন্দকে সংসারী কর্‌তে আমি অনেক চেষ্টা করেছি ; কিন্তু সদানন্দ কিছুতেই আর সংসার মায়ায় জড়িত হতে চায় না। সদানন্দের কাণেও সেই মনোমোহন বংশীধ্বনি প্রবেশ করেছে ;—আর সদানন্দকে কেউ ধরে রাখ্‌তে পার্‌বে না।—আমার স্থাবর বা অস্থাবর যা কিছু সম্পত্তি আছে, এই উইলে তার এককড়া রকমে আমার প্রত্যেক ভৃত্যকে দিয়েছি। তাহলে আর তাদের কোনকালে পরের চাক্‌রী করে খেতে হবে না। এই বিষয় হতে জীতু সিং যা ইচ্ছা গ্রহণ কর্‌বে। বাকি বিনোদ আর প্রকাশ সমান এক এক অংশ পাবে। (বিনোদের প্রতি) শোনো বিনোদ্‌ ! মায়া আমার সংসারে গৃহিণী হয়ে থাক্‌বে। দয়াল বাবু এবং তাঁর পরিবারকে আমাদের চেয়েও বড় জ্ঞান করবে,—তাঁদের পরামর্শ না নিয়ে কোন কায কর্‌বে না।

প্রকাশকে আপন সহোদরের মত দেখ্‌বে।—মহারাজা লছ্‌মীনারায়ণের নামে আমার যে সকল পান্থশালা, দীনশালা, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও দেবালয়াদি আছে তা যেন রীতিমত চলে। অন্যান্য যে সকল দান আছে সকলগুলি বজায় রেখো। (প্রকাশের প্রতি) প্রকাশ! অধর্ম্মে যেন তোমাদের কখনো মতি না হয়।

দয়া। পুলিন! এ ভার তুমি আর কাকেও দাও। আমি কি চিরকালই সংসারে থাক্‌বো?

পুলি। এরা সব ছেলেমানুষ, আপনি দেখে শুনে না দিলে কে দেবে?

(ভৃত্যগণের প্রবেশ।)

ভৃত্য। প্রভু আপনি নাকি আমাদের ছেড়ে যাবেন? আপনি আমাদের মা বাপ্‌, আপনাকে আমরা ছাড়বো না। (চরণ ধরিয়া) এই আপনার চরণ ধল্লেম, দেখি কেমন করে আপনি ছাড়িয়ে যান্‌।

দয়া। হ্যাঁ! হ্যাঁ! তোমরা সব ধরোতো!

পুলি। (সকলকে তুলিয়া) ছি! ছি! ওঠ সব! আমায় পরকালের কাজ করতে দাও!—আমি তোমাদের বিষয় অন্যায় করি নি!

ভৃত্য। আমরা টাকা চাইনি, আপনি আমাদের মাথার মণি হয়ে থাকুন, আমরা আর কিছু চাইনি।

পুলি। দুঃখ কোরোনা। এঁরা তোমাদের নূতন মনিব হলেন, এঁদের সঙ্গে সুখে থাকো। আমি যখন সংসার ত্যাগ করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছি, সেই মেঘবরণ, পীতবসন,

বনমালা গলে বংশীধারী লাভ আসে, মন যখন একবার ছুটেছে, তখন আর আমায় কেউ ধরে রাখ্‌তে পার্‌বে না। এ ঐশ্বর্য্য সে মহামণির কাছে অতি তুচ্ছ!—এঁরা তোমাদের নূতন মনিব হলেন, এঁদের সঙ্গে সুখে থাকো।

(গীত গাহিতে গাহিতে মেঘমালার প্রবেশ।)

মেঘ। গীত।

দিনে দিনে যাবে দিন, চির দিনতো রবেনা।
আশার আশে থাক্‌লে বসে, সাধনাতো হবে না॥
ছাড়িয়ে বিষয় বাসনা, কর সে সত্যের কামনা,
(তবে) ঘুচ্‌বে ঘোর, হবে ভোর, প্রাণের আঁধার রবেনা॥

সকলে। দেবী! আপনার চরণে আমাদের প্রণাম। (সকলের প্রণাম।)

দয়া। দেবী! আজ আপনার পদস্পর্শে এ বাড়ী পবিত্র হলো!

মেঘ। নবীন সন্ন্যাসীর চরণে আমার সহস্র প্রণাম! আমি সাধু দর্শনে বড় সুখী হই।

পুলি। দেবী! আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি?

মেঘ। সন্যাসিণীর পরিচয় কি? তবে আমার এক পূর্ব্ব পরিচয় আছে। আমি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, নূতন সন্যাসী লালা গোলোকচাঁদের দুঃখিনী স্ত্রী মেঘমালা!

পুলি। (কমণ্ডলু ফেলিয়া) মেঘমালা! মেঘমালা তুমি? এত-

দিনে কি তোমার দেখা পেলেম?—তুমি কোথায় ছিলে? বহুদিন পরে তোমায় পেলেম, একবার কাছে এসো।

মেঘ। স্থির হোন্! সন্ন্যাসীর সংসারের সকল মায়াই ত্যাগ করা কর্ত্তব্য!

বিনো। মা! আমি যে তোর সেই বিনোদ! একবার কোলে নে মা?

মায়া। ছোট বৌদিদি! তোমার বৌমাকে দেখো। (মায়ার সঙ্গে মেঘমালার নিকট আসিয়া বীণার তাঁহাকে প্রণাম।)

মেঘ। জন্ম এয়িস্ত্রী হও!—(বিনোদের প্রতি) বিনোদ! এখনও জীবিত আছ? আহা! হরির কি অপূর্ব্বলীলা! কালপূর্ণ না হলে কার সাধ্য লয় করে!

পুলি। মায়াই বিনোদকে সেই আগুণ থেকে বাঁচিয়েছে!

মেঘ। ইচ্ছা সেই নারায়ণের, মনুষ্য কেবল উপলক্ষ মাত্র!

মায়া। একবার বৌ বেটাকে কোলে নাও?

মেঘ। মায়া! নারায়ণই তাঁর পত্রকন্যাকে কোলে নিয়ে আছেন। কে কার ছেলে? কে কার বৌ? এসব কেবল পুতুলখেলা বৈতো নয়! আশীর্ব্বাদ করি দুজনে সুখে থাকুক! নারায়ণে মতি থাকুক!

পুলি। মেঘমালা! আমি সব শুনেছি! তোমার উপর অত্যাচারের কথা আমি সব শুনেছি। দুষ্টেরা তাদের মহাপাপের প্রতিফল পেয়েছে।

মেঘ। পাপে জীব আত্মহারা হয়, তাদের হিতাহিত বিবেচনা শক্তি থাকে না। রাধাবল্লভ তাদের মহাপাপের ক্ষমা

করুন। পাপীর কাণ্ডারী মধুসূদন তাদের সুমতি দিন। দুর্গতিহারি দয়াল হরি তাদের মঙ্গল করুন।

পুলি। মেঘমালা! তুমি দেবী! যে তোমার পরম শত্রু, যে তোমার মহানিষ্ট করেছে, তার ইষ্টের জন্য তুমি ব্যস্ত! আমি মোহান্ধ নর। আমি তোমার মত শত্রুকে ক্ষমা করতে জানিনে! মূঢ় আমি! প্রতিহিংসা আমার হৃদয়ে বলবতী হয়েছিল, আমি ক্রোধান্ধ হয়ে সেই দুর্ব্বৃত্তদের দুর্গতি করেছি।

মেঘ। প্রভু! ক্ষমাদ্বারা শত্রুকে দমন করাই দেবধর্ম্ম! কিন্তু যখন যা ঘটে, নারায়ণই সে সকলের মূল কারণ! যা হয়ে গেছে, তার জন্য দুঃখ করায় ফল কি? ভগবানের ইচ্ছা কে খণ্ডন কর্‌তে পারে?

পুলি। মেঘমালা! আমি অন্ধ! আমি অজ্ঞান! আমাকে জ্ঞান দাও, আমাকে ক্ষমা শিক্ষা দাও!

মেঘ। স্বামিন্! আপনি আমার গুরু! দাসীর প্রতি এরূপ আজ্ঞা কর্‌বেন না। এ জগতে নারায়ণই একমাত্র শিক্ষাদাতা! এ আঁধার জীবনে তিনিই জ্ঞানালোক্ দিবেন। সেই শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারি রাধাকান্তের চরণে আমাদের ভক্তি অচলা হোক্, তিনিই আমাদের পথ দেখাবেন।

(গীত গাহিতে গাহিতে মাতাজীর প্রবেশ।)

মাতা।

(গীত)

পরের সনে, পরের মত, পরবশে কত রবে।
আপন বলে, যত্তন যারে, শেষেতো সে পরই রবে॥

পরকে নিয়ে আপন কর, বাঁধার উপর বেঁধে ঘর,
এমন করে পরস্পরে, কতদিন আর কেটে যাবে॥
পরকে ছেড়ে পরম ধর, আপ্‌নার মন আপন কর,
আপনি কাঁদ আপন তরে, তবে পরে মোক্ষ পাবে॥

সকলে। দেবীর চরণে সহস্র প্রণাম।

পুলি। মা! এতদিনে কি অধম সন্তানকে মনে পড়েছে?

দয়া। জন্ম জন্মান্তরে কত পুণ্য করেছিলেম, তাই আজ সাধুর চরণরেণুস্পর্শে আমার দেহ, মন, প্রাণ পবিত্র হলো!

মাতা। সকলের কল্যাণ হোক! (পুলিনের প্রতি) বেলা গেলো! আঁধারেতো পথ দেখ্‌তে পাবে না! অনেক দূর যে যেতে হবে!

পুলি। এ দাসতো প্রস্তুত মা!

মাতা। তবে আর কেন বিলম্ব করো? আর কার পানে ফিরে চাও? মোহান্ধ জীব! আবার মায়ায় কেন জড়াও? যে পথে চলেছ, চলে চলো, অনেক দূর যে যেতে হবে!

পুলি। (দয়ালচাঁদের প্রতি) তবে আসি! (সকলের প্রতি) সবাই আমাদের বিদাও দাও! সাধু দর্শনে, সাধু সঙ্গে আমার আত্মা পবিত্র হলো! জীবন সফল হলো!

দয়া। কেমন করে বিদায় দেব?

পুলি। শান্ত হোন্! (সকলের প্রতি) তোমরা কেঁদোনা! আর মায়া বাড়িও না। রাধাবল্লভ তোমাদের সুখে রাখুন! সেই বংশীধারী সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন!

মাতাজী ও মেঘমালা।

গীত।

বেলা গেল, চলে চল, (ওরে) বহুদূরে যেতে হবে।
আঁধার এলে গোলেমালে, পথভুলে যে পড়ে রবে॥
থাক্‌তে বেলা, ও মন ভোলা, কর্‌লি কেবল মিছে খেলা।
(এখন) খুঁজ্‌তে সাথি, আস্‌বে রাতি, (ভবে) সাথের-সাথি কেবা কবে।
চাহিস্‌নে আর পিছন ফিরে, ভাসিসনে রে নয়ন নীরে,
(ওরে) দিন পেয়ে আজ দিন হারালে, সেদিনে যে কাঁদ্‌তে হবে॥

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত।

(যবনিকা পতন।)
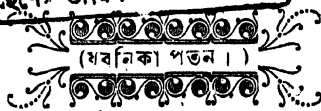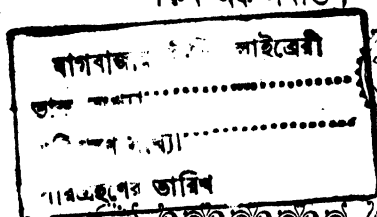
The outline of the story is taken from A. Dumas' "Count of Monte Cristo".